সূচীপত্র

হৃদয় ছোঁয়া সিরিজ-১৬

যে গল্পে হৃদয় কাঁপে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

সূচীপত্র

সিরিজ–১৬

যে গল্পে হৃদয় কাঁপে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম.এ. (ফার্স্ট ক্লাস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
দাওরায়ে হাদীস (ফার্স্ট ক্লাস, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)
মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদ্‌রাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

সম্পাদনায়

মাওলানা আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

সিরিজ-১৬

যে গল্পে হৃদয় কাঁপে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৭৯২১৯৩, ০১৯২-৪৭২৮৯৯

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা

ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১২৫৪৬২, ০১৭১২-১৭১৩৬২

প্রকাশকাল

এপ্রিল- ২০০৬ইং
রবিউল আউয়াল- ১৪২৭ হিঃ

মুদ্রণে

ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন

মূল্য

একশত বিশ টাকা মাত্র

কম্পোজ

মাওঃ হুসাইন আহমাদ
ফোন ঃ ০১৯১-৩৮০৬২৩, ০১৮৮০৩৭১৬৭

www.smfoundationbd.com

যাঁর হস্ত মোবারকে.....

হাজারো আলেম-উলামার আধ্যাত্মিক চিকিৎসক
আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রাণপ্রিয় শায়েখ
মুফতী মাহমুদুল হাসান গঙ্গোহী (র.) -এর
সুযোগ্য খলীফা শায়খুল হাদীস হযরত
মাওলানা মুফতি শফীকুল ইসলাম সাহেব
দামাত বারাকাতুহুমের
উচ্চাসন প্রত্যাশায়।

--লেখক

লেখকের সাথে যোগাযোগ

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দত্তপাড়া, নরসিংদী।
মোবাঃ ০১৭১২-৭৯২১৯৩, ০১৯২-৪৭২৮৯৯

www.smfoundationbd.com

পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা

আলহামদুলিল্লাহ। "যে গল্পে হৃদয় কাঁপে" এখন আপনাদের হাতে। সিরিজ-১৬ এর সুন্দর এ নামটি আপনাদেরই দেওয়া। বি. বাড়িয়ার বোন ফাতেমাতুজ জোহরা, নরসিংদীর ভাই নাসির উদ্দীন এবং গোপালগঞ্জের বোন হুসনা আরা আহসানের প্রেরিত মোট ১৩টি নাম থেকে এ নামটি নির্বাচিত হয়েছে। এজন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ডাকযোগে পুরস্কার প্রেরণের পাশাপাশি আপনাদের পূর্ণ নাম ঠিকানাও অত্র বইয়ের ৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যান্য সিরিজের ন্যায় আশা করি এ সিরিজের লেখাগুলোও আপনাদের ভালো লাগবে। তাছাড়া পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী কুইজ প্রতিযোগিতা-২ এর যাবতীয় নিয়ম কানুন এবং প্রশ্নাবলি এ বইয়ের শেষভাগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বহু পাঠক-পাঠিকা **কুইজ প্রতিযোগিতা-১** এর উত্তর পাঠিয়েছেন। আগামী ৪ জুন রোজ রবিবার বাদ আছর এই প্রতিযোগীতার ড্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এবং সঙ্গত কারণেই এর ফলাফল সিরিজ ১৭ এ ও কুইজ প্রতিযোগিতা-২ এর ফলাফল সিরিজ-১৮ এ আসবে। পাঠক ফোরামের ব্যাপারে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। তাই এ ব্যাপারে আপনাদের আরো লেখা কামনা করছি।

আরেকটি কথা হলো, মতামত বিভাগে অনেকেই নিয়ম মেনে লেখা পাঠাচ্ছেন না। যেমন- খামের উপর "পাঠকের মতামত" কথাটি না লিখা, দু'লাইনের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফাঁক না রাখা, পিতার নামসহ পূর্ণ নাম-ঠিকানা না দেওয়া ইত্যাদি। যার ফলে লেখা ঠিকঠাক করতে আমাকে যেমন বেগ পোহাতে হচ্ছে তেমনি সৌজন্য কপিও পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আশা করি, সামনে আপনারা এ ব্যাপারে আরো সচেতন হবেন।

আর হ্যাঁ, এ সিরিজকে ২০ পর্যন্ত নিয়ে থামিয়ে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা শুরু করছি। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে আপনাদের মতামতের উপর। তাই এ ব্যাপারেও লিখবেন বলে আশা রাখছি।

পরিশেষে হৃদয় গলে সিরিজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং এই সিরিজকে যেন মহান আল্লাহপাক আমাদের সবার হিদায়েতের জরিয়া ও নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন এ কামনা রেখেই শেষ করছি।

বিনীত

তারিখ ঃ ০৭/০৪/০৬ইং

মুফীজুল ইসলাম ভাদুঘরী

www.smfoundationbd.com

হযরত উলামায়ে কেরাম এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি-

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

মুহতারাম,

বাদ সালাম, আশা করি মহান আল্লাহর রহমতে কুশলে আছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মুসলিম জাতির চরিত্র গঠন, ঈমানের মজবুতী, আমলে উদ্বুদ্ধকরণ সর্বোপরি সবাইকে আখেরাতমুখী করার এক মহান পরিকল্পনা নিয়ে ২০০২ সালের অক্টোবর মাস থেকে দুই/তিন মাস অন্তর অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে হৃদয় গলে সিরিজের বইসমূহ। আমার কথা নয়, শত শত পাঠকের বক্তব্য হলো, এ সিরিজ নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক, ছোট-বড়, ব্যবসায়ী-চাকরিজীবি এক কথায় সর্বস্তরের মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ ও জাতি গঠনে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি বর্তমান বাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজারো অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকের মোকাবেলায় এটি একটি মজবুত হাতিয়ার। পাঠক-পাঠিকাদের এ অভিব্যক্তিটুকু আরো উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রতিটি বইয়ের শেষ ভাগে সংযোজিত "পাঠকের মতামত বিভাগ" ও প্রচ্ছদের উপর (সিরিজ-১১ থেকে) ছাপানো "হৃদয় গলে সিরিজ ঃ বড়দের মূল্যায়ন " পাঠ করা যেতে পারে।

এ সিরিজ কিভাবে ছাত্র-শিক্ষক ও সকল শ্রেণীর লোকদের হাতে পৌঁছানো যায় জাতির কল্যাণের স্বার্থে সে ব্যাপারে যথাসম্ভব ফিকির করার জন্য আমি আপনাদের নিকট সবিনয় অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে এও কামনা করছি, যদি কোনো উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য নয়, লেখক ও মুসলিম মিল্লাতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে নিজ উদ্যোগে সামনের বইগুলোর প্রচ্ছদের পিছনভাগে ছাপানোর নিয়তে দু'কলম লিখে লেখকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন তবে আজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবো। দু'হাত তুলে তাঁর জন্য দোয়াও করে যাবো মৃত্যু অবধি। উপরন্তু ভাবতে পারবো, নিরহংকার ও নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকার করার মতো লোক এখনো অনেক বাকি আছে। আমার এ আকুল আবেদনে সংশ্লিষ্ট মহোদয়গণ সাড়া দিবেন- এ ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি। -লেখক

www.smfoundationbd.com

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আকাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ উস্তাযুল আসাতিযা
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ)-এর মূল্যবান

অভিমত ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্‌বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলি এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলিতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলি।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "যে গল্পে হৃদয় গলে" (চলমান অংশের নাম "যে গল্পে হৃদয় কাঁপে") নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষণীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মতো সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের অসিলা বানাও। আমিন॥

আজিজুল হক

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক)

www.smfoundationbd.com

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) এর সুযোগ্য
খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস আলহাজ্ব
হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দুআ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হলো, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম তার "যে গল্পে হৃদয় গলে" (চলমান অংশের নাম যে গল্পে হৃদয় কাঁপে) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয়-বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প-কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

(মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

www.smfoundationbd.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ (১২-৭৭)

রক্ত স্নাত ফিলিস্তীন → ১২
ভুল সংশোধন → ১৯
পরোপকারের নগদ পুরস্কার → ২২
ঈমানদীপ্ত কথোপকথন → ২৫
ন্যায় বিচার → ৩১
সংগীত শিল্পীর ভয়াবহ শাস্তি → ৩৫
একটি অবিস্মরণীয় অলৌকিক ঘটনা → ৪৭
দীপ্ত প্রত্যয় → ৫২
চাবুকের আঘাত → ৫৫
খেদমতের প্রতিদান → ৬০
একের বদলে দশ → ৬৩
বিসমিল্লাহর বরকত → ৬৭
খালেছ নিয়তের পুরস্কার → ৭১
ক্রন্দনের ফল → ৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন? (৭৯-৯০)

বিনয়ের পরীক্ষা → ৭৯
লোভমুক্ত হৃদয় → ৮০
ধর্মের জন্য নিজকে ছোট করতেও দ্বিধা নেই → ৮১
দুলহার রেশমী জামা → ৮৩
বড়দের বিনয় → ৮৪
প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা প্রদর্শন → ৮৬
বড়দের প্রতি সম্মান → ৮৯
ইমামতির যোগ্য নই → ৯০

পাঠকের মতামত → ৯২
হৃদয় গলে সিরিজ ঃ কুইজ প্রতিযোগিতা-২ → ১০৯

www.smfoundationbd.com

সূচীপত্র

যে গল্পে হৃদয় কাঁপে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

১

২১৭

রক্তস্নাত ফিলিস্তীন

যুহাইর। টগবগে এক তরুণ। কাজ শেষে বাসায় ফিরছিলো সে। এরই মধ্যে মুয়াযজিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো মাগরিবের আজান। যুহাইর মসজিদে যায়। নামাজ শেষে পুনরায় বাসার পথ ধরে।

আনমনে হাঁটছিলো যুহাইর। কি যেনো চিন্তা করছে সে। কোনো দিকে খেয়াল নেই তার। পথ চলতে চলতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়। রাস্তার পাশে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে একটি ফিলিস্তীনী মেয়ে। বয়স সাত কি আট হবে।

যুহাইর এগিয়ে যায়। মেয়েটি আহত। মাথার কয়েক স্থান থেকে দর দর করে রক্ত বেরুচ্ছে। কেটে গেছে দেহের বিভিন্ন অংশ। মেয়েটির এ করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তরুণ যুহাইরের কচি মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

মেয়েটির হুঁশ নেই। চোখ দুটো মুদে আছে। যুহাইর দেরি করে না। মেয়েটিকে কোলে নেয়। দ্রুত ছুটে চলে নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে। কর্তব্যরত ডাক্তার মেয়েটিকে দেখেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তারপর বলেন, ওর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। কিছু রক্ত হলেই ইনশাআল্লাহ সেরে উঠবে। রক্তের গ্রুপ ও পজেটিভ। তবে বিলম্ব করার কোনো সুযোগ নেই।

যুহাইর কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পকেট শূন্য। কি করবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। সে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করল। মনে মনে বলল, হে অপার করুণাময়! আমাদের অবস্থা তুমি ভালো করেই দেখছো। অনুগ্রহ করে তুমি আমাদের সাহায্য করো।

www.smfoundationbd.com

দোয়া শেষ হতেই যুহাইরের নিজের কথা মনে হলো। সে দৌড়ে গিয়ে পরীক্ষাগারে ঢুকল। বলল, সেখানকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে- দেখুন তো, আমার রক্তের গ্রুপ ও পজেটিভ কি-না।

লোকটি যুহাইরের রক্ত নিল। পরীক্ষা করল। তারপর মুখে হাসি টেনে বলল, তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে। রক্তের গ্রুপ ও পজেটিভ।

যুহাইর রক্ত দিল। এক পাউন্ড রক্ত। এরই মধ্যে বাসায় সংবাদ পাঠালো সে। সংবাদ পেয়ে তার মা ও একমাত্র আদরের বোন নাবিলা ছুটে এলো চিকিৎসা কেন্দ্রে।

যুহাইরের মা একজন ভদ্র মহিলা। খুবই অমায়িক। দীনদার তো বটেই। আহত মেয়েটিকে দেখে তার মাতৃহৃদয় কেঁদে উঠে। তিনি মেয়েটির সেবায় লেগে যান। এ কাজে নাবিলাও পিছিয়ে নেই। সেও পরম স্নেহে মেয়েটির যত্নে আত্মনিয়োগ করে। উত্তমরূপে চিকিৎসা করার জন্য ডাক্তারদের অনুরোধ জানায়।

যুহাইর ও তার মা-বোনদের আন্তরিক সেবায় মেয়েটি কয়েক দিনেই সুস্থ হয়ে উঠে। যুহাইর নিজের পকেট থেকে হাসপাতালের বিল পরিশোধ করে। তারপর সবাইকে নিয়ে বাসায় ফিরে।

মেয়েটি এখন কথা বলতে পারে। যুহাইর জিজ্ঞেস করে-

ঃ তোমার নাম?

ঃ তুহ্ফা। ছোট্ট করে উত্তর দেয় মেয়েটি।

ঃ তোমরা থাকো কোথায়?

ঃ খান ইউনুস শরণার্থী শিবিরে।

ঃ তুমি কিভাবে এখানে এলে বলতে পারবে?

ঃ হ্যাঁ, পারবো।

ঃ বলো।

মেয়েটি বলতে লাগলো-

ঃ একদিন আমাদের পরিবারের সবাই ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় কতিপয় ইসরাঈলী সৈন্য আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ে। এদের দেখে আমি ভয়ে চিৎকার শুরু করি। আমার আব্বা ও ভাইয়া এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনারা কেনো এসেছেন? ইসরাঈলী সেনারা খুবই নিষ্ঠুর। তারা কোনো জবাব না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে আমার আব্বা ও ভাইয়াকে মেরে ফেলে।

www.smfoundationbd.com

মাইশা আমার খেলার সাথী। সে তার পরিবারের লোকদের সাথে আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকে। আমার আব্বা ও ভাইয়াকে হত্যা করে তারা মাইশাদের বাড়িতে যায় এবং তার আব্বা ও ভাইয়াকে বুলেটের আঘাতে তখনই শহীদ করে ফেলে। এরপর এরা আমাদের সবার বাড়িঘর ও বাড়িতে আসার রাস্তাগুলো ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। কুরআন শরীফগুলো নিক্ষেপ করে ডাস্টবিনে। আমার আমপারা এবং ভাইয়ার আরবি কিতাবগুলো ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। প্রস্রাব-পায়খানা করে মসজিদ নোংরা করে দেয়। স্কুলটা ভেঙ্গে গুড়িয়ে ফেলে।

এতগুলো কথা বলতে বলতে তুহফা হাফিয়ে উঠে। সে একটা ঢোক গিলে নিয়ে আবার বলতে থাকে- তারপর তারা আমাকে, আমার আম্মু ও আপুকে, মাইশার আম্মু ও খালামনিকে এবং আরো অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়েকে একটি ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। কিছুদূর যাওয়ার পর মাইশা ও আমাকে ইঙ্গিত করে এক ইসরাঈলী সেনা বলল, এ দুটি তো ছোকরা, বয়স একেবারে কম। এগুলো নিয়ে শুধু শুধু ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। এ বলে সে প্রথমে মাইশার কাছে গিয়ে তার এক পায়ে বুট জুতো দিয়ে শক্তভাবে চেপে ধরে। তারপর আরেক পা দু হাতে ধরে হেচকা টান মেরে তাকে মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। মাইশা তখন আল্লাহ বলে একটি মাত্র চিৎকার দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। তারপর সে নীরব হয়ে যায়। তার এ দৃশ্য দেখে আমরা সবাই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম। কিন্তু বর্বর সৈন্যরা আমাদেরকে কাঁদতেও দিল না। প্রচন্ড নির্যাতনে আমাদেরকে থামতে বাধ্য করল। সেই সঙ্গে সবগুলো সৈন্য দাঁত বের করে হো হো করে হাসতে লাগল।

মাইশাকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর সৈন্যটি চলন্ত ট্রাক থেকে আমাকে বাইরে ফেলে দেয়। তখন আমি শুধু আম্মি বলে একটি চিৎকার দিয়েছিলাম। তারপর আর কিছু বলতে পারব না। এতটুকু বলে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করে দেয় তুহফা।

এ হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনার জন্য এতক্ষণে যুহাইরের আম্মা সুমাইয়া আফরীন এবং আদরের ছোট্ট বোন নাবীলাও পাশে এসে বসেছে। তুহফা কান্না শুরু করলে নাবীলাও কাঁদতে শুরু করে। সেই সাথে তার মা ও ভাইয়ার চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। এ সময় যুহাইরের আব্বা ঘরে প্রবেশ করেন। সবকিছু শুনে তিনিও কাঁদতে থাকেন ছোট্ট শিশুটির মতো। ফলে গোটা বাসায় সৃষ্টি হয় এক অভাবনীয় মর্মস্পর্শী দৃশ্য। যার প্রকৃত অবস্থা কেবল দেখেই বুঝা যায়। অনুভব করা যায় না।

www.smfoundationbd.com

যুহাইরের পিতা-মাতার আদর-সোহাগ পেয়ে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে তুহফা। যুহাইরও খুব স্নেহ করে তাকে। আপন বোনের মতোই আদর করে। নাবীলার জন্য কিছু কিনলে তুহফার জন্যও অনুরূপ আরেকটি জিনিস ক্রয় করে। নাবীলাও খুব খুশি হয় মনের মতো সমবয়সী আরেকটি খেলার সাথী পেয়ে।

তুহফা ফুটফুটে মেয়ে। বড় হলে বেশ সুন্দরী হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সবার মায়া-মমতা ও স্নেহের বেষ্টনীতে পড়ে সে ভুলে যায় আপন মা-বাবার কথা। নাবীলার পিতা-মাতাকে সেও আব্বু-আম্মু বলে ডাকে। তারাও তাকে গ্রহণ করেছে ছোট আরেকটি মেয়ে হিসেবেই।

যুহাইরকে সহোদর ভাইয়ের মতোই শ্রদ্ধা করে তুহফা। সারাদিন ভাইয়া ভাইয়া বলে মাতিয়ে রাখে গোটা বাড়ি। বয়সে সামান্য বড় হওয়ার দরুন নাবীলাকে ডাকে আপু বলে। বেশির ভাগ সময় হাসি-খুশিতেই কাটে তার। কিন্তু মাঝে মধ্যে একাকী অবস্থায় মা-বাবার মুখচ্ছবি ভেসে উঠে তার হৃদয়পটে। তখন সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ভেঙ্গে পড়ে আঝোর কান্নায়।

যুহাইরের পিতা ফুহাইর সাহেব। তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন। চোখে কিছুই দেখেন না। ইসরাঈলী সেনাদের নিষ্ঠুর বুলেটই এর জন্য দায়ী। অধিকাংশ সময় বারান্দার একটি চেয়ারে বসে কাটান তিনি। সেখান থেকেই ডাকেন মা তুহফা! মা তুহফা!! করে। তুহফা জ্বি আব্বু, বলে দৌড়ে যায় অন্ধ পিতার কাছে। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে তুহফাকে আদর করেন। মজার মজার গল্প শুনান। অবশেষে দোয়া দিয়ে বিদায় দেন। আদর পেয়ে অশ্রু সজল হয়ে উঠে তুহফার আঁখি যুগল। আবার মনে পড়ে যায় পিতা-মাতার কথা। স্মৃতির আয়নায় ভেসে উঠে কত ছবি, কত দৃশ্য।

যুহাইর বাসায় এলে নাবীলা ও তুহফা দৌড়ে আসে। দুজন তার পাশে বসে। যুহাইর তাদেরকে শোনায় ফিলিস্তীনের অন্যতম নেতা শাইখ আহমদ ইয়াসীনের বীরত্বের কথা, অলৌকিক কারামতের কথা, জিহাদের ময়দানে খোদায়ী নুসরতের কথা। আরো শোনায় ইহুদি ও ইসরাঈলী সেনাদের বর্বর আচরণের কথা। এসব শুনে বিস্মিত হয় তারা। ভয়ে কেঁপে উঠে তাদের কচিমন। সেই সাথে ইসলামের প্রতি সৃষ্টি হয় এক অজানা আকর্ষণ। আর ঘৃণা সৃষ্টি হয় নিষ্ঠুর ইসরাঈলীদের প্রতি।

এসব কথা শোনার জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে নাবীলা ও তুহফা। যুহাইর কখন বাসায় ফিরবে, সেই আশায় চাতক পাখির মতো অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে তারা। বাসায় এলেই এসব মধুময় গল্প শোনার জন্য যুহাইরের পাশে বসে পড়ে দু'বোন।

www.smfoundationbd.com

সময় চলতে থাকে আপন গতিতে। উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তুহফা ও নাবীলার। এক সময় প্রাপ্ত বয়স্কা হয় তারা। পর্দা ফরজ হয় তাদের উভয়ের উপর। নাবীলা আপন ভাই হিসেবে যুহাইরের সামনে গেলেও তুহফা যেতে পারে না। পাশে বসে শুনতে পারে না শাইখ আহমদ ইয়াসীনের গল্প। কারণ কেউ কাউকে আপন বোনের মতো আদর-স্নেহ করলেও শরিয়তের দৃষ্টিতে সে আপন বোন হয়ে যায় না।

তুহফা বালেগা হওয়ার কারণে যুহাইরের সামনে যায় না ঠিক, কিন্তু গল্প সে মোটেও কম শোনে না। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আগে পাশে বসে শুনতো আর এখন পর্দার আড়াল থেকে কিংবা নাবীলার কাছ থেকে শুনে নেয়।

যুহাইর ও তার পিতা-মাতা তুহফাকে শুধু আদরই করতো না, তার উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারেও ছিল পূর্ণ সচেতন। নাবীলার সাথে সাথে তুহফাকেও ইসলামের পূর্ণ রীতিনীতি ও আদব আখলাক শিক্ষা দিয়েছে তারা। দু'জনকেই গড়ে তুলেছে আদর্শ নারী হিসেবে।

নাবীলা ও তুহফা উভয়ে এখন পূর্ণ যুবতী। ভালো একটি ছেলের সাথে ঠিক হয় নাবীলার বিয়ে। তুহফার জন্যও পয়গাম আসতে থাকে নামী-দামী বংশ থেকে।

একদিন সুমাইয়া আফরীন ছেলে যুহাইরকে ডেকে বললেন- বাবা যুহাইর! বয়স তো আমাদের কম হয়নি। হায়াত মওতের কথা বলা যায় না। তোর বাবা এমনিতেই অন্ধ, তার উপর প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। আমরা কি তোর বউ দেখে যেতে পারবো না?

যুহাইরের গাল দুটো-লজ্জায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। বিয়ের কথায় ছেলেদের লজ্জা যে এত বিশাল হতে পারে যুহাইরের মা আজ তা নতুন করে উপলব্ধি করল। যুহাইর মাথা নিচু করে কাচুমাচু করে বলল, আম্মাজান! ভালো মনে করলে আপনারা মেয়ে পছন্দ করুন। আপনাদের পছন্দের বাইরে যাবো না আমি।

সুমাইয়া আফরীন পূর্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। ইতস্ততঃ করছেন তিনি। এরই মধ্যে অতিবাহিত হলো বেশ কয়েকটি সেকেন্ড। আবার বলতে শুরু করলেন- আমরা চেয়েছিলাম কি, অন্যখানে মেয়ে না খুঁজে নাবীলার খেলার সাথীকেই তোর.....।

সুমাইয়া আফরীন কথা শেষ করতে পারলেন না। তুহফার কথা আসতেই যুহাইর আরো লজ্জা পেয়ে ঘরে থেকে বের হয়ে দৌড়ে পালালো। এ সময় তার চেহারায় ফুটে উঠলো সুন্দর এক স্বর্গীয় হাসি। এতে মা আফরীন যা বুঝার বুঝে নিলেন।

www.smfoundationbd.com

এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলো নাবীলা। সে মায়ের সব কথাই শুনেছে। যুহাইর চলে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গেল তুহফার কাছে। তুহফা তখন মন খারাপ করে অন্য ঘরে বসেছিলো। সম্ভবতঃ মা-বাবার কথা মনে পড়েছে তার।

নাবীলা উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে তুহফাকে বলল, কি হবু ভাবী! মন খারাপ করে বসে আছেন যে? সময় বোধ হয় বেশি বাকি নেই। আর ক'দিন পরেই.....।

নাবীলার কথা শেষ না হতেই তুহফা একটি ভেংচি কাটে। বলে, দুষ্টুমীর আর জায়গা পান না বুঝি।

দুষ্টুমী নয় সত্যিই বলছি, নাবীলা দৌড়ে চলে আসে।

মুখে মুখে ভেংচি কাটলেও এ সংবাদে দারুণ খুশি হয় তুহফা। ভাবে, কথাটা যদি সত্যি হয়, তবে তো খোশ নসীব তার। কারণ সেও আল্লাহর দরবারে কামনা করছিলো দীনের জন্য একজন নিবেদিত প্রাণ সুপুরুষ। যুহাইরের মতো একজন জানবাজ মর্দে মুজাহিদ জীবন সাথী হলে এর চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে।

আজ ২০০৫ সালের ২২ মার্চ। সোমবার। ভোর সাড়ে পাঁচটা। হাতে গোনা ক'দিন পরেই নাবীলার বিয়ে। তারও ক'দিন পর সম্পন্ন হবে যুহাইরের সাথে তুহফার শুভ বিবাহের যাবতীয় কার্যক্রম। এমন সিদ্ধান্তই হয়ে আছে যুহাইর পরিবারে।

ঘুম থেকে উঠে নামাজের জন্য মসজিদে যায় যুহাইর। ডেকে যায় নাবীলা ও তুহফাকে। তারা অবশ্য আগেই ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। এতক্ষণে তাহাজ্জুদ ও দোয়া শেষে তিলাওয়াতে মগ্ন হয়েছে। নামাজের পর সবেমাত্র মসজিদ থেকে বের হয়ে এসেছেন ফিলিস্তীনের আধ্যাত্মিক রাহবর শাইখ আহমদ ইয়াসিন। তাকে ঘিরে রেখেছে তার সার্বক্ষণিক দেহরক্ষীরা। হুইল চেয়ারে চেপে বসেছেন তিনি। এমন সময় হেলিকপ্টার গানশীপ থেকে তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরাঈলী সৈন্যরা। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা ঘটে সেখানে। ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরিত অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রাস্তায়, ফুটপাতে, এখানে সেখানে সর্বত্র। পার্শ্ববর্তী বাড়ির দেয়ালে গিয়ে ঠেকে মানবদেহের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন গোশতের টুকরা ও বিভিন্ন অংশ। ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় ঘরের দরজা জানালা। ফুটপাতে বইতে থাকে রক্তের বন্যা। সেই রক্ত বানে ভাসতে থাকে শাইখ ইয়াসিনের বাদামী জুতো।

জুতো জোড়াও যেন আহত হয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার রক্তাক্ত হুইল চেয়ার। ইথারে-পাথারে ভাসতে থাকে রক্তের পোড়া গন্ধ।

www.smfoundationbd.com

ইতিহাসের এ বর্বরতম আঘাতে ৬৮ বছর বয়স্ক এক আধ্যাত্মিক বুযুর্গের জীবনই অবসান হয়নি, তার এ অন্তিম বিদায়ে তার সাথী হন আরো আটজন দেহরক্ষী মুজাহিদ। সেই সঙ্গে মারাত্মকভাবে আহত হন তুহফার হৃদয় জগতের একমাত্র রাজা যুহাইরও। শাইখ আহমদের দুই পুত্রও আহত হন এ হামলায়।

সময় বয়ে চলে। চলতে চলতে একদিন উপস্থিত হয় নাবীলার বিয়ের তারিখটি। কিন্তু বিয়ে উপলক্ষে যে আয়োজন ও আনন্দ উচ্ছ্বাস হওয়ার কথা ছিলো তার কিছুই হয়নি সেখানে। একটি চাপা নীরবতা বিরাজ করছে গোটা বাড়িতে। হাসি নেই কারো মুখে। শাইখ ইয়াসিনের শাহাদত ও যুহাইর আহত হয়ে হাসপাতালে থাকায় ভেঙ্গে পড়েছে বাসার সবাই।

যুহাইর হাসপাতালে থাকার কারণে তার আত্মীয়-স্বজনরা নাবীলার বিবাহের তারিখ পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু যুহাইর নাছোড় বান্দা। তার কথা হলো, আমি কবে সুস্থ হই তার কোনো ঠিক নেই। আমার কারণে অন্য কারো বিন্দুমাত্র কষ্ট হউক এ আমি কখনো চাই না। সুতরাং ডেট না পিছিয়ে সময়মতো বিয়ে হয়ে যাক।

এদিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তুহফা। নাওয়া-খাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম কোনো কিছুর প্রতিই খেয়াল নেই তার। খেতে বসে সবাইকে দেখায় সে খাচ্ছে, কিন্তু আসলে সে কিছুই খেতে পারে না বা খায় না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে। কিন্ত ঘুমায় না, ঘুমাতে পারে না। এতে তার শরীর দুর্বল হয়ে যায়। কণ্ঠ তালু শুকিয়ে আসে। চোখ দুটিও ঝাপসা হয়ে আসে বারবার।

ফিলিস্তিনী ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা। বর ও বর পক্ষের লোকজন যথাসময়ে এসে পৌঁছালো যুহাইরদের বাড়িতে। একটা অনাড়ম্বর পরিবেশে সম্পন্ন হলো খাওয়া দাওয়ার পর্ব। ছেলের পক্ষ থেকে ইজাবের কাজও সম্পন্ন হয়েছে ইতোমধ্যে। তুহফাও অন্যান্য সমবয়সী মেয়েরা নাবীলাকে সাজিয়েছে মনের মতো করে। কদিন পর তুহফাকেও অনুরূপ বধূসাজে সজ্জিত করা হবে- এ কথাটিও বারবার উদয় হচ্ছে তুহফার প্রেমময় হৃদয়ের গহিন কোণে। মেয়ের পক্ষের কবুলের কাজ চলছিলো তখন।

ঠিক এমন সময় একটা প্রচণ্ড সাইমুম আর ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু হলো বিয়ে বাড়িতে। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে হানা দিয়েছে পাষণ্ড ইহুদিরা। বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে যুহাইরদের বাড়ি-ঘর। হত্যা করেছে নাবীলার পিতাকে, হত্যা করেছে বর ও বরযাত্রী সবাইকে। আর তার আগে তুহফা ও বধুসাজে সজ্জিতা নাবীলাকে তুলে নিয়েছে তাদের ক্যাম্পে।

www.smfoundationbd.com

হৃদয়হীন ইহুদিরা অল্প সময়ের মধ্যে নাবীলাদের বাড়িতে ঐরূপ দৃশ্যের অবতারণা ঘটালো যেরূপ ঘটেছিলো তুহফাদের বাড়িতে। এতে পরজগতে পাড়ি জমালো অসংখ্য তাজা মানুষ, আহত হলো বহু অসহায় প্রাণ। রক্তের নদী বয়ে গেলো সেখানে। এই রক্তের নদীতে ভেসে বেঁচে রইলো যুহাইরের বৃদ্ধা মা।

এর পরের ঘটনা আরো করুণ, আরো হৃদয়বিদারক। কোনো সুস্থ বিবেক যা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবে না। নাবীলা ও তুহফাকে ক্যাম্পে নিয়ে তাদের উপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো ইহুদি জানোয়ারগুলো। খুলে ফেললো তাদের যাবতীয় পোষাক। দুজন দুজন করে লুটে নিতে লাগলো তাদের ইজ্জত-আব্রু। তাদের বুকফাটা আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হলো, কিন্তু নিষ্ঠুর ইহুদিদের মনে বিন্দুমাত্রও দয়া সৃষ্ট করতে পারলো না। নির্দয় মানবরূপী হিংস্রগুলো এ অসহায় দুর্বল দুটি মেয়ের উপর এভাবেই একের পর এক ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের উপর ক্ষুধার্ত হিংস্র জানোয়ার। এ অমানুষিক ও অমানবিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পৃথিবীর সকল জ্বালা-যন্ত্রণা আর ভালোবাসা ত্যাগ করে দুবোন চলে গেলো সেই অনন্ত জগতের যাত্রী হয়ে যেখান থেকে কেউ কোনো দিন ফিরতে পারে না।

এ মর্মস্পর্শী ঘটনার পর ফিলিস্তীনের রক্তভেজা জমিনে পঙ্গুত্ব জীবন নিয়ে বেঁচে থাকে যুহাইর ও তার মা। যুহাইর হারিয়ে ফেলে তার দৃষ্টি শক্তি। আর তার মায়ের একটি পা কেড়ে নেয় ইসরাঈলী ঘাতক বোমা। এমনি করে এক মজলুম জনপদে পরিণত হয়েছে ফিলিস্তীন। এমন কোনো দিন নেই যেদিন মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে না ফিলিস্তীনের উর্বর জমিন। ফিলিস্তীনীরা জানে না আর কতকাল সইতে হবে এই জুলুম নির্যাতন। আর কতো মায়ের বুক খালি হবে ইসরাঈলী বোমার নির্মম আঘাতে। কবে অবসান হবে এ দুর্বিসহ জীবনের। কবে নিদ ভাঙ্গবে মুসলিম উম্মাহের।

www.smfoundationbd.com

২

২১৮

ভুল সংশোধন

সিংহ পুরুষ হযরত ওমর (রা.) অস্থির। বেকারার। চতুর্দিকে কান্নার রোল। দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খেয়েছেন। বলেছেন, এক মাস পর্যন্ত কোনো বিবির নিকট যাবেন না। তাই পৃথক এক কামরায় অবস্থান করছেন তিনি। সাহাবায়ে কেরামের দুঃখ, কষ্ট, মনোযাতনা ও কান্নার কারণ এটিই।

হযরত ওমর (রা.) দৌড়ে এলেন মসজিদে। দেখলেন, অসংখ্য সাহাবী রাসূল (সা.) -এর দুঃখে দুঃখিত হয়ে কাদঁছেন। বিবিগণও নিজ নিজ ঘরে বসে চোখের পানি বিসর্জন দিচ্ছেন। হযরত ওমর (রা.) বেটি হযরত হাফসা (রা.) -এর ঘরে গেলেন। সেখানেও দেখলেন একই অবস্থা। তিনিও কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলছেন। এ মর্মান্তিক দৃশ্য অবলোকন করে হযরত ওমর (রা.) কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন কাঁদছ কেন? আমি কি প্রথমেই সতর্ক করিনি যে, হুজুর (সা.) নারাজ হতে পারেন এমন কোনো কাজ কখনো করবে না?

একথা বলে হযরত ওমর (রা.) আবার মসজিদে গেলেন। দেখলেন, সাহাবীগণ আরেকটি মিম্বরের কাছে বসে অঝোরে কাঁদছেন। গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

হযরত ওমর (রা.) শক্তপ্রাণ মানুষ। কিন্তু এসব চিত্র তার কঠিন হৃদয়কেও মোমের মতো গলিয়ে দেয়। তিনি নিজকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছেন না। তার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পেয়ে চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তিনি মনের দুঃখে নিজকে স্থির রাখতে না পেরে সোজা চলে গেলেন ঐ কামরার সম্মুখে যেখানে অবস্থান করছেন রাহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)।

হযরত রাবাহের মাধ্যমে হযরত ওমর (রা.) ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। পরপর দুবার। অনুমতি মিলেনি। আবার চাইলেন তবুও মিলেনি। এবার মনক্ষুণ্ন হয়ে ফেরার পালা। এমন সময় হযরত রাবাহ ডেকে বললেন, হুজুর (সা.) আপনাকে ভিতরে ডাকছেন।

ধীরপদে কামরায় প্রবেশ করলেন হযরত ওমর (রা.)। বসলেন রাসূল (সা.) এর মুখোমুখি হয়ে। রাসূল (সা.) তখন শোয়া অবস্থায়। হযরত ওমর (রা.) খুটিয়ে

www.smfoundationbd.com

খুটিয়ে তাঁকে দেখছেন। রাসূল (সা.) পারিবারিক একটি সংকটে, দাম্পত্যের একটি সমস্যায় কতোটা কষ্টের মধ্যে আছেন, কতোটা দুঃখের মধ্যে প্রহর কাটছে তাঁর, হযরত ওমর (রা.) সম্ভবতঃ তাই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

হযরত ওমর (রা.) দু'চোখ মেলে আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাসূল (সা.) কে দেখলেন। দেখলেন, বিছানা বিহীন একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন তিনি। তার গায়ে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। কোমল ত্বকে দারিদ্রের নিষ্ঠুর আচড়ের মতোই সেই দাগ জ্বলজ্বল করছে। তিনি আরো দেখলেন আসবাব-পত্রহীন আয়োজনহীন, বিত্তহীন এই কামরার এক পাশে রাখা আছে সামান্য যব, তিনটি কাচা চামড়া। উল্লেখ করার মতো তেমন আর কোনো আসবাবপত্র ঘরে নেই।

দেখতে দেখতে হযরত ওমর (রা.) -এর বোধগুলো ঝাপসা হয়ে এলো। মুষলধারে নেমে আসা বৃষ্টিতে হঠাৎ আক্রান্ত পথিকের মতোই তার গোটা হৃদয় ভিজে চুপসে গেলো। নিয়ন্ত্রণের শক্ত প্রাচীর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হলো। ওমর (রা.) ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতেই থাকলেন অনেক্ষণ ধরে। দু'চোখ বেয়ে বিন্দু বিন্দু কষ্টের ভাপ কপোল বেয়ে নেমে আসতে লাগলো। তিনি এক সীমাহীন ভালোবাসা, হাহাকার ও পবিত্র যন্ত্রণার ভুবনে বন্দী হয়ে গেলেন।

অঝোরে বৃষ্টি ঝরার মতো দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে দেখতে রাসূল (সা.) অসম্ভব কোমল কণ্ঠে বললেন, ওমর! কাঁদছ কেন তুমি?

জবাবে হযরত ওমর (রা.) বললেন, কেন কাঁদব না আমি! আপনার মোবারক শরীরে চাটাইয়ের চিহ্ন আর ঘরে যা আছে তা তো আমার চোখের সামনে। রোম আর পারস্য সম্রাট পৃথিবীর প্রাচুর্য ভোগ করছে, মনোরোম উদ্যান আর বিলাসিতার মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে, ধন-ঐশ্বর্যের কোনোই অভাব নেই তাদের। অথচ আল্লাহর প্রিয় মাহবুব বান্দা হয়েও আপনার এই দূরবস্থা! হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন যেন আপনার উম্মতের একটু স্বচ্ছলতা আসে।

সম্পূর্ণ পাত্র উপুর করে দেওয়ার মতোই হযরত ওমর (রা.) তার ভালবাসা ও কষ্টের, দুঃখ ও যন্ত্রণার আদ্যোপান্ত উপুর করে দিলেন। তার নিঃশব্দ হাহাকার প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হলো। মানবতা ও সহানুভূতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে যার অবস্থান সেই রাসূলে আকরাম (সা.) তার এক প্রেমিক সহচরের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনলেন, তার হৃদয় উজার করা কান্নায় অভিভূত হলেন। সেই সঙ্গে গভীরভাবে অনুধাবন করলেন- এই প্রেমিক সাহাবী এখনো মহা ভুলের মধ্যে আছে। এই ভুলের সংশোধন এখনই প্রয়োজন।

এতক্ষণ রাসূল (সা.) শোয়া ছিলেন। ওমর (রা.) এর কথা শেষ হলে তিনি বসে পড়লেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-

www.smfoundationbd.com

হে ওমর! এখনো কি তুমি সন্দেহের মধ্যে রয়েছ? শোন, আখেরাতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দুনিয়ার সুখ-সম্ভার হতে অনেক বেশি। এ সমস্ত কাফের-বেদ্বীন তাদের সুখ-শান্তি তো দুনিয়াতেই ভোগ করে গেল। আর আমাদের জন্য আল্লাহ পাক আখেরাত রেখেছেন। যেখানকার অনন্ত শান্তির হকদার একমাত্র আমরাই।

অশ্রুসিক্ত ওমর (রা.) এর দুচোখ স্থির হয়ে আছে রাসূল (সা.)-এর সীমাহীন প্রশান্ত নূরাণী মুখের উপর। তাঁর বুকের মধ্যে জমে যাওয়া কষ্টের পালকগুলো উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে দূরে, বহু দূরে, অন্যখানে। রাসূল (সা.) এর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো কোনো শব্দ তার জানা নেই। আপন ভুল বুঝতে পেরে তাই অবশেষে বিনীত কণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য প্রার্থনা করুন, সত্যিই আমি ভুল করেছি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! বাস্তব সত্য হলো, বর্তমান পৃথিবীর বহু মুসলমান উপরোক্ত ভুলের মধ্যে নিপতিত। তারা অনেক সময় আফসোস করে বলে- আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি- সাধ্যমত দীন মানার চেষ্টা করি, রাসূল (সা.)-এর তরীকা মতো জীবন যাপনের কোশেশ করি, আর কাফের মুশরিকরা আল্লাহ মানে না, রাসূল মানে না, দীন মানে না, সর্বদাই খোদার নাফরমানিতে লিপ্ত, তদুপরি ইসলাম ও মুসলমানদেরকে, কুরআন ও কুরআনী বিধানাবলিকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য একের পর এক শত শত ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলছে; এতদসত্ত্বেও তাদের এতো সুখ সম্ভার! এত ধন-ঐশ্চর্য!! এতো আরাম আয়েশের সুব্যবস্থাপনা; আর তাদের মোকাবেলায় আমাদের এ দারিদ্রতা, এ দুরবস্থা?

মুহতারাম পাঠক! কাফেররা খোদাদ্রোহী নাফরমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের কেন এই স্বচ্ছলতা, কেন এই উন্নতি আর আমাদের কেন এই গরিবী হালত; রাসূল (সা.) এর উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি। বরযাত্রার অনুষ্ঠানে নতুন দুলহা কিন্তু কমই খায়। আর বড় যাত্রীরা গলা পর্যন্ত খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। এর কারণ স্পষ্ট। অর্থাৎ দুলহার জন্য আজকের এ খানা, খাওয়ার সূচনা মাত্র। পরবর্তীতে আজীবন সে এ বাড়িতে খাবে। পক্ষান্তরে বরযাত্রীদের জন্য আজকের খাবারই শেষ খাবার। তাদের জন্য অনুরূপ খাবার এ বাড়িতে আর তৈরি হবে না। সুতরাং যা খাওয়ার আজই তারা খেয়ে নেয়। মোটকথা, দুলহার তুলনায় বরযাত্রীদের যে অবস্থা, তদ্রূপ মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদেরও সেই অবস্থা। সুতরাং তাদের এ দুনিয়াবী প্রাচুর্য দেখে দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই। চিন্তিত হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এ সহজ কথাটি বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূত্র ঃ হেকায়েতে সাহাবা -শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.)।

www.smfoundationbd.com

৩

২১৯

পরোপকারের নগদ পুরস্কার

তিন বন্ধু। গভীর বন্ধুত্ব তাদের মাঝে। যেন তিনটি দেহ একটি প্রাণ।

বন্ধুদের একজন হলেন হযরত ওয়াকেদী (র.)। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন বন্ধুত্ব জীবনের এক চমকপ্রদ কাহিনী। সেই কাহিনী যেমন অপূর্ব তেমন শিক্ষণীয়ও। আসুন তাঁর মুখ থেকেই আমরা কাহিনীটি শুনি। আমলের নিয়ত করি। আপ্রাণ চেষ্টা করি নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন ঘটানোর।

তিনি বলেন- আমার দু'বন্ধু ছিল। একজন হাশেমী বংশের। অপরজন গায়রে হাশেমী। অর্থাৎ অন্য বংশের।

একবার আমি ভীষণ অভাবে নিপতিত হই। এমন অভাবগ্রস্থ কখনো আমি হইনি। এরই মধ্যে ঈদের দিন আগত প্রায়। সীমাহীন চিন্তিত আমি। নিজেদের জন্য কেনাকাটা না হয় নাই করলাম। কিন্তু ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা? বাচ্চারা? তারা তো আর বুঝবে না। বুঝবে না যে, আব্বুর হাতে টাকা-পয়সা নেই, তাই এই ঈদে আমরা কিছুই নেব না। ভেবেছিলাম যা, হলোও তা-ই। একদিন ঘরে এলে বিবি বলল, আমরা তো সবর করতে পারব, ধৈর্য ধারণ করতে পারব। কিন্তু ছেলে মেয়েদের কান্নাকাটি তো বরদাশ্‌ত করতে পারছি না। এ অবস্থা আমার অন্তরকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। মহল্লার অন্যান্য ছেলে মেয়েদের গায়ে নতুন নতুন পোষাক, আর এদের গায়ে ছেঁড়া-ফাটা বস্ত্র- এটাই তো এদের মর্ম যাতনা ও অশ্রু বিসর্জনের মূল কারণ। সুতরাং কারো কাছ থেকে ধার-কর্জ করে হলেও কিছু এনে এদেরকে সান্ত্বনা দিন।

স্ত্রীর কথা শুনে আমার মনেও ব্যথা জাগল। চোখ দুটো হয়ে উঠল অশ্রু সজল। একটা করুণ ক্রন্দন বেরিয়ে এলো কণ্ঠ ঠেলে। মরুভূমির শুষ্ক জমিন শুষে নিল দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু।

সমস্ত রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণায় কাটল আমার। একত্র হলো না দু'চোখের পাতা। অবশেষে ভোরে একখানা চিঠি লিখলাম হাশেমী বন্ধুর নিকট।

www.smfoundationbd.com

হাশেমী বন্ধু চিঠি পড়ল। অতঃপর পাঠিয়ে দিল এক হাজার দিরহামের একটি মোহরকৃত থলে।

আমি খুশি হলাম। খুশি হলো ঘরের সবাই। এবার কেনাকাটার পালা। বাজারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি।

ঠিক এমন সময় একটি চিঠি এলো। তৃতীয় বন্ধুর চিঠি, যিনি হাশেমী বংশের নন। চিঠিতে ঐরূপ আবদার আছে যেমনটি আমি করেছিলাম হাশেমী বন্ধুর নিকট।

এবার তাহলে উপায়? আমি কি এখন বাজারে যাব? ছেলে মেয়েদের জন্য কেনা-কাটা করব? নাকি বন্ধুর আবদার রক্ষার্থে হাজার দেরহামের থলিটি তার নিকট পাঠিয়ে দেব?

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। অবশেষে বন্ধুর প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দিলাম। ভাবলাম, নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অন্যের প্রয়োজনকে বড় করে দেখাই তো ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের এ শিক্ষাটি বাস্তবায়নের এই তো মহা সুযোগ। এ সুযোগ কি হাত ছাড়া করা যায়?

দিরহাম ভর্তি থলেটি পাঠিয়ে দিলাম তৃতীয় বন্ধুর নিকট। এদিকে লজ্জায় বিবির নিকট মুখ দেখাতে না পেরে দুদিন যাবত মসজিদে পড়ে রইলাম। তৃতীয় দিন ঘরে গেলাম। বিবিকে সবকিছু খুলে বললাম। বিবি বলল, আপনি কোনো মন্দ কাজ করেন নি। আমার পছন্দসই কাজটিই করেছেন। আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমি এ পরামর্শই দিতাম।

বিবির কথা সবে মাত্র শেষ হলো। এমন সময় হাশেমী বন্ধু এলো। তার হাতে দিরহামের থলে। থলে ঐটিই যেটি আমি হাশেমী বন্ধু থেকে পেয়েছিলাম এবং পরে অভাবের কথা শুনে তৃতীয় বন্ধুর নিকট পাঠিয়েছিলাম।

হাশেমী বন্ধু আমাকে বলল, বন্ধু! বলতো আসল ঘটনা কি? আমার দেওয়া থলে তৃতীয় বন্ধুর নিকট গেল কিভাবে?

আমি তাকে সব ঘটনা শুনালাম। তারপর বললাম এবার বল, কেমন করে এ থলে পুনরায় গেল তোমার হাতে?

সে বলল- তোমার চিঠি আমার হাতে পৌঁছার সময় এই এক হাজার দিরহামের থলেটি ছাড়া আমার নিকট আর কিছুই ছিল না। তখন এর খুবই প্রয়োজন ছিল আমার। কিন্তু নিজের প্রয়োজনকে তোমার প্রয়োজনের চেয়ে বড় করে ভাবতে পারিনি আমি। তাই তোমার নিকট সঙ্গে সঙ্গে থলেটি পাঠিয়ে দিয়ে

www.smfoundationbd.com

নিজের অবস্থা জানিয়ে তৃতীয় বন্ধুর নিকট পত্র লিখলাম।

কিছুক্ষণ পর আমি সীমাহীন আশ্চর্য হলাম। দেখলাম, তৃতীয় বন্ধু আমার নিকট ঐ থলেটিই পাঠিয়ে দিয়েছে যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছিলাম।

ওয়াকেদী (র.) বলেন, এরপর হাশেমী বন্ধু আমাকে সেই থলেটি পুনরায় দিল। আমি সেখান থেকে একশত দিরহাম আপন স্ত্রীকে দিলাম। বাকি নয়শত দিরহাম সমানভাবে তিনভাগ করে তিন বন্ধু নিলাম।

তখন ছিল খলীফা মামুনুর রশীদের শাসন কাল। ঘটনাক্রমে এ সংবাদ খলীফার নিকট পৌঁছলে তিনি আমাকে ডাকলেন। সবকিছু বিস্তারিত শুনলেন। এতে তিনি এত বেশি খুশি হলেন যে, আমাদের জন্য সাত হাজার দিরহাম পুরস্কার ঘোষণা করলেন। তিন বন্ধুর জন্য দুই দুই হাজার করে ছয় হাজার দিরহাম এবং আমার স্ত্রীর জন্য এক হাজার দিরহাম।

বন্ধুগণ! এই তো হলো মুসলমানের চরিত্র। এই তো হলো খাঁটি বন্ধুর পরিচয়। এটিই হলো নবীর শিক্ষা, এটিই হলো ইসলামের শিক্ষা, এটিই হলো হযরত সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ। আল্লাহপাক এ রকম আদর্শবান লোকদেরকে দুনিয়াতেই পুরস্কৃত করে থাকেন। আর পরকালে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান অবধারিত তো আছেই।

স্মরণীয় বাণী

মাদরাসা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কর্মশালা, যেখানে মানুষের জীবন গড়ার সাধনা হয় এবং দীনের দায়ী ও ইসলামের সিপাহী তৈরী হয়, মাদরাসা হলো ইসলামী বিশ্বের বিদ্যুৎ কেন্দ্র, যেখান থেকে শুধু মুসলিম জনপদে নয়, বরং সমগ্র মানব বসতিতে বিদ্যুৎ বিতরণ করা হয়। দুনিয়াতে কত কারখানায় কত কিছু তৈরী হয়, কিন্তু মাদরাসা হলো এমন এক আধ্যাত্মিক কারখানা যেখানে অন্তর ও অন্তরদৃষ্টিকে এবং মস্তক ও মস্তিষ্ককে ইসলামের ছাচে ঢালাই করা হয়।

-আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)

সূত্র ঃ ফাযায়েলে সাদাকাত।

www.smfoundationbd.com

৪

২২০

ঈমানদীপ্ত বক্তব্যোপকথন

ইসলামের ইতিহাসে একটি সুপরিচিত নাম আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)। নামটি ছোট হলেও দারুণ ইর্ষণীয়। আরবের ক'টি মেয়ে তার মতো এমন ভাগ্যবতী? এমন মর্যাদার অধিকারিণী?

তাঁর পিতা আবু বকর (রা.) রাসূল (সা.) এর অন্তরঙ্গ বন্ধু, মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর সহোদরা বোন। তাঁর স্বামী হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাসূলের প্রিয়তম সাহাবী ও আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্মল চরিত্রের অধিকারিণী। সততা-সত্যবাদিতা, ধৈর্য-সাহসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি-দানশীলতা প্রভৃতি অনুপম গুণাবলি দ্বারা সুশোভিত ছিল তাঁর জীবন। তিনি এমন এক মহিয়সী মহিলা, যিনি রাসূল (সা.) এর নবুয়তের উষালগ্ন থেকে শুরু করে ইসলামের উত্থান যুগ, খুলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগ ও বনু উমাইয়ার যুগ সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন। প্রতিকূলতার আকাশ ছোঁয়া ঢেউয়ে যেখানে বীরপুরুষগণ দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, সেখানে তিনি নারী হয়েও শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজ সন্তানদেরকেও তিনি আদর্শ, সাহসী, ধৈর্যশীল এবং অকুতোভয় বীর সেনানী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) সেই মহিয়সী মহিলারই সন্তান।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ছিলেন সেইসব বিরল সৌভাগ্যবানদের অন্যতম, যারা শৈশবেই রহমতে আলম (সা.) এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হিজরতের পর মদিনায় সর্ব প্রথম জন্মগ্রহণকারী নবজাতক ছিলেন তিনিই। তাঁর জন্মের পর মুহাজিরগণ আনন্দ

www.smfoundationbd.com

উল্লাসে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতা মুখরিত করে তুলেন। আর ইহুদিরা মস্তক অবনমিত করে অপরিসীম লজ্জায়। কেননা, এতদিন তারা গুজব রটিয়ে আসছিল যে, তাদের যাদু ক্রিয়ার ফলে মুসলমানদের ঘরে আর কোনো সন্তান জন্ম নিবে না। অচিরেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আব্দুল্লাহ (রা.) এর জন্মের পর তাদের এই মিথ্যা রটনার মুখোশ উন্মোচিত হয়।

মোটকথা, ভাগ্যবতী মা আসমা (রা.) এর ন্যায় পুত্র আব্দুল্লাহও বিভিন্ন কারণে ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান। কিন্তু এই ভাগ্যবান সাহাবীর শাহাদতের কাহিনী অত্যন্ত মর্মন্তুদ; দারুণ মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক। সেই সঙ্গে তার মায়ের ধৈর্যের কাহিনীও খুবই চমকপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষণীয়।

উমাইয়া খলীফা ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার মৃত্যুর পর হিযায, মিশর, ইরাক, খোরাসান এমনকি সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকার লোকজন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) কে খলীফা হিসেবে মেনে নেয় এবং তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে। কিন্তু উমাইয়া রাজ বংশ তা মেনে নিতে পারেনি। তারা নানা কুটকৌশলে তার খিলাফতের সীমানা সঙ্কুচিত করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফীর নেতৃত্বে এক বিরাট শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করে। এ সময় উভয় পক্ষের মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এবং তাতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অবশেষে যুদ্ধ পরিস্থিতি এমন চরম আকার ধারণ করে যে, তাঁর সৈন্যরা বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা না দেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। এই চরম সংকটময় মুহূর্তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মায়ের নিকট শেষ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করেন।

আসমা (রা.) তখন একশ বছরের বৃদ্ধা। এ সাক্ষাতের সময় তিনি যে অটল অবিচল ও অপূর্ব ঈমানী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই তা বিরল। মা ও ছেলের ঈমানদীপ্ত কথোপকথন ও জীবনের সর্বশেষ সাক্ষাতকারটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

ছেলে ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু।

মা ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ..... হে আব্দুল্লাহ! এই কঠিন মুহূর্তে তুমি এখানে? দেখছ না শত্রুর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে কা'বা ঘরের দেয়াল থর থর করে কাঁপছে। কি উদ্দেশ্যে এসেছো তুমি?

ছেলে ঃ মা! আপনার সাথে একটা পরামর্শ করতে এসেছি।

মা ঃ আমার সাথে পরামর্শ! কিসের পরামর্শ?

www.smfoundationbd.com

ছেলে ঃ আম্মি! আমার সঙ্গীগণ আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অনেকেই চলে গেছে বিরোধী শিবিরে। এখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদ ব্যতীত আমার সহযোগী আর কেউ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে তারাও হয়তো শাহাদতের অমীয় সুধা পান করবে। এদিকে উমাইয়াদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এসেছে যে, আমি যদি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি দেই এবং অস্ত্র ফেলে তার হাতে বাইআত হই, তাহলে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য আমি যা চাইব তাই দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কী পরামর্শ দিচ্ছেন ?

মা ঃ প্রিয় বৎস! প্রকৃত অবস্থা তুমিই ভালো জানো। তবে তুমি যদি বিশ্বাস কর যে, তুমি সত্যের উপর আছ, তাহলে তোমার অন্যান্য সাথীরা যেভাবে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছে ঠিক তেমনি বীরত্বের সাথে তুমিও যুদ্ধ করতে থাকো। আর যদি তোমার এ যুদ্ধ নেতৃত্ব লাভ কিংবা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ হাসিলের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে শুনে নাও এ ধরপৃষ্ঠে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী আর একটিও নেই। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা তুমি নিজে যেমন ধ্বংস হচ্ছ তেমনি অন্যদেরকেও ধ্বংস করছো।

ছেলে ঃ আমি আজ নিশ্চিত শাহাদত বরণ করব মা

মা ঃ হক্কের উপর অটল থেকে জীবন উৎসর্গ করা আত্মসমর্পণের চেয়ে অনেক উত্তম। মনে রেখো, তুমি আত্মসমর্পণ করলে যদি উমাইয়ার ছেলে তোমার ছিন্ন মস্তক নিয়ে আমোদ-ফুর্তিতে মেতে উঠবে সুতরাং বীরের মত যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করাই তোমার জন্য উত্তম

ছেলে ঃ মৃত্যুকে আমি ভয় করি না মা। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, শাহাদতের পর তারা আমার লাশকে বিকৃত করে ফেলবে এবং এতে আপনি খুবই মর্মাহত হবেন।

মা ঃ হে আমার প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান! বকরি জবাই করার পর তার চামড়া তুলে নিলে কি বকরির কোনো কষ্ট হয়? এতে শরীরের কি কোন অসুবিধা হয়? কখনও নয়। সুতরাং আল্লাহর উপর নির্ভর করে তোমার কাজ তুমি চালিয়ে যাও। মনে রেখো, সত্যের উপর অবিচল থেকে তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অসত্য পথের গোলামী থেকে হাজার গুণ উত্তম তাই মৃত্যুর ভয়ে গোলামী ও অপমানের জীবন গ্রহণ করো না।

মায়ের বীরত্বপূর্ণ কথা শ্রবণ করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর অন্তর হিম্মতে পরিপূর্ণ হলো। আরো উজ্বল হয়ে উঠল মুখ মণ্ডলের দীপ্তি তিনি

www.smfoundationbd.com

বললেন-

ঃ হে আমার কল্যাণময়ী মা! আমারও ইচ্ছে ছিল, সত্যের পথে লড়াই করে বীরত্বের সাথে জীবন দেব। তবে আপনার সাথে পরামর্শ করা এজন্য প্রয়োজন মনে করছি যে, আমার মৃত্যু যেন আপনার পেরেশানীর কারণ না হয়। আলহামদু লিল্লাহ! আপনাকে আমি আল্লাহর পথে আমার চাইতে বেশি দৃঢ় ও মজবুত পেয়েছি। আপনার অমূল্য উপদেশ আমার ঈমানকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছে। আজ আমি খোদার রাহে অবশ্যই শহীদ হয়ে যাব। (মুসতাদরাকে হাকেম ঃ ৯৩)

আম্মি! আপনার সুমহান মর্যাদা আরও বুলন্দ হোক। এ সংকটময় মুহূর্তে আপনার পবিত্র যবান থেকে এ অমীয় বাণীগুলো শোনার জন্যই আপনার খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। আল্লাহ জানেন, আমি ভীত হইনি, দুর্বল হইনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার শাহাদতের পর আমি আপনাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হিসেবে পাব।

আম্মাজান! আমি খোদার কসম করে বলছি, আজ পর্যন্ত আমি যা কিছু করেছি, সবই সত্যকে বিজয়ী করার জন্যই করেছি। আমি কখনো অসত্যকে অন্তরে স্থান দেইনি। আমি কোনো মুসলমানের উপর কখনও অত্যাচার করিনি। কখনো ওয়াদা খেলাফ ও আমানতের খেয়ানত করিনি। আমার খেলাফতের সীমানার মধ্যে যতটুকু স্থান আছে, সবটুকুতেই আমি ইনসাফ কায়েম করেছি। লোকদেরকে আল্লাহর হুকুমের উপর উঠিয়েছি। অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে তাদেরকে যথাসম্ভব ফিরিয়ে রেখেছি। খোদার শপথ! আমি দীনের মোকাবেলায় দুনিয়াকে অতি নগণ্য বস্তু হিসেবে গণ্য করেছি, আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত দুনিয়ার কোনো বস্তুর প্রত্যাশী আমি নই। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন- হে আল্লাহ! আমি এ কথাগুলো গর্ব প্রকাশ করার জন্যে বলিনি। বরং আমার সম্মানিত মায়ের অন্তরকে শীতল করার জন্য এবং আমার অন্তরে আরো দৃঢ়তা আনয়নের জন্য বলেছি। আমি এখন শাহাদতের তামান্নায় রণাঙ্গনে যাচ্ছি। আম্মি! আমি শহীদ হলে আপনি ব্যথিত হবেন না। দুঃখ পাবেন না।

মা ঃ আমি দুঃখিত হতাম যদি তুমি বাতিলের পক্ষে জীবন দিতে। আল্লাহর দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া যে, তিনি তোমাকে ও আমাকে একই মতাদর্শ, একই মনমানসিকতায় তৈরি করেছেন।

এরপর হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে উঠলেন। বললেন- হে আমার পুত্রধন! সামনে এগিয়ে এসো। শেষ বারের মতো

www.smfoundationbd.com

আমি তোমার ঘ্রাণ নেই এবং তোমাকে একটু স্পর্শ করি। কারণ এটাই হয়ত ইহজীবনে আমার ও তোমার শেষ সাক্ষাত।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মায়ের দিকে ঝুঁকে এলেন। আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) তাঁর মাথায়, কাঁধে ও চেহারায় নাক স্পর্শ করে প্রাণভরে ঘ্রাণ নিলেন। চুমুতে চুমুতে ভাসিয়ে দিলেন। তারপর গোটা দেহে স্নেহের হাত বুলিয়ে আদর করে দিতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর একখানা হাত বর্মের উপর গিয়ে পড়লে তিনি সীমাহীন আশ্চর্য হলেন। বললেন-

ঃ আরে আব্দুল্লাহ তুমি এ কি পরেছো?

ঃ মা ! এ তো আমার বর্ম।

ঃ যে শাহাদাতের তামান্না করে তার জন্য এটা শোভনীয় নয়।

ঃ আমি তো এটা আপনার প্রশান্তির জন্য পরেছি।

ঃ না, না এটা খুলে ফেল। বর্মহীন দেহ অত্যন্ত হালকা। বীরত্বে প্রচণ্ড। অস্বাভাবিক ক্ষীপ্র। তুমি বর্মের পরিবর্তে লম্বা সেলোয়ার পরে নাও।

মায়ের কথায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বর্ম খুলে সেলোয়ার পরলেন। তারপর মায়ের নিকট দোয়া চাইলেন। মা বললেন-

হে আল্লাহ! নিশি রাতে যখন মানুষ গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকত, আব্দুল্লাহর সেই সময়ের নামাজ ও কান্নাকাটিকে তুমি কবুল করো। মক্কা-মদীনার প্রচণ্ড উত্তাপে রোজা অবস্থায় তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে তুমি কবুল করো। কবুল করো পিতামাতার প্রতি তার অপরিসীম আনুগত্যকে। হে আল্লাহ! আমি তাকে আপনার হাতে সোপর্দ করলাম। আপনার ফয়সালাতেই আমি সন্তুষ্ট। ওগো মাওলা! তুমি তাকে ধৈর্য ধারণের তাওফীক দাও এবং ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) তরবারী হাতে নিলেন এবং শত্রুর মুখোমুখি হলেন। অবশেষে সীমাহীন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। ইতিহাসের সোনালী পাতা আজো তার বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কাহিনী গর্বের সাথে বর্ণনা করে। দিক নির্দেশনা দান করে যুগের বীর সন্তানদের।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) এর শাহাদতের সংবাদে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দারুণ খুশি হয়। সে তাঁর মস্তক ছিন্ন করে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং তাঁর পবিত্র দেহ মক্কার বাইরে হুজুন নামক

www.smfoundationbd.com

স্থানে ঝুলিয়ে রাখে।

বৃদ্ধ মাতা এই হৃদয়বিদারক সংবাদ কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা কাগজ কলম আজো ব্যক্ত করতে পারেনি। হয়তো পারবেও না। তবে ইতিহাস বলে, আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁর ছেলের লাশ দাফন করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু পাষাণ হৃদয় হাজ্জাজ বলেছিলো, আমি এই দৃশ্য স্থায়ী করতে চাই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) এর লাশ যতদিন ঝুলানো ছিল, আপামর জনতা ততদিন পর্যন্ত এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করে পথ চলতে চলতে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে সামনে এগিয়ে যেত। একদিন হযরত আসমা (রা.) প্রাণাধিক পুত্রের লাশের দিকে দীর্ঘক্ষণ অপলক নেত্রে তাকিয়ে ছিলেন। হৃদয়ে উত্থিত কান্নার ঝড়কে হৃদয়েই বহু কষ্টে দাফন করে শুধু কম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন-

এখনো কি এই বীরযুদ্ধার অশ্ব থেকে নেমে আসার সময় হয়নি?

তারপর দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু হৃদয়ে পুঞ্জিভূত বেদনার সাক্ষী হয়ে মরুর বালিতে গড়িয়ে পড়েছিল।

প্রিয় পাঠক! মা হয়েও নিজ কলিজার টুকরা সন্তানকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে জীবন উৎসর্গ করার জন্য যেভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, বিশ্বের ইতিহাসে তা সত্যিই বিরল। তিনি চিরকাল গোটা পৃথিবীর আদর্শ মা-দের জন্য রাতের স্বচ্ছ আকাশের ধ্রুবতারা হয়ে থাকবেন। আহা! কতই না ভালো হতো, যদি মুসলিম মায়েরা এই মহিয়সী সাহাবীর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত!

টুকরো কথা

অবসর সময়ে বিবি বাচ্চার জন্য হালাল রুজি উপার্জন করা একটি বড় ইবাদত। হালাল রুজির জন্য ঝুলির কাজ কিংবা অন্য কোন সাধারন কাজও যদি জুটে যায় তাহলে একে মোটেও লজ্জাজনক মনে করবে না।

- হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (র.)

সূত্র ঃ সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা # জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ # কিসরার মুকুট ঃ ১০৭

www.smfoundationbd.com

৫

২২১

ন্যায় বিচার

বাদশাহ মুরাদ। উসমানিয়া সালতানাতের বাদশাহ। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিশাল অংশ ছিল তার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত। প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন তিনি।

একদিন বাদশাহ একটি অপরাধ করে ফেললেন। মহা অপরাধ। এক মিস্ত্রির হাত কেটে দিলেন তিনি। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে। সেই জন্যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় কাজির দরবারে।

বাদশাহ কেন এক সাধারণ প্রজার হাত কাটবেন? কী কারণ ছিল তার? হ্যাঁ, সে ঘটনাই এখন বলছি।

বাদশাহ মুরাদের বিশাল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল খুজন্দ প্রদেশ। এ প্রদেশের লোকেরা খুব সুন্দর ও মনোগ্রাহী করে বিল্ডিং বানাতে পারতো। পারতো হৃদয়কাড়া নকশা আঁকতে। তাদের তৈরিকৃত অট্টালিকায় ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকতে মন চাইতো। একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার জো ছিল না কারো। এজন্য খুজন্দ প্রদেশের লোকদের গোটা পৃথিবীতে ছিল খুব নাম ডাক।

বাদশাহ মুরাদ একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন। খুবই সুন্দর মসজিদ। খুবই বড় মসজিদ। ইতোপূর্বে এমন মসজিদ কেউ নির্মাণ করেনি। কেউ দেখেনি এমন নজরকাড়া মসজিদ।

তাই ডাক পড়লো রাজমিস্ত্রিদের। নকশা অঙ্কন ও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য উপস্থিত করা হলো খুজন্দ প্রদেশের এক নামকরা রাজমিস্ত্রিকে।

বাদশাহ তার আবেগের কথা, সখের কথা সবিস্তার খুলে বললেন রাজমিস্ত্রির নিকট। বললেন- আমি এমন একটি মসজিদ বানাতে চাই, যার সৌন্দর্য সকল মসজিদের সৌন্দর্যকে হার মানাবে। যার বিশালতা হবে বর্তমান কালের যে কোনো মসজিদের বিশালতার চেয়ে অনেক বড়।

www.smfoundationbd.com

বাদশাহ মুরাদের কথা রাজমিস্ত্রি মনোযোগ সহকারে শুনল। অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে বহু চিন্তা গবেষণা করে মসজিদের ডিজাইন তৈরি করল। তারপর শুরু করে দিল মসজিদ নির্মাণের কাজ।

দিন যায়। মাস যায়। সময় তার আপন গতিতে চলে। সেই সঙ্গে পুরোদমে এগিয়ে চলে মসজিদ নির্মাণের কাজও। চলতে চলতে একদিন নির্মাণ কাজ শেষ হয়। জন্ম লাভ করে একটি হৃদয়জুড়ানো মসজিদ। মনোমুগ্ধকর মসজিদ।

কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা বাদশাহকে জানানো হলো। এখন বাদশাহ আসবেন মসজিদ উদ্বোধন করতে। বাদশাহের আগমন ও মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। অপূর্ব সাজে সজ্জিত হলো মসজিদসহ সবকিছুই।

নির্ধারিত সময়ে বাদশাহ এলেন। হৃদয়ে তার আনন্দ উচ্ছ্বাস। তিনি মসজিদ পানে তাকালেন। চোখ ফিরিয়ে নিলেন। মুহূর্তে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মসজিদের নির্মাণ শৈলী তার পছন্দ হলো না। মসজিদটি সুন্দর হয়েছে কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন আরও সুন্দর। একে বারে অপূর্ব। তার দৃষ্টিতে তেমনি হয়নি। হয়নি বলেই মন খারাপ।

শুধুই কি খারাপ?

একেবারে রেগে মেগে আগুন। মসজিদ তার মন মতো না হওয়ায় মিস্ত্রির উপর তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। হিতাহিত জ্ঞান হারালেন। সঙ্গে সঙ্গে জল্লাদকে ডেকে বললেন, এই রাজ মিস্ত্রীর হাত দুটো কেটে দাও।

বাদশাহের হুকুম। দিতেই যা দেরি। পালন করতে দেরি হয়নি। জল্লাদের তরবারীর আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো রাজমিস্ত্রীর হস্তদ্বয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই বিস্মিত। হতবাক। আজকের এই আনন্দের দিনে এমন ঘটনা ঘটবে কেউ তা কল্পনাও করতে পারেনি। সবাই যেখানে ভেবেছিল, প্রধান রাজমিস্ত্রী আজ অনেক উপহার উপঢৌকন নিয়ে বাড়ি ফিরবে আজকের দিনটি হবে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন, স্মরণীয় দিন, সেখানে একি কাণ্ড ঘটল! কী হওয়ার ছিল, কী হলো আজ!!

এত কষ্ট করে এত সুন্দর একটা মসজিদ তৈরি করল এই মিস্ত্রী, আর তার কিনা এই পুরস্কার!!!

হাত কাটার এই ঘটনায় মিস্ত্রী তো কষ্ট পেলই।

সাথে সাথে কষ্ট পেল সমবেত জনতাও। মিস্ত্রি কেঁদে কেঁদে তার বুক ভাসাতে লাগল।

www.smfoundationbd.com

কিছুক্ষণ কেঁদে কেটে ক্ষান্ত হওয়ার পর মিস্ত্রি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, বলল, কী আমার অপরাধ? কেন আমার এ দুরবস্থা? কেন আমার এ নির্মম পরিণতি? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। আমি আমার সাধ্যমতো মসজিদকে সুন্দর করার চেষ্টা করেছি, মনোহারিণী রূপ দেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আমি তো আমার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করিনি। কোনো ধরনের ফাঁকিও দেইনি, তাহলে আমার কেন এ শাস্তি? একজনের বানানো জিনিস আরেকজনের কাছে সুন্দর নাও লাগতে পারে, একজনের চোখে যা সুন্দর অন্যের চোখে তা সুন্দর নাও হতে পারে; তাই বলে কি এটা বানানে ওয়ালা বা নির্মাণকারীর অপরাধ? কখনোই নয়, কখনোই নয়।

আমি নির্দোষ। বাদশাহ অপরাধী। আমি আছি হকের উপর আর বাদশাহ আছেন না হকের উপর। তিনি বাদশাহ তাতে কি? অপরাধীর বিচার হওয়া উচিত। আমি কাজির নিকট বিচার চাইবো।

রাজ মিস্ত্রি ছুটে গেল কাজির দরবারে। পেশ করল বাদশাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

বলল সে- বাদশাহ অন্যায়ভাবে আমার হাত কেটে দিয়েছে। পঙ্গু করে দিয়েছে চিরদিনের মতো। আমি এর বিচার চাই।

তখনকার কাজি সাহেবগণ ছিলেন খুবই ন্যায়পরায়ণ। ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে তারা কাউকে ভয় পেতেন না। এমনকি বাদশাহ কিংবা প্রধানমন্ত্রীকেও। রাজমিস্ত্রির অভিযোগ পেয়ে কাজী সাহেব সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ পাঠালেন বাদশাহের দরবারে। নোটিশ পাওয়া মাত্র বাদশাহ যেন কাজির দরবারে উপস্থিত হন সেটাই ছিল নোটিশের মূলকথা।

বাদশাহ মুরাদ এসেছিলেন মসজিদ উদ্বোধন করতে। কিন্তু তা আর হলো কই! নোটিশ পেয়ে বাধ্য হয়ে উপস্থিত হলেন কাজির দরবারে।

শুরু হলো বিচারকার্য।

কাজী দুপক্ষের কথাবার্তা শুনে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে রায় দিলেন বাদশাহের বিরুদ্ধে।

অর্থাৎ বাদশাহ দোষী। অপরাধী। নিয়মানুযায়ী তার বিচার হবে। বাদশাহ কেটেছে রাজমিস্ত্রির হাত। সুতরাং তার হাতও এখন কাটা হবে।

বাদশাহ মুরাদ মুসলমান। এ রায় তাকে মানতেই হবে। এ রায় ইসলামের রায়। ইসলামি আইনে বাদশাহ-নির্ধন, আমীর-গরিব সবাই সমান।

www.smfoundationbd.com

বাদশাহ মুরাদ প্রস্তুত হলেন তার হাত কেটে দিতে। জল্লাদ তরবারী নিয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান। বাদশাহ কোটের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে হাত বের করলেন। আদেশ পাওয়া মাত্রই এক কোপে হস্তদ্বয় পৃথক করে দিবে জল্লাদ। সবার দৃষ্টি এখন সেদিকেই। চারদিকে বিরাজ করছে নিঝুম নীরবতা।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে বাদশাহের হাত কাটা দেখার জন্য। মুহূর্তের জন্যও কারো চোখের পলক নড়ছে না। এক্ষুণি জল্লাদ হাত কেটে ফেলবে।

জল্লাদ তরবারি উপরে উঠাল। হস্ত কর্তনের নির্দেশ এসে গেল। সে তরবারি নিচে নামাবে, ঠিক এমন সময় মানুষের ভিড়ের ভেতর থেকে একটি চিৎকার ভেসে এলো-

ঃ হুজুর! হুজুর !! একটু থামতে বলুন। একটু থামতে বলুন।

সবাই অবাক হলো। সবার দৃষ্টি তখন চিৎকারকারীর দিকে। ভিড় ঠেলে কাজীর সামনে এসে দাড়ালো চিৎকারকারী।

সমবেত জনতা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখল, সে তো ঐ রাজ-মিস্ত্রী, বাদশাহের নির্মম নির্দেশে যার হস্তদ্বয় কাটা গেছে।

সবার নিঃশ্বাস ফিরে এলো।

জল্লাদ তরবারি নামিয়ে নিল।

রাজমিস্ত্রী বলতে লাগলো-

হুজুর! আমি বিচার পেয়ে গেছি। আমার মনে আর কোনো দুঃখ নেই। আমি চেয়েছিলাম অন্যায়ের বিচার হোক। বাদশাহ যখন অন্যায়কে অন্যায় বলে স্বীকার করেছেন আর আপনিও বাদশাহের ভয়ে ভীত না হয়ে ন্যায়ের পক্ষে রায় দিয়েছেন, সুতরাং বিচার আমি পেয়ে গেছি। এখন বাদশাহের হাত কেটে দিলেও আমার হাত তো আর ফিরে পাব না। তাই আমি বাদশাহকে ক্ষমা করে দিলাম।

রাজ মিস্ত্রীর এ ক্ষমায় সবাই খুশি হলো। খুশি হলো কাজি সাহেবও। বাদশাহ মুরাদও হাত কাটা থেকে বেঁচে গেলেন। পরস্পর আলিঙ্গন করলেন। তবে সেদিন থেকে ইতিহাসের সোনালী পাতায় লিখা রইল একটি কথা- ন্যায় বিচার বাদশাহকেও খাতির করে না।

প্রিয় পাঠক! বর্তমান পৃথিবীতে যদি আবারো প্রতিষ্ঠিত হতো এমন ন্যায়পরায়ণতা, আবারো আবির্ভাব হতো হাজারো ন্যায়পরায়ণ বিচারক, তবে কি জালেম-অত্যাচারীরা আরেকটু সতর্ক হতো না? অবশ্যই। অবশ্যই। অবশ্যই।

www.smfoundationbd.com

৬

২২২

সঙ্গীত শিল্পীর ভয়াবহ শাস্তি

রাত সাড়ে এগারটা। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে। যারা এখনো ঘুমোতে পারেনি, নিজ নিজ কাজ কর্ম গুছিয়ে তারাও বিছানায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একটি সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে। এ সংবাদে কেউ খুশি হয়, কেউ দুঃখ পায়। কিছুক্ষণ পূর্বে সঙ্গীত শিল্প গোষ্ঠীর একজন দলপতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে চির দিনের মতো- এ খবরটিই বিদ্যুতের মতো ছড়াতে থাকে এ কান থেকে ও কানে। এখান থেকে সেখানে। এমনকি যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদেরকেও জাগিতে তোলে জানিয়ে দেওয়া হয় এ মৃত্যু সংবাদটি।

মানুষ মরণশীল। মৃত্যুর ভয়াবহ থাবা থেকে বাঁচা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এজন্য মৃত্যুর ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই, নেই কোনো মতানৈক্য। যারা গান বাদ্য ও সঙ্গীত সাধনাকে হৃদয় দিয়ে ভালো বাসতো, গান বাদ্য শ্রবণ ব্যতীত যাদের একটি দিন চলে না, গান বাদ্যের অপকারিতা ও ভয়ঙ্কর শাস্তি সম্পর্কে যারা সম্পূর্ণ বেখবর সঙ্গীত শিল্পীর এ মৃত্যু সংবাদে তারা যারপর নাই ব্যথিত হয়েছে। শোকে বিহবল হয়েছে সীমাহীন পরিমাণে। অবশ্য খোদার শোকর যে, দুচার দিনের মধ্যেই তারা তাদের ভুল বুঝতে সক্ষম হয়। অনুধাবন করতে পারে ইসলামি নিয়ম নীতি মেনে না চলার শাস্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, খুবই মর্মান্তিক।

আমি যে ঘটনা বলতে শুরু করেছি সেটি বিদেশের কোনো ঘটনা নয়। বাংলাদেশেরই ঘটনা। এ ঘটনার নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হচ্ছেন, চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক (র.)। তিনি বলেন- আমি একবার বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সফরে গিয়েছিলাম। সেখানে

www.smfoundationbd.com

অবস্থানকালে সেখানকার বেশ কিছু সর্দার শ্রেণীর লোক একদিন আমার নিকট উপস্থিত হলো। প্রাথমিক পরিচয় শেষ হওয়ার পর তারা আমাকে বললো, হযরত! গত কয়েকদিন পূর্বে আমাদের গ্রামের একজন লোক মারা যায়। লোকটি ছিল সঙ্গীত শিল্পগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। সে সারাটা জীবন কাটিয়েছে গান শুনে, গান গেয়ে ও গান শিখিয়ে। এ পর্যন্ত সে অনেক লোককে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে। আমাদের গ্রামেও তার প্রচুর ছাত্র রয়েছে। আমরা কোনোদিন তাকে নামাজ পড়তে দেখিনি, দেখিনি মসজিদে যেতে। কোনো নামাজি ও দীনদার লোকের সাথেও কোনো ধরনের সুসম্পর্ক ছিল না তার। গান বাজনার মধ্যেই সে ডুবে থাকতো সারাক্ষণ।

হুজুর! রাতে সে মারা যাওয়ার পর রাতের মধ্যেই আমরা তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করি। ঐ যে গরুর গোয়ালটা দেখছেন, তার নিকটেই আমরা তাকে দাফন করি। তারপর প্রত্যেকেই ফিরে যাই যার যার বাড়িতে।

নিঝুম রাত। চারিদিকে অন্ধকার। হঠাৎ রাতের নীরবতা ভেঙ্গে চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে গোয়ালভরা গরুগুলোর ভয়ার্ত আর্ত চিৎকার। গরুগুলোর এ গগনভেদী চিৎকারে আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। শিশু ও নারীরা কাঁদতে শুরু করে। ঘটনা কি জানার জন্য আমরা বেশ কিছু সাহসী লোক এগিয়ে যাই। দেখি, গরুগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গলার রশি ছিড়ে এদিক সেদিক দৌড়াচ্ছে এবং ভীষণ আওয়াজ করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে। যেসব গরু বাধন ছিড়তে পারেনি, সেগুলো আতংকগ্রস্থ হয়ে জিহ্বা বের করে সজোরে চিৎকার করছে এবং নিজেদের বাঁধনগুলো দ্রুত ছিড়ে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। গরুগুলোর এ করুণ অবস্থা দেখে অগ্রপশ্চাত না ভেবে আমরা ঘর থেকে দা এনে রশিগুলো কেটে দেই। এতে সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুতগতিতে গুরুগুলো অজানার পথে হারিয়ে যায়। রাতের আঁধারে একটি গরুকেও আমরা খুঁজে পাইনি। পরদিন অনেক দূরের কয়েকটি গ্রাম থেকে আমরা গরুগুলো উদ্ধার করি।

এ ঘটনার পর থেকে আমরা আর এ গোয়াল ঘরে গরু বেঁধে রাখতে পারি না। বেঁধে রাখা তো দূরের কথা, ঐ ঘরের ভিতরেই নিতে পারি না। অনেক জোর জবরদস্তি ও মারপিট করে ঘরের কাছে আনলেই গরুগুলো ঐ সঙ্গীত শিল্পীর কবরের দিকে তাকিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে এদিক সেদিক পালিয়ে যায়। হুজুর! কেন এমন হচ্ছে, মেহেরবানী করে আমাদের জানালে খুশি হব। সেই সঙ্গে মূল কারণটি সম্পর্কেও আমরা অবগতি লাভ করতে পারব।

সর্দারদের মুখ থেকে এ হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনে আমি বললাম, দেখুন,

www.smfoundationbd.com

আমার মনে হয় এ বেনামাজি সঙ্গীত শিল্পীর কবরে ভীষণ আজাব হচ্ছে। আর এ ভয়াবহ আজাবের দৃশ্যাবলি প্রত্যক্ষ করেই গরুগুলো ভয়ে সজোরে চিৎকার করে উঠে এবং প্রাণভয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

হাদীস শরীফে রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেন, কবরের কঠিন পরীক্ষায় যে ব্যক্তি অকৃতকার্য হবে, সে হঠাৎ তার মাথার উপর থেকে এক ভীষণ গর্জন শুনতে পাবে। সেই সাথে দেখতে পাবে এক অন্ধ ও বধির ফেরেশতা একটি লোহার গুর্জ হাতে নিয়ে তার দিকে দ্রুত ছুটে আসছে। উক্ত ফেরেশতা ঐ গুর্জ দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে এমন প্রচণ্ড জোড়ে আঘাত করবে যে, সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে সে বিকট আওয়াজে চিৎকার করে উঠবে। উক্ত চিৎকারের আওয়াজ মানুষ ও জিন ব্যতীত সমস্ত জীব-জানোয়ার শুনতে পাবে।

আমার জবাব ও রাসূল (সা.) এর হাদীস শুনে উপস্থিত সকলেই মৃত ব্যক্তির জন্য আফসোস করতে লাগল। মৃতের এ করুণ পরিণতির কথা জানতে পেরে তারা অত্যন্ত দুঃখিত হলো। বেনামাজিরা নামাজ পড়ার প্রতিজ্ঞা করল। সঙ্গীত শিল্পী ও গান বাদ্যের পক্ষের লোকেরা তাদের ভুল বুঝতে পারল। সবাই তওবা করে খোদার নাফরমানির পথ থেকে ফিরে আসার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করল। অবশেষে সবাই মিলে মৃতের রুহের মাগফিরাতের জন্য খোদার দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানালো। তাদের সকলের চোখ থেকেই তখন বেদনার অশ্রু টপ টপ করে ঝরে পড়ছিল অবিরাম গতিতে।

মুহতারাম পাঠক পাঠিকা! গান-বাজনা শিখা-শিখানো, শোনা-শোনানো ইত্যাদি হারাম ও না জায়েজ। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও মনীষীদের নিম্নবর্ণিত উদ্ধৃতি দ্বারা আপনাদের সামনে এ কথাটি দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল লোকদের মুখে মুখে সাধারণ গান তো আছেই ছায়াছবির এমন অনর্থক ও অশ্লীল গান শোনা যায় যা মুখে উচ্চারণ করাও লজ্জাজনক। এসব গানের কথা ও সুর শ্রোতাকে উত্তেজিত করে। আবেগকে আপ্লুত করে। মনকে অস্থির করে তোলে। ফলে মানুষ কুপ্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে যায়। প্রায় সময়ই যানবাহনে এত নির্লজ্জভাবে গান বাজানো হয় যে, যা শুনে ভদ্র নারী পুরুষের পক্ষে ঐ যানবাহনে বসে থাকা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে পড়ে। কোনো কোনো সময় প্রতিবেশীদের বাসায় এত বিকট আওয়াজে গান বাজানো হয় যে, পার্শ্ববর্তী দীনদার লোকদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাই ব্যাহত হয়ে পড়ে। গানের প্রচণ্ড শব্দে তারা না পারে তিলাওয়াত করতে, না

www.smfoundationbd.com

পারে জিকির করতে, না পারে ঘুমোতে। চিন্তা করার বিষয় হলো, মানুষের ঈমান ও আমল কতটা দুর্বল ও নীচু হলে সে নিজে একটি হারাম কর্মে ডুবে থাকার পাশাপাশি অন্যের ইবাদত ও আরামের পর্যন্ত বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হতে পারে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, গান বাদ্য শ্রবণ করা যে হারাম, সেই অনুভূতিটুকু পর্যন্ত আমাদের মাঝ থেকে যেন বিদায় নিয়েছে।

আরো ভয়ঙ্কর সংবাদ হলো, গানের কলিতে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার ছড়াছড়ি তো আছেই, সেই সঙ্গে কোনো কোনো গানে কুফরি শিরকী কথাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন (১) এক গানে একটি ছেলে একটি মেয়েকে লক্ষ্য করে বলছে- তোমাকে পেয়ে আমি খোদাকে পেয়েছি। (২) হোক না রাগ ভগবান, তবুও কিছু আসে যায় না। (নাউযুবিল্লাহ)

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! গান বাজনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন হাদীস ও মনীষীগণ কি বলেছেন, এবার আমরা সেগুলো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করি এবং গানবাজনার অপকারিতা ও ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবগতি লাভ করে এ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি। হে আল্লাহ তুমি আমাদের তাওফীক দাও এবং বুঝে ও না বুঝে আজ পর্যন্ত যত গান শুনে ফেলেছি সেগুলোর শাস্তি থেকে আমাদের মুক্তি দাও। আমীন।

(ক) গান-বাদ্য সম্পর্কে কুরআন কি বলে?

আয়াত-১ ঃ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা লোকদেরকে পথ ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে লাহওয়াল হাদীস বা অসার বাক্য ক্রয় করে অজ্ঞতাবশতঃ আর এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে। এদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা লুকমান ঃ ৬)

উল্লেখিত আয়াতে "লাহওয়াল হাদীস" শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তিনবার বলেন, ঐ সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। লাহওয়াল হাদীস অর্থ গান। গান। গান। (আল জামেউ লিল কুরআন লিল আহকাম, ১৪ঃ৫১,৫২)

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদগণের মতে, গান, বাদ্য-যন্ত্র, বেহুদা কিসসা কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও জিকির থেকে গাফেল করে এর সবগুলোই লাহওয়াল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। (বোখারী ও বায়হাকী)

আয়াত নং-২ ঃ সূরা বনী ইসরাঈলের ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে সম্বোধন করে বলেন, রে শয়তান! তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস তাকে স্বীয় আওয়াজ দ্বারা পথ ভ্রষ্ট কর।

www.smfoundationbd.com

ইমাম ইবনে কাছীর (র.) বলেন এই আয়াতে শয়তানের আওয়াজ বলতে গান বাদ্য বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং তামাশার আওয়াজই হলো শয়তানের আওয়াজ।

হাফেজ ইবনে কাইয়ূম (র.) বলেন, গুনাহের দিকে আহবানকারী সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো, গান বাদ্য। তাই শয়তানের আওয়াজের ব্যাখ্যা গান বাদ্য দ্বারা করা হয়েছে। (আহসানুল ফাতওয়া ৮ঃ৩৮১)

আয়াত নং-৩ ঃ অন্য এক আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, তোমরা কি এ বিষয়ে (অর্থাৎ তোমাদের কাছে কুরআন এসে গেছে এজন্য) আশ্চর্য বোধ করছ? তোমরা হাসছ, ক্রন্দন করছ না? আর তোমরা গান-বাজনা (বা ক্রীড়া কৌতুক) করছ। (সূরা নজম, ৫৯-৬১)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত ইকরামা (রা.) বলেন যে, আয়াতে উল্লেখিত ছামিদুন এর অর্থ গান বাজনা। (তাফসীরে কুরতবী ১৭ঃ১২৩ ও রুহুল মা'আনী ২৭ঃ৭২)

উপরিউক্ত তিনটি আয়াতের প্রথমটি দ্বারা বুঝা গেল, যারা গান-বাজনা বা আল্লাহ বিমুখকারী ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হয় তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, শয়তান কর্তৃক মানুষকে গোমরাহ করার একটি অন্যতম হাতিয়ার হলো গান-বাজনা। আর তৃতীয় আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, যারা গান বাদ্য বা ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত হয়, যারা কেবলই হাসে, কাঁদে না আল্লাহ পাক তাদের উপর মোটেও খুশি নন। এবার আসুন গানবাজনা সম্পর্কে হাদীস কি বলে তা আমরা জেনে নেই।

হাদীস নং-১ ঃ হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, গান-বাজনা মানুষের অন্তরে মুনাফেকী উৎপন্ন করে, যেমন পানি শস্য উৎপাদন করে। (বাইহাকী ১০ঃ২২৩, মিশকাত ঃ ৪১১)

আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল, গান-বাদ্য এমনই এক ভয়ানক বস্তু যা মানব অন্তরে নেফাক তথা কপটতার জন্ম দেয়। আর কপটতার ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করবে।

হাদীস নং-২ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমার উম্মত যখন পনেরটি কাজ করতে থাকবে তখন তাদের উপর বিভিন্ন রকমের বালা-মসিবত নেমে আসবে। তম্মধ্যে একটি হলো গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রসার লাভ করবে। (তিরমিযী ২ঃ৪৪)

www.smfoundationbd.com

হাদীস নং-৩ ঃ নবী করীম (সা.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে ধ্বসে যাওয়া এবং আকৃতি বিকৃতির ঘটনা ঘটবে। আর তা ঐ সময় হবে যখন গায়িকার দল এবং বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ পাবে। (তিরমিযি ২ঃ৪৫)

দুই ও তিন নং হাদীস থেকে বুঝা গেল, নানা রকম দুঃখ দুর্দশা এমনকি ধ্বসে যাওয়া ও আকৃতি পরিবর্তন হওয়ার ন্যায় মারাত্মক শাস্তি গান বাজনার কারণেই আসবে। হে আল্লাহ তুমি সবাইকে হেফাজত কর।

হাদীস নং-৪ ঃ প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন, দুটি আওয়াজ দুনিয়াতেও অভিশপ্ত, আখেরাতেও অভিশপ্ত। প্রথমটি হলো, গানের সাথে বাঁশি সারেঙ্গীর আওয়াজ। আর দ্বিতীয়টি হলো, দুঃখ মুসিবতের সময় বিলাপ করে (চিল্লিয়ে) ক্রন্দন করার আওয়াজ। (বাইহাকী, বাযযায)

হাদীস নং-৫ ঃ রাসূলে আকরাম (সা.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে। (বুখারী)

এই হাদীস গান বাজনা হারাম হওয়ার স্পষ্ট দলিল। রাসূল (সা.) এর উম্মত হয়ে এরপরও কি আমরা এমন গর্হিত কর্মে লিপ্ত হতে পারি?

হাদীস নং-৬ ঃ হুজুর (সা.) এরশাদ করেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহপাক তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শুকরে পরিণত করে দেবেন। (ইবনে মাজাহ ঃ ৩০০)

হাদীস নং-৭ ঃ হযরত নাফে (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এক রাস্তায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর সাথে ছিলাম। এমন সময় দূর থেকে বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজ ভেসে এলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেন এবং রাস্তার অপর সাইডে চলে যান। খানিক পর কিছুদূর যেয়ে আমাকে বললেন, হে নাফে! তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছ? আমি বললাম, না। তারপর তিনি কান থেকে আঙ্গুল সরিয়ে বললেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সাথে ছিলাম। তিনি এক বাঁশির আওয়াজ শুনে ঐরূপই করেছিলেন যেরূপ আমি করেছি। নাফে (রা.) বলেন, তখন আমি ছোট ছিলাম। (আবু দাউদ ২ঃ৩১৮, মিশকাত ঃ ৪১১)

প্রিয় পাঠক! রাসূলে আকরাম (রা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম যদি বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজ শুনে কানে আঙ্গুল দিতে পারেন তবে যারা সারাক্ষণ রেডিও, টিভি ও

www.smfoundationbd.com

ক্যাসেট প্লেয়ারে গান বাদ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তারা একটু সাবধান হবেন কি? মনে রাখবেন, এখন শক্তি দম্ভে মত্ত হয়ে যাই করেন না কেন, একদিন কিন্তু আপনাকে রাসূল (সা.) -এর সুপারিশের জন্য মুখাপেক্ষী হতে হবে। নিজের অবস্থা বিবেচনা করে এখনই একটু যাচাই করে দেখে নিন যে, আপনি রাসূল (সা.) এর সুপারিশ পাওয়ার উপযুক্ত কি না। প্রিয় ভাইটি আমার! অন্য সব বাদ দিয়ে কেবল রাসূলে মাকবুল (সা.) এর সুপারিশ প্রাপ্তির আশায় আপনি কি এখনই এ প্রতিজ্ঞাটুকু করতে পারেন না যে, আজ থেকে আমি গান-বাদ্য শুনব দূরের কথা, এগুলোর কাছেও যাবো না। হে আল্লাহ তুমি আমার ভাই-বোনদের অনুরূপ দৃঢ় সংকল্প করার তাওফীক দাও।

হাদীস নং-৮ ঃ নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, শেষ জমানায় আমার উম্মতের কিছু লোককে আকৃতি বিকৃতি করে বানর ও শুকর বানিয়ে দেওয়া হবে। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি এ কথার সাক্ষ্য দিবে না যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল? রাসূল (সা.) জবাবে বললেন, হ্যাঁ, তারা ঈমান তো আনবেই এমনকি নামাজ রোজা হজ জাকাত সবই তাবা করবে। আবার প্রশ্ন করা হলো, তাহলে কেন তাদের এরূপ শাস্তি হবে? হুজুর (সা.) বললেন, তারা গান-বাদ্য, গানবাদ্যের যন্ত্র এবং গায়িকা নিয়ে মত্ত থাকার কারণে এ আজাবে নিপতিত হবে। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

হাদীস নং-৯ ঃ রাসূল (সা.) বলেন, কোনো ব্যক্তি গান শুরু করার সাথে সাথে আল্লাহ পাক তার জন্য দুটি শয়তান নিযুক্ত করে দেন। যারা তার কাঁধে বসে বুকে পা দ্বারা আঘাত করতে থাকে। যতক্ষণ না সে গান বন্ধ করে। (ইহইয়াউল উলূম ২ঃ২৫১)

হাদীস নং-১০ ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি ঢোল তবলা, বাঁশি, সারেঙ্গী ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। (তালবীসে ইবলিস-২৮৭)

হাদীস নং-১১ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এক রাতে জনৈক ব্যক্তির বাঁশির আওয়াজ শুনে বললেন, তার নামাজ কবুল নয়; তার নামাজ কবুল নয়, তার নামাজ কবুল নয়। (নাইলুল আওতার ৮ঃ১০০)

হাদীস নং-১২ ঃ হুজুর (সা.) বলেন, গান বাজনা শুনা গুনাহ। তার জন্য বসা ফাসেকী এবং তাঁর দ্বারা স্বাদ নেওয়া কুফরি। (নাইলুল আউতার ৮ঃ১০০)

হাদীস নং-১৩ ঃ হযরত আবু বারযাহ (রা.) বলেন, আমরা নবীজী (সা.) এর সাথে এক সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে দুই ব্যক্তির গানের আওয়াজ কানে

www.smfoundationbd.com

আসায় নবীজি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? (লোক দুজন গানের ভাষায় একে অপরের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল) উত্তরে বলা হলো, এরা অমুক অমুক ব্যক্তি। নবী করীম (সা.) তাদের জন্য বদদোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ আপনি তাদেরকে উল্টিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন। (আহমদ, বাযযায)

গান প্রেমিক ভাই ও বোনেরা! গান-বাদ্য সম্পর্কে এত কঠোর বাণী আসা সত্ত্বেও এ থেকে ফিরে আসা আমাদের জন্য অতীব জরুরি নয় কি? হ্যাঁ, জরুরি, অবশ্যই জরুরি। যদি আমরা নিজেদের মঙ্গল চাই, নিজেদের কল্যাণ প্রত্যাশী হই, নিজেদেরকে বাঁচাতে চাই জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নি থেকে, তবে আজই গান পরিত্যাগ করতে হবে, ঘর থেকে বের করে দিতে হবে গান শুনার যাবতীয় উপায় উপকরণ। সবশেষে আমরা গান-বাজনা সম্পর্কে মহামনীষীদের কিছু বাণী শ্রবণ করেই বক্ষমান আলোচনার সমাপ্তি টানব।

<u>গান সম্পর্কে মনীষীদের বাণী-১ ঃ</u> হযরত জাবের (রা.) বলেন, গান বাজনা থেকে সতর্ক থাকো। কেননা তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। আল্লাহর নিকট তা শিরকের মতো পাপ এবং শয়তান ছাড়া আর কেউ গান করে না। (ওমদাতুল কারী ৩ঃ৩৫৬)

এখানে দেখা যাচ্ছে হযরত জাবের (রা.) গান বাজনাকে শিরকের সমতুল্য পাপ বলেছেন এবং একে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

<u>বাণী-২ ঃ</u> হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (রা.) বলেন, আল্লাহ পাক গায়ক ও যার জন্য গান গাওয়া হয় তাদের উভয়ের উপর লানত বর্ষণ করেন। (রূহুল মা'আনী ২১ঃ৬৮)

<u>বাণী-৩ ঃ</u> হযরত ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) বলেন, হে উমাইয়া সম্প্রদায়! গান-বাদ্য থেকে বিরত থাকো। কেননা তা লজ্জা-শরমকে দূরীভূত করে দেয়, কামনার আগুন প্রজ্বলিত করে। মানবতা ও মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে। গান-বাদ্য হলো মদের প্রতিনিধি। মাতাল বা নেশাগ্রস্থ হয়ে যা কিছু করা যায় গান বাদ্যের মাধ্যমে তার সবই করা সম্ভব। মহিলাদের ব্যাপারে গানের বেলায় আরো বেশি সাবধান থেকো। তাদের থেকে গান বাদ্য অনেক দূরে রাখো। কেননা গান-বাদ্য ব্যভিচারের দিকে আহবান করে। (রূহুল মাআনী ২১ঃ৬৮, তালবীসে ইবলীস ৩০৪)

<u>বাণী-৪ ঃ</u> আল্লামা জাহহাক (র.) বলেন, গান ধন-সম্পদ নষ্ট করে, মহান আল্লাহকে নাখোশ করে এবং অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। (তালবীসে ইবলীস ৩০৪)

<u>বাণী-৫ ঃ</u> হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর হাতে বাইয়াত

www.smfoundationbd.com

গ্রহণ করার পর কোনো দিন গান-বাদ্য করিনি, মিথ্যা কথা বলিনি এবং ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি। (ইবনে মাজাহ ঃ২৭, আওয়ারেফু মা'আরেফ ঃ১৮৮)

বাণী-৬ ঃ একদিন হযরত ওমর (রা.) একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, লোকদের মধ্য থেকে একজন গান গাইছে আর বাকিরা বসে বসে শুনছে। তখন তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বললেন- আল্লাহপাক তোমাদের শ্রবণ শক্তি নষ্ট করে দিন। অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা.) -এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় গান শ্রবণ করে, এসব লোকের শ্রবণ শক্তি হারিয়ে বধির হয়ে যাওয়াই অধিক শ্রেয়। (এতেহাফ ৬ঃ৪৫৭)

বাণী-৭ ঃ আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) একদিন আপন ভাইয়ের ঘরে তাশরীফ নিলেন। ভাইয়ের ছোট মেয়েগুলো তখন অসুস্থ ছিল। তাদের সান্ত্বনার জন্য এক লম্বা চুল বিশিষ্ট ব্যক্তি গান গাইছিল। হযরত আয়েশা (রা.) এতদ্-শ্রবণে বললেন- উহ্! এ তো শয়তান। একে বের করে দাও, একে বের করে দাও, একে বের করে দাও। (সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী ১০ঃ২২৪)

বাণী-৮ ঃ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে উছাইদ (র.) বলেন, হযরত হাসান বসরী (র.) কে কেউ ওলীমার দাওয়াত দিতে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন সেখানে দোতারা, সেতারা বাজবে না তো? অর্থাৎ গান বাদ্য হবে না তো? যদি হ্যাঁ সূচক উত্তর আসত তবে তিনি উক্ত দাওয়াত গ্রহণ না করে বলতেন যে অনুষ্ঠানে গান বাজনা হয় তাতে বরকত ও শান্তি হবে না। (মাওয়াহেবুল জলীল ৪ঃ৮)

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আপনারা একটু চিন্তা করে বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আমাদের বর্তমান সমাজে এমন কয়টি বিয়ে কিংবা ওলীমার অনুষ্ঠান হয়, যা গান বাদ্য থেকে মুক্ত থাকে? কয়টি প্রোগ্রাম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভিডিও ফিল্ম করা থেকে খালি থাকে? বদদীন লোকদের কথা না হয় বাদই দিলাম। যারা সমাজে দীনদার ও পরহেযগার লোক বলে পরিচিত তারাই বা কতটুকু এ নাফরমানি থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে। আমি নিজে এ ব্যাপারে দীনদার লোকদের প্রশ্ন করলে তারা আমাকে বললেন- এ ব্যাপারে আমি জানি না। এসব ছেলে পেলেদের কাজ।

আমি বলতে চাই, এ সংক্ষিপ্ত জবাবটুকু গুছিয়ে বলে দিলেই কি তারা খোদার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবেন? পারবেন এই মারাত্মক গোনাহের দায় থেকে মুক্তি পেতে? না অবশ্যই পারবেন না। কারণ আমি একশভাগ বিশ্বাস করি, ঘরের প্রধান কর্তা বা অভিভাবকরা যদি এসব নাফরমানি ও অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে কঠোর হস্ত হন, তারা যদি শক্ত করে বলেন যে, তোমরা এসব করলে এ

www.smfoundationbd.com

অনুষ্ঠানে আমি থাকবোই না, এক লোকমা আহারও গ্রহণ করবো না, এসব গোনাহের উপকরণ আমার বাসায় দেখলে আমি এগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবো; মোটকথা যাকে যেভাবে বললে কাজ হবে সেভাবে যদি কঠোরতা প্রদর্শন করা হয় তবে এসব নাফরমানী ও অন্যায় কর্ম অনেকাংশে কমে যাবে। ফলে অনুষ্ঠানগুলো হবে শান্তি ও বরকতময়।

বাণী-৯ ঃ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) যখন নিজ সন্তানদেরকে হযরত সাহাল (র.) এর নিকট শিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠালেন তখন তিনি একটি চিঠিতে লিখলেন-

জনাব! আমার সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষাতে সর্ব প্রথম তাদের অন্তরে গান বাদ্যের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিবেন। কারণ গান বাজনার শুরুতে থাকে শয়তান আর শেষে পাওয়া যায় আল্লাহর অসন্তুষ্টি। আমি বড় বড় নির্ভরযোগ্য আলেমদের মুখে শুনেছি- গানবাদ্যের অনুষ্ঠানে যাওয়া, গানবাদ্য শ্রবণ করা এবং তার আগ্রহ হওয়া অন্তরের মধ্যে ঐরূপ মুনাফেকী সৃষ্টি করে যেরূপ পানি উদ্ভিদ জন্ম দেয়। (দুররে মানছুর ৫ঃ১৬০)

বাণী-১০ ঃ ইমাম সুরুখসী (র.) লিখেন, যে ব্যক্তি গান বাদ্যের দ্বারা মানুষ একত্রিত করে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। (আল মাবসুত ১৬ঃ১৩২)

বাণী-১১ ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বাঁশি বাজানো এবং গান গাওয়া হারাম। (খুলাছাতুল ফাতাওয়া ৪ঃ৩৫৭)

শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন, বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা বাজনা শোনা উলামাগণের ঐকমত্যে হারাম। তবলা, গিটার হারমোনিয়াম ও গান বাজনা জাতীয় সমস্ত বিনোদন ইসলামে কঠোরতম নিষিদ্ধ ও হারাম।

ফতোয়ায়ে কাজী খান কিতাবে উল্লেখ আছে, গান বাজনা শোনা গুনাহ, সেই আসরে বসা ফিসক বা কবীরা গুনাহ এবং তা থেকে স্বাদ বা মজা অনুভব করা কুফরী।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসলামে কি বিনোদন নেই। চিত্তবিনোদন ছাড়া মানুষ বাঁচবে কিভাবে? এর উত্তর হলো, মনের প্রফুল্লতা আনয়ন, অবসাদ আর ক্লান্তি দূর করার জন্য ইসলাম বিনোদনকে অবশ্যই সাপোর্ট করে। তবে তা হতে হবে মার্জিত ও শরিয়ত সমর্থিত পন্থায়।

বিনোদনের জন্য আমরা বাজনা মুক্ত ভালো অর্থপূর্ণ গজল শুনতে পারি। গাইতেও পারি। শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে আয়োজন করতে পারি সাংস্কৃতিক

www.smfoundationbd.com

অনুষ্ঠানের। আর বিবাহিতদের জন্য পবিত্র বিনোদনের সর্বোত্তম উপকরণ তো ঘরেই মওজুদ আছে। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যসুলভ আচরণে যে বিনোদন হয়, মনের যে প্রফুল্লতা আসে তা অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব হবে কি? কখনোই নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর জীবনী ঘাটলে দেখা যায়, তিনি মনের প্রফুল্লতা ও উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) কে নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন, খেলা দেখিয়েছেন। তাঁর সাথে খেলা করেছেন ইত্যাদি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আমার মনে হয় স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হক ও অধিকার সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি ও তা পালনে উদাসীনতা থাকার কারণে অধিকাংশ মানুষ দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারছে না। আর পারছে না বলেই এসব মানুষ মনকে সতেজ করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে। এসব পন্থা বৈধ কি অবৈধ, হালাল কি হারাম সেদিকে তারা ভ্রুক্ষেপও করছে না। তাই আসুন আমরা স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হই এবং তা পালনে সচেষ্ট হই। তাহলে আমার বিশ্বাস, শতকরা আশি ভাগ বিনোদনের চাহিদা এর মাধ্যমেই পূর্ণ হবে। আর বাকি টুকুর জন্য অর্থপূর্ণ ভালো গজল, কবিতা, জিকির, তিলাওয়াত, ইবাদত ইত্যাদি তো আছেই।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! গান বাজনা ও সিনেমা টিভির প্রতি যাদের নেশা জন্মে গেছে তারা নিম্নের কাজগুলো করলে ইনশাআল্লাহ সুফল পাবেন।

প্রথমে আল্লাহর উপর ভরসা করে পাক্কা নিয়ত করুন যে-

১. আমি ভবিষ্যতে আর কোনো দিন গান শুনবো না। সিনেমা টিভি দেখবো না।

২. হঠাৎ যদি এসব কাজ করে ফেলি তবে ১০ রাকাত নফল নামাজ পড়ে নেব অথবা ১০/২০ টাকা সদকা করে দেব।

৩. হক্কানী আলেমদের সংশ্রবে থাকব। দীনি মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে তাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করব।

৪. ধর্মীয় ইজতিমা ও ওয়াজ মাহফিলে শরিক হবে।

৫. নামাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিব।

৬. প্রেম-কাহিনী বা নারীদের ফটো সম্বলিত কোনো বই পুস্তক বা পত্র পত্রিকা ঘরে আনব না।

৭. ঘরে রেডিও বা টেপ থাকলে তা কেবল সংবাদ গজল ও তিলাওয়াত শ্রবণের কাজেই ব্যবহার করব। এটা সম্ভব না হলে এগুলো বিক্রি করে দিব।

www.smfoundationbd.com

৮. টিভি নামক অভিশাপ ঘর থেকে বের করে দিব।

৯. বিশুদ্ধ ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করব।

১০. প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় কিছু জিকির ও ইস্তেগফার করব।

মুহতারাম পাঠক! গান শোনা, গান গাওয়া, সিনেমা, টিভি ও ভিসিডি দেখা একটি মারাত্মক আত্মিক রোগ। এ রোগের চিকিৎসার জন্য উপরের ১০টি কাজ উল্লেখ করা হলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি কারো এসব করতে মনে না চায় তাহলে সে কি করবে?

হ্যাঁ, এরূপ ব্যক্তির জন্যও সহজ চিকিৎসা আছে। তা এই যে, কিছু সময় ফারেগ করে মাঝে মধ্যে ৩দিন, ১ চিল্লা বা ৩ চিল্লার জন্য তাবলীগ জামাতে বের হয়ে যাওয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, বর্তমান জমানায় আমল পরিবর্তন ও গোনাহের কাজ পরিত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এর চেয়ে সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি আর নেই। তাই চলুন আমরা সবাই এ বরকতময় কাজে সময় দেই এবং ঈমান আমল সংশোধন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি। ওগো দয়াময় মাবুদ! তুমি আমাদের তাওফীক দাও।

যাদের প্রস্তাবিত নামে হৃদয় গলে সিরিজ-১৬ এর নামকরণ করা হয়েছে

মোসাম্মত ফাতেমাতুজ জোহরা
প্রযত্নে ঃ মুহাম্মদ হারুণ অর রশীদ
প্রধান অফিস সহকারী, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার
কল্যাণ কমপ্লেক্স, বি. বাড়িয়া।

মোঃ নাসির উদ্দীন
গ্রাম ঃ চৌঘরিয়া, পোঃ মজলিশপুর
থানা ঃ শিবপুর, জিলা ঃ নরসিংদী।

মোসাম্মত হুসনা আরা আহসান (মুসলিমা)
প্রযত্নে ঃ মাওলানা আহসানুল্লাহ
পোনা মাদরাসা রোড, কাশিয়ানী
গোপালগঞ্জ-৮১৩০

সূত্র- মরা লাশ কথা কয়।

www.smfoundationbd.com

৭

২২৩

একটি অবিস্মরণীয় অলৌকিক ঘটনা

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩২ সালে। ঐতিহ্যবাহী নগরী মাদায়েনে। যার বর্তমান নাম সালমান পার্ক।

সালমান পার্ক একটি প্রাচীন জনপদ। এর অবস্থান ইরাকের রাজধানী বাগদাদ থেকে ৪০ মাইল দূরে। এক সময় এটি ছিল জনবহুল নগরী। কিন্তু কালক্রমে ছোট হতে হতে এটি আজ ছোট একটি বস্তির আকারে এসে ঠেকেছে।

সালমান পার্কে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্ব প্রথম কবরস্থ হন বিখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারর্সী (রা.)। এর প্রায় তেরশত বছর পর সেখানে সমাহিত হন আরো দুজন সাহাবী। তম্মধ্যে একজন হলেন হযরত হুযাইফা (রা.) এবং অপর জন হলেন হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.)।

শেষোক্ত দুজন সাহাবীর কবর প্রথমে সালমান পার্কে ছিল না। তাদের কবর ছিল সেখান থেকে দু ফার্লং দূরে একটা অনাবাদী জায়গায়। যার অতি নিকট দিয়ে কলকল রবে বয়ে চলছে ঐতিহাসিক দজলা নদী। দীর্ঘ দিন পর একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে সালমান পার্কে দাফন করা হয়।

যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছিল সেটি ছিল বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বিস্ময়কর ঘটনা। আসুন এবার আমরা উক্ত ঘটনাটি বিস্তারিত শ্রবণ করি এবং সূরা বাকারায় বর্ণিত নিম্নোক্ত আয়াতটির বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করি।

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পার না।" (আয়াত নং ১৫৪)

www.smfoundationbd.com

তখন ইরাকের বাদশাহ ছিলেন বাদশাহ ফয়সাল। একদিন তিনি ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ স্বপ্নে দেখেন হযরত হুযাইফা (রা.) তাঁকে বলছেন- আমাদেরকে বর্তমান অবস্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র কোনো স্থানে দাফন করা হোক। কেননা আমার কবরে পানি জমতে শুরু করেছে আর হযরত জাবের (রা.) এর কবরে পানি প্রবেশ করার উপক্রম হয়েছে।

বাদশাহ ফয়সাল ব্যস্ত মানুষ। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে পরদিন তিনি স্বপ্নের কথা একেবারেই ভুলে যান। দ্বিতীয় রাতেও তিনি একই স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু নানাবিধ ঝামেলার দরুণ সেদিনও স্বপ্নের নির্দেশ পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় রাতে হযরত হুযাইফা (রা.) ইরাকের প্রধান মুফতি সাহেবকে স্বপ্ন যোগে দেখা দিয়ে এই একই নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে এও বলেন যে, আমি পর পর দু রাত ধরে বাদশাহকে এ ব্যাপারটি অবহিত করে আসছি। কিন্তু তিনি দিনের বেলায় ভুলে যাওয়ার কারণে এ পর্যন্ত কোনো রকম পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হননি। এখন আপনার দায়িত্ব হচ্ছে, আমার নির্দেশটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং যথাশীঘ্র আমাদেরকে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করা।

পরদিন সকাল হওয়া মাত্রই মুফতি সাহেব প্রধানমন্ত্রী নূরী আস সাঈদকে টেলিফোন করলেন। বললেন, আমি আপনার কাছে একটি বিশেষ প্রয়োজনে এক্ষুণি আসছি। আপনার কোনো কাজ থাকলে একটু পরে বের হবেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন, ঠিক আছে আপনি আসুন। আমি আপনার অপেক্ষায় থাকলাম।

নূরীর সাথে সাক্ষাত হলে মুফতি সাহেব স্বপ্নের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাত বাদশাহের সাথে তার সাক্ষাতের সুযোগ করে দেন এবং নিজেও তার সাথে সেখানে উপস্থিত হন। মুফতি সাহেবের মুখ থেকে সবকিছু শুনে বাদশাহ বললেন, হ্যাঁ, আমি পর পর দু রাত এ স্বপ্ন দেখেছি। প্রতিরাতই তিনি আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না- এ আমি কি দেখতে পাচ্ছি। আপনি এসে ভালোই করেছেন। এখন আপনিই বলুন, এমতাবস্থায় আমাদের কি করণীয়।

মুফতি সাহেব বললেন, তিনি তো স্পষ্ট করেই সরানোর নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, আমি মনে করি সত্ত্বর তাঁর আদেশ পালন করাই হবে আমাদের কর্তব্য।

বাদশাহ বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আপনি আগে স্থানান্তর করার ফতোয়াটা দিন।

www.smfoundationbd.com

মুফতি সাহেব তখন সেখানে বসেই সাহাবায়ে কেরামের কবর স্থানান্তর সংক্রান্ত ফতোয়া লিখে দেন। এরপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সামনের কুরবানির ঈদের দিন জোহরের নামাজের পর সম্মানিত দুই সাহাবীর কবর খুঁড়ে তাদের লাশ মুবারক তুলে অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে দাফন করা হবে।

ইরাকের পত্র-পত্রিকায় খবরটি প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র ইরাকে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। তাছাড়া রয়টারসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলো মুহূর্তের মধ্যে খবরটি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়।

তখন বিশ্বের অসংখ্য ধর্ম প্রাণ মুসলমান ছিলেন মক্কা নগরীতে সমবেত। কারণ সময়টা ছিল হজের মৌসুম। এ সংবাদ শ্রবণ করে হাজীগণ বাদশাহ ফয়সালের কাছে আবেদন করলেন আমরাও মহান সাহাবীদ্বয়ের চেহারা দর্শনে আগ্রহী। অনুগ্রহ পূর্বক তারিখটা আরো কদিন পিছিয়ে দেওয়া হোক। এদিকে ইরান, তুরস্ক, লেবানন, ফিলিস্তিন, হেজাজ, বুলগেরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে বাদশাহ ফয়সালের নিকট একই আবেদন সম্বলিত অসংখ্য তারবার্তা আসতে থাকে।

বাদশাহ ফয়সাল পড়লেন মহা বিপাকে। একদিকে গোটা মুসলিম বিশ্বের তারিখ পিছানোর জোড়ালো অনুরোধ, আর অন্য দিকে দ্রুত লাশ স্থানান্তর করার স্বাপ্নিক নির্দেশ। এমতাবস্থায় কি করবেন তিনি? তাঁর চিন্তা হলো, যদি সত্যি সত্যি মাজারে পানি এসে থাকে, তবে তো বিলম্বের কারণে মাজারদ্বয়ের ক্ষতি হবে।

অবশেষে এ ব্যাপারে পরামর্শ হলো। বহু আলোচনা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো আপাততঃ কিছুদিন যাতে কবরের ভিতর পানি প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য নদীর দিক থেকে দশফুট দূরে একটা গভীর গর্ত খনন করে সেখানে কাঁকর ফেলা হবে। আর সারা বিশ্বের মুসলমানদের আগ্রহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পূর্বের তারিখটি আরো দশদিন পিছিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ লাশ স্থানান্তরের কাজটি ঈদের দশদিন পর সোমবার দুপুর বারটায় সম্পন্ন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এ ঘোষণার পর ক'দিনের মধ্যেই সালমান পার্কের ছোট্ট বস্তিটি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী, রাষ্ট্রদূত, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও লক্ষ লক্ষ রাসূল প্রেমিকের ঢল নামে সালমান পার্কে। ফলে জৌলুসের দিক দিয়ে জায়গাটা আরেক বাগদাদে পরিণত হয়। অতিথি পরায়ণ প্রতিটি মুসলিম পরিবার মুখর হয়ে উঠে দর্শনার্থীদের পদ চারণায়। তাঁবুয় তাঁবুয় পরিপূর্ণ হয়ে

www.smfoundationbd.com

যায় মাদায়েনের ঐতিহাসিক মাঠটিও। একটি গ্রহণযোগ্য হিসেব অনুযায়ী আগত দর্শনার্থীদের সংখ্যা ছিল পাঁচ লাখ।

শেষ পর্যন্ত সেই প্রতীক্ষিত দিনটি এসে গেল। লক্ষ লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে কবর খোঁড়া হলো। দেখা গেল সত্যিই হযরত হুযাইফা (রা.) এর কবরে কিছু পানি জমে গেছে এবং হযরত জাবের (রা.) এর কবরে কিছুটা আদ্রতা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে সমবেত জনতা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। তাদের কণ্ঠে বারবার উচ্চারিত হয় আল্লাহু আকবার ধ্বনি। চোখে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা। তাদের এ কান্নায় শরিক হতে সালমান পার্কের পবিত্র ভূমিও যেন আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদছে।

বাদশাহ ফয়সালের নেতৃত্বে তাঁর মন্ত্রী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত রাষ্ট্রদূতগণের সহযোগিতায় প্রথমে হযরত হুযাইফা (রা.) এর লাশ মোবারক কবর থেকে ক্রেন দ্বারা তোলা হলো। ক্রেনের সাহায্যে তাঁর পবিত্র লাশটি কবর থেকে এমনভাবে উঠানো হয় যে, মোবারক লাশটি আপনাতেই ক্রেনের মাথায় ফিট করে রাখা ট্রেচারে এসে পৌঁছায়। অতঃপর ট্রেচারটি ক্রেন থেকে পৃথক করে নেওয়া হলে বাদশাহ ফয়সাল, মুফতি সাহেব, সিরিয়া ও তুরস্কের নির্বাচিত মন্ত্রীবর্গ এবং মিশরের যুবরাজ শাহ ফারুক অত্যন্ত যত্ন ও তাজীম সহকারে লাশ মোবারককে তুলে এনে একটি কফিনের ভিতর রাখেন। অতঃপর একই ভাবে হযরত জাবের (রা.) এর পবিত্র লাশটিকেও তুলে আনা হয়।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, শত শত বৎসর কেটে গেলেও শুধু লাশ মোবারকই নয়, কাফন বাধার ফিতাগুলোর মধ্যেও কোনো প্রকার পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি। লাশ দুটি দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারছিল না যে, এগুলো দীর্ঘ তেরশত বছরের প্রাচীন লাশ। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তাদের চোখগুলো ছিল খোলা। সেই খোলা চোখ থেকে এমন রহস্যজনক অপার্থিব জ্যোতি ঠিকরে পড়ছিল যে, অনেকেই তাদের চোখ ভালভাবে দেখার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু চোখ থেকে বেরিয়ে আসা অতি উজ্জ্বল আলোর কারণে কেউই দৃষ্টি স্থির রাখতে পারছিলেন না।

এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বড় বড় ডাক্তারগণ হতবাক হয়ে যান। এ সময় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জনৈক জার্মান চক্ষু বিশেষজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সবকিছু খুঁটে খুঁটে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য তার উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে, পবিত্র লাশ দুটি কফিনের ভিতর রাখার সাথে সাথে তিনি

www.smfoundationbd.com

মুফতি সাহেবের হাত ধরে বললেন-

ইসলামের সত্যতা ও সাহাবাগণের উচ্চ মর্যাদার স্বপক্ষে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

এ বলে তিনি কালিমা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে যান।

যা হোক, পবিত্র লাশ দুটিকে কবরে রাখার পর উপস্থিত জনতা তাদের নামাজে জানাযা আদায় করেন। এরপর আলেম ও মন্ত্রীবর্গ কফিন দুটো কাঁধে উঠিয়ে নেন। কিছুদূর যাওয়ার পর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ এবং সব শেষে বাদশাহ ফয়সাল কাঁধ পেতে ধরেন।

এদিকে বাদশাহের অনুমতি নিয়ে জার্মানের একটি চলচ্চিত্র কোম্পানী বিশাল পর্দার সাহায্যে উপস্থিত সকলকে কোনো প্রকার হুড়াহুড়ি না করে অনুষ্ঠানটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরাসরি দেখার ব্যবস্থা করে। এতে সকলেই তাদেরকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানায়।

দীর্ঘ চার ঘন্টা পর চরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে পবিত্র লাশ দুটি সালমান পার্কে এসে পৌঁছে। যে সৌভাগ্যবানরা লাশ দুটিকে প্রথমে কফিনে রেখেছিলেন তারাই কফিন দুটি নব নির্মিত কবরে নামিয়ে রাখেন। আর এভাবেই জনতার নারায়ে তাকবীরের মধ্য দিয়ে ইসলামের এই জিন্দা শহীদদেরকে মাটির কোলে শুইয়ে দেওয়া হয়।

পরদিন বাগদাদ শহরে অনুষ্ঠানটি পুনঃ দেখানোর ব্যবস্থা হলে সেখানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। সেই সাথে অসংখ্য ইহুদী-খৃষ্টান নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, তা হিসেব করা মোটেই কোনো সহজ কাজ ছিল না।

সূত্র ঃ মাসিক আল হাদী- পাকিস্তান # সাপ্তাহিক খতমে নবুওয়াত- করাচী # মাসিক দাওয়াতুল হক অক্টোবর-৯৫

www.smfoundationbd.com

৮

২২৪

দীপ্তপ্রত্যয়

সায়েমা ও সায়েম। দুই ভাই-বোন। সায়েমা সায়েমের চেয়ে চার বছরের বড়। সে তার ছোট্ট ভাইটিকে খুব ভালবাসে। আদর স্নেহে মাতিয়ে রাখে সারাক্ষণ।

সায়েমার বয়স তের বছর। তখন ইরাক যুদ্ধ চলছিল। সায়েমা তার আব্বুর পাশে বসে আছে আর ছোট্ট ভাইটি বসে আছে আম্মুর কোলে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলেই চরম ভীতি ও শঙ্কার মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। বোমার প্রচণ্ড আঘাতে কখন সবকিছু শেষ হয়ে যায় এই ভয়ে তারা অস্থির। যখনই কানে ভেসে আসে বোমার অশুভ গর্জন, তখনই সায়েমা আব্বুকে ঝাপটে ধরে, আর সায়েম মাথা লুকায় মায়ের আঁচলের নীচে।

রাজধানী বাগদাদের অদূরেই সায়েমাদের বাসা। তার আব্বার নাম খলীল আহমদ। মাতার নাম নাজিয়া সুলতানা। খলীল সাহেব একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকুরী করেন। এতে যা বেতন পান তা দিয়েই কোনো রকম সংসার চলে যায়।

খানিক পর সবাই এক সাথে খেতে বসে। সবে মাত্র খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। এরই মাঝে খুব নিকট থেকে বোমার আওয়াজ শোনা যায়। শব্দগুলো ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। সায়েমার আব্বা বাইরের অবস্থা দেখার জন্য ঘর থেকে বের হন। দেখতে পান, চারদিকে শুধু জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা। উপর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বোমারু বিমানগুলো বিরামহীনভাবে বোমা বর্ষণ করছে। আর নিচ দিয়ে ওদের পদাতিক সৈন্যবাহিনী সাঁজোয়া যানসহ সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

বাগদাদ এখন নিজ বাসিন্দাদের কাছেই এক অচেনা শহর। চারিদিকে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। আচ্ছাদিত কালো ধোঁয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। বোমার ধাতব টুকরোগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে সেখানে। খলীল সাহেব বড়ই করুণ চোখে তাকিয়ে দেখছেন এসব ধ্বংসযজ্ঞ।

দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল এ অবস্থা। খলীল সাহেবের মনটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠে। তপ্ত অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে চোখ দুটো। এরই মাঝে কোথায় থেকে

www.smfoundationbd.com

যেন এক ঝাঁক গুলি এসে তার পায়ে আঘাত হানে। তিনি চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে যান। সায়েমা ঘর থেকে আব্বু আব্বু বলে বের হয়। কাছে এসে বলে আব্বু আপনার .....।

কথা শেষ করতে পারেনি সায়েমা। একটি ঘাতক বোমা এসে তাদের শোবার ঘরটিতে প্রচণ্ড আঘাত হানে। ফলে মুহূর্তের মধ্যেই পুরোটা ঘর অগ্নিপুরীতে পরিণত হয়ে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আগুনের লেলিহান শিখা। সেই আগুনে পুড়ে তার সামনেই জ্বলে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায় তার মা ও ছোট্ট আদরের ভাইটি। ইতোমধ্যে আরেকটি বোমার খণ্ডিত অংশ এসে সায়েমার চোখে আঘাত হানে। সঙ্গে সঙ্গে সায়েমা দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকে। সে আর ভাবতে পারে না। মনের অজান্তেই চোখ দিয়ে নেমে আসে রক্ত অশ্রু।

ঘটনার আকস্মিকতায় সায়েমা দিশেহারা। কি করবে সে কিছুই বুঝতে পারে না। পিতা-কন্যা উভয়ে আহত। কে কাকে সাহায্য করবে? তার হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী যেন পট পট করে ছিঁড়ে যাচ্ছে। কাউকে ডাকবে, কাউকে কিছু বলবে সে শক্তিও তার অবশিষ্ট নেই। এক সময় টলতে টলতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে তা সে বলতে পারবে না।

হঠাৎ বুটের আওয়াজে সায়েমার হুঁশ ফিরে আসে। সে ভাল চোখটি মেলে দেখতে চেষ্টা করে। কিন্তু চোখ মেলতেই এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার সামনে ভেসে উঠে। দেখতে পায় একদল হায়েনা তাদের বাড়িটির দিকে ধেয়ে আসছে। হাতে অস্ত্র। চোখে মুখে হিংস্রভাব। সায়েমা তাদের দৃষ্টির আড়ালে যেতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। দেহের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। চলে গেছে চিন্তা করার শেষ শক্তিটুকুও।

সায়েমা আবার চোখ মেলে তাকায়। এবার সে এমনি এক বিভৎস চিত্র প্রত্যক্ষ করে যা কখনোই সে ভুলতে পারবে না। পারবে না ইচ্ছা করলেও। সে দেখল, তার আশে পাশে অনেকগুলো লাশের ছড়াছড়ি। ছোপ ছোপ রক্তের বিবর্ণ চিত্র। জোড়পূর্বক ইজ্জত হরণ করা হচ্ছে অসংখ্য বধূ মাতার। তাদের করুণ আহাজারি আর আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। কিন্তু সামান্যতম দয়ার উদ্রেক হচ্ছে না এসব নরপশুদের।

এসব নিষ্ঠুর নিপীড়ন দেখে আতঙ্কে ভরে উঠে সায়েমার কচি মন। চোখ দুটো নিস্তেজ হয়ে আসে। ভাবে, না জানি তার ইজ্জতও এখন বিজাতীয় হায়েনাদের হাতে বলি দিতে হয়।

ভাবনার ঘোরে সায়েমা নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। এতক্ষণে হায়েনারা সায়েমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কোনো কারণ উল্লেখ ব্যতীতই তার চোখের

www.smfoundationbd.com

সামনে তার আব্বাকে শক্ত করে হাত-পা বেধে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। ঘরে ঘরে শুরু করে তল্লাশী। পুরুষ পেলে হাত-পা বেধে গাড়িতে উঠায়। আর সুন্দরী যুবতীদের দিনের আলোতেই প্রকাশ্যে সম্ভ্রমহানি করে।

নিষ্ঠুর হায়েনারা ধীরে ধীরে সায়েমার নিথর দেহটার কাছে এগিয়ে আসে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে ফেলে চলে যায়। এরপর অনেক সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত একটি প্রাণীও সায়েমার খোঁজ-খবর নিতে আসেনি। জানতে চেষ্টা করেনি, বর্তমানে তার অবস্থা কি? কেই বা জানতে আসবে? সবারতো একই অবস্থা। মানুষরূপী পশুগুলোর বর্বর অত্যাচারে লোকদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, কেউ কারো বাড়ি যাওয়ার শক্তি পাচ্ছে না। সর্বত্রই বিরাজ করছে কবরের নীরবতা।

ক্রমে ক্রমে সূর্যের রঙটা বিবর্ণ হতে থাকে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা নামে। অন্ধকারে ছেয়ে যায় চারিদিক। অসহায় সায়েমার কচি দেহটা আরো নিথর হয়। যে মুখ দুদিন আগে হাসি আনন্দে মুখর ছিল, সে মুখ আজ বিষাদে মলিন। যে চোখ আঁধার রাতে উজ্জ্বল তারকার চেয়েও বেশি মনোহর ছিল, আজ তা রক্তাশ্রু দ্বারা ভরপুর। সায়েমা আর ভাবতে পারে না। পারে না দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করেও সেখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যেতে। চিৎকার করে কাঁদার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে। ভাবছে সে, মৃত্যু তার অতি নিকটে। হয়তো আগামী ভোরের লাল সূর্যটিও সে দেখতে পাবে না। স্নেহের ছোট ভাই সায়েম ও পরম শ্রদ্ধেয়া জননীর পথই তাকে ধরতে হবে। যে পথ থেকে কেউ আর ফিরে আসে না।

জীবনের শেষ লগ্নে এসে সায়েমা কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে উড়ে যায় বাল্য, কৈশোর আর ফেলে আসা সদূর অতীতে। মনে পড়ে সুখ সমৃদ্ধ ছোট্ট পরিবারটির কথা। মনে পড়ে তার আম্মু ও ছোট ভাইটির আদর সোহাগের কথা। আহা! না জানি কিভাবে কত কষ্ট করে আগুনে পুড়ে শহীদ হয়েছে তারা। না জানি তার আহত পিতার সাথে কিরূপ আচরণ করছে পাষণ্ড হায়েনারা। আরো মনে পড়ে জীবনের গতি পথে ভাঙ্গা গড়ার খেলা। আরো কত কথা, কত স্মৃতি মনে পড়ছে আজকের এই নীরব নির্জন প্রহরে। এরই মাঝে সায়েমা লক্ষ্য করে, রাতের নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেঙ্গে দিয়ে আল সামী হাসপাতালের এম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে তার নিথর দেহটির সামনে। এর কিছু সময় পর সে নিজেকে হাসপাতালের বেডে শোয়া অবস্থায় দেখতে পায়। বর্বর মার্কিন বাহিনীকে উচিত শিক্ষা দিবার এক দীপ্ত প্রত্যয় নিয়ে আবারো সে বেঁচে থাকার প্রেরণা পায়।

সূত্র ও সহযোগিতায় ঃ মাসিক আর রাশাদ, মে ০৪ সংখ্যা।

www.smfoundationbd.com

৯

২২৫

চাবুকের আঘাত

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন কঠোর ন্যায় বিচারক। মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। মানুষও তাকে ভালোবাসতো। তার চোখে আপন পরের ভেদাভেদ ছিল না। সকলকেই তিনি সমান চোখে দেখতেন।

তাঁর শাসনামলে একদা একটি নতুন আইন জারি হয়। আইনটি হলো- যাদের ব্যাপারে মদপান করার অভিযোগ প্রমাণিত হবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে।

এই আইনের ঘোষণা হওয়ার পর চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। মুনাফিক ও ইসলাম বিদ্বেষীরা নানা কথা বলতে থাকে। কারও কথায় প্রতিবাদের সুর। কারও কথায় সন্দেহ ও হতাশার আভাস।

মদখোররা বলতে লাগলো, রাসূলের যুগ গেল, প্রথম খলীফার শাসনামল গেল। কই তারা তো এমন আইন পাশ করেননি। হযরত ওমর (রা.) কি তাদের চেয়ে বড়? কোন্ অধিকারে তিনি এমন আইন জারি করবেন?

কেউ কেউ বলল, খলীফা এটা কি করলেন? দিন দিন মানুষতো মদ খাওয়া ছেড়েই দিচ্ছিল। এ সময় এমন শক্ত আইন জারি করার এমন কি দরকার ছিল? মদ পানের জন্য ৮০ দোররা! কাউকে এক নাগাড়ে ৮০ দোররা মারলে সে তো মারাই যাবে। খলীফা কি পারবেন এমন শক্ত আইন কায়েম করতে?

এতো গেল মুনাফিক ও ইসলামের শত্রুদের কথা। পক্ষান্তরে যারা সাহাবী, রাসূল (সা.) এর একান্ত অনুসারী তারা ওমর (রা.) এর এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন। বললেন- যে করেই হোক মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে। এ আইন প্রয়োগ করতে হবে অক্ষরে অক্ষরে।

www.smfoundationbd.com

এরপর প্রতিদিনই মদখোররা একত্রিত হয়। সলা-পরামর্শ করে। কি করে ওমর (রা.) কে নাজেহাল করা যায় সেই চিন্তায় বিভোর থাকে। কিন্তু কোনো পথ তারা খুঁজে পায় না। নিজেরা একটু মদ খাবে, আনন্দ-উল্লাস করবে সে সুযোগও মেলে না। পাছে ভয় হয়, যদি কেউ দেখে ফেলে? কেউ যদি খলীফার কাছে খবরটা পৌঁছে দেয়?

একদিন তারা আড্ডাখানায় বসে আছে। নতুন ফন্দি ও ষড়যন্ত্র নিয়ে নানা রকম আলাপ আলোচনা করছে। এমন সময় একজন লোক দৌড়ে এলো। বলল,

ঃ তোমরা কি খবরটা শুনেছ?

ঃ কি খবর এনেছো শুনি? একজন বিরক্তির স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করল।

ঃ খলীফার ছেলে আবু শাহমা মদ পান করেছে।

ঃ সত্যিই নাকি? এমন একটা সংবাদের অপেক্ষায় তো আমরা ছিলাম। খলীফাকে জব্দ করার জন্য এর চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কি আছে?

ঃ অবশ্যই সত্য।

ঃ কে তোমাকে একথা বলেছে? না কি তুমি নিজেই দেখেছো? সে কি ধরা পড়েছে? এখন সে কোথায় আছে? আনন্দে চিৎকার করে আড্ডায় উপস্থিত এক ব্যক্তি এক শ্বাসে প্রশ্নগুলো করল।

মদখোরদের কারো মনে শান্তি নেই। তাদের মনে তখন একই চিন্তা। যে করেই হোক আবু শাহমাকে ধরিয়ে দিতে হবে। প্রমাণ করতে হবে যে, সে সত্যিই মদ খেয়েছে।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। একদিন খবর এলো, আবু শাহমা কয়েদখানায় বন্দী আছে। খলীফার বাহিনীই তাকে পাকড়াও করেছে। তার বিরুদ্ধে মদপান করার অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। এখন কেবল বিচারের পালা।

খলীফা-পুত্রের বন্দী হওয়ার সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। এতবড় একটা ঘটনা যে এত সহজেই ঘটে যাবে, কেউ তা ভাবতেও পারেনি। যারা মদ খায়, যারা হযরত ওমর (রা.) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারাও নয়।

বিরুদ্ধবাদীদের মাঝে কানাঘুষা শুরু হলো। কেউ বলল, খলীফা কি পারবেন ছেলের বিচার করতে? পারবেন ৮০ দোররা লাগাতে। আবার কেউ বলল, এবারই দেখা যাবে খলীফার ন্যায়বিচারের দৌড়।

www.smfoundationbd.com

দুষ্ট লোকেরা কোমর বেঁধে মাঠে নামল। তাদের কথা হলো, যে কোনো উপায়ে খলীফা-পুত্রের অপরাধ প্রমাণ করতেই হবে। দেখিয়ে দিতে হবে, সত্যি সত্যিই সে মদ পান করেছে।

এসবের পিছনে দুষ্ট লোকগুলোর উদ্দেশ্য ভালো নয়। তাদের মতলব ভিন্ন। তারা ভেবে রেখেছে, আবু শাহমা খলীফার ছেলে। তার ব্যাপারে অভিযোগ প্রমাণিত হলেও এমন সাহস কার আছে যে, খলীফার ছেলের গায়ে হাত উঠাবে? চাবুকের আঘাতে আঘাতে তাকে রক্তাক্ত করবে? এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। ফলে আবু শাহমা নিশ্চয়ই ছাড়া পেয়ে যাবে। আর এই সুযোগে মদ খাওয়ার উপরও হযরত ওমর (রা.) এর কড়াকড়ি কমে যাবে।

বিচারের দিন তারিখ ঠিক হলো। দেখতে দেখতে কাঙ্খিত সেই দিনটিও চলে এলো। যথাসময়ে আবু শাহমাকে হাজির করা হলো দরবারে। খলীফা নিজে অলংকৃত করেছেন বিচারকের আসন। গোটা দরবার লোকে লোকারণ্য। সকলেই বিচারের রায় শোনবার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আবু শাহমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলো। খলীফা অভিযোগ শুনলেন। সাক্ষী প্রমাণ নিলেন। বিচারের রায় দিলেন। ঘোষণা করলেন- অভিযোগ সত্য। আমার পুত্র আবু শাহমা দোষী- অপরাধী। নতুন আইন অনুযায়ী ৮০টি বেত্রাঘাত তার প্রাপ্য।

বিচারের রায় শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক। দুষ্ট লোকগুলো একেবারে চমকে উঠে। খলীফা এত সহজে নিজের ছেলের বিরুদ্ধে এমন কঠিন রায় দিবেন, খলীফার পুত্র হিসেবে শাস্তির পরিমাণ সামান্যতমও লাঘব করবেন না- দুষ্ট লোকগুলো তা ভাবতেও পারেনি। ভয়ে তাদের সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে আসে।

খলীফার মুখ থেকে রায় শুনার পর যে যেখানে ছিল সেখানেই কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে, যতদিন হযরত ওমর (রা.) শাসন ক্ষমতায় থাকবেন, ততদিন আর মদ খাওয়া চলবে না। কোনো রকমে তার কানে পৌঁছলে আর রক্ষা নেই। খলীফার কঠিন হস্ত তাকে শায়েস্তা না করে ছাড়বে না।

আবু শাহমা দাঁড়িয়ে আছে আসামীর কাঠগড়ায়। বিবর্ণ ফ্যাকাশে তার মুখ। কঠিন পরিণতির কথা চিন্তা করে ভয়ে চোখের পানিও যেন শুকিয়ে গেছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে থরথর করে। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে হযরত ওমর (রা.) এর দিকে।

www.smfoundationbd.com

এখনই রায় কার্যকর হবে। প্রকাশ্য মজলিশে অপরাধীর উপর শাস্তি প্রয়োগ হবে। কিন্তু কে করবে এ কঠিন কাজটি? কে আবু শাহমাকে বেত্রাঘাত করবে? কে পিতার সামনে পুত্রকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করবে? কে খলীফার সামনে তাঁরই আদরের দুলালকে ক্ষতবিক্ষত করবে? খলীফার ছেলের গায়ে হাত তুলে এমন সাধ্য কার? কার আছে এতবড় বুকের পাটা?

এদিকে খলীফা তখন অন্য চিন্তায় বিভোর। তিনি ভাবছেন- আমার সন্তান বলে সবাই হয়তো আবু শাহমাকে খাতির করবে। তার সামনে নরম আচরণ করবে। হয়তো আস্তে আস্তে চাবুক মারবে। না, অন্য কাউকে এ দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। এ দায়িত্ব অন্যকে দিলে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে।

অতএব শাস্তি প্রয়োগের এ কর্তব্যটি আমাকেই পালন করতে হবে। আমি নিজেই আবু শাহমাকে বেত্রাঘাত করব, মারব। যেভাবে মারার নিয়ম ঠিক সে ভাবেই। তার চেয়ে একটুও আস্তে নয়।

হঠাৎ ইনসাফের মূর্ত প্রতীক হযরত ওমর (রা.) উঠে দাঁড়ালেন। দরবারে তখন পিনপতন নীরবতা। কেউ কোনো কথা বলছে না। অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে খলীফার দিকে।

খলীফা এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। আস্তে করে উঠিয়ে নিলেন চাবুকখানা। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ধীর কণ্ঠে কি যেন বললেন আবু শাহমাকে। তারপরই শুরু হলো শপাং শপাং আওয়াজ। আর এক, দুই, তিন, চার গণনার শব্দ। আবু শাহমা চিৎকার করে উঠে। হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে। ব্যাথা বেদনায় মাটিতে গড়াগড়ি খায়। কিন্তু খলিফা একটুও বিচলিত হননি। বন্ধ করেননি চাবুকের আঘাত। গায়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে তখনও তিনি একের পর এক আঘাত করে চলেছেন।

এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে উপস্থিত জনতা কেঁদে উঠে। চাবুকের আঘাত যেন তাদের গায়েও লাগে। ক্ষতবিক্ষত হয় তাদের হৃদয়। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মুখ থেকে বের হয় উহ্ উহ্।

দয়ামায়া লাগলে কি আর হবে! সিংহপুরুষ ওমর (রা.) কে তার কাজে বাধা দেয় এমন কে আছে? তারা জানে ওমর (রা.) সহজে থামবেন না। কারো কথা তিনি মানবেন না। ৮০ পূর্ণ করেই তিনি ছাড়বেন। এর আগে কেউ বাধা দিলে কিংবা সুপারিশ করলে তার পিঠেই পড়বে নিষ্ঠুর চাবুকের প্রচণ্ড আঘাত।

www.smfoundationbd.com

সুতরাং কি আর করা। দুঃখ প্রকাশ ও হায় হুতাশ করা ব্যতীত তাদের পক্ষে কিছুই করার ছিল না। একে একে ৮০টি চাবুক মারার পর হযরত ওমর (রা.) থামলেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে তার কপালে। সমস্ত শরীরে।

এদিকে আবু শাহমা মাটিতে পড়ে আছে। আর্তনাদ থেমে গেছে খানিক আগেই। গোটা দেহ চাবুকের নির্মম আঘাতে কালো হয়ে গেছে। শরীরের এখানে সেখানে থোকা থোকা রক্ত জমে উঠেছে। লালে লাল হয়ে গেছে পরিধেয় কাপড়গুলো।

আবু শাহমা এখন বেহুঁশ নয়। সকলের অগোচরে তার প্রাণবায়ূ উড়ে গেছে দূরে, বহু দূরে। আর কোনো দিন আবু শাহমা হাসবে না, কাঁদবে না, কথা বলবে না। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে সে। সে আর ইহজগতে নেই, সে চলে গেছে এমন এক জগতে যেখান থেকে কখনো সে আর ফিরে আসবে না এ ভূবনে।

পুত্রের এমন অকাল মৃত্যুতে হযরত ওমর (রা.) একটুও বিচলিত হলেন না। বরং কঠোর হস্তে পুত্রের বিচার করতে পেরে তিনি খুশি হলেন। মহান আল্লাহর দরবারে জানালেন হাজারো শুকরিয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো তবে আল্লাহর বিধান কার্যকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়। (সূরা নূর ঃ ২) বস্তুতঃ আলোচ্য ঘটনার মাধ্যমে হযরত ওমর (রা.) উক্ত আয়াতের উপরই বাস্তবে আমল করে দেখালেন।

এদিকে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দুষ্ট লোকেরা ঘাবড়ে গেল। তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, খলীফার রাজ্যে কোনো রকম অন্যায় অপরাধ করে পার পাওয়া যাবে না। যে খলীফা নিজের পুত্রকে খাতির করেন না, অন্যরা দুষ্কর্ম করে ক্ষমা পেয়ে যাবে এতো কল্পনাও করা যায় না।

তারা আর কোনো কথা বলল না। দুরু দুরু মন নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিল। ভালোভাবে চলার, সৎকর্ম করার ও মদ জুয়া ছেড়ে দেওয়ার শপথ নিল।

www.smfoundationbd.com

১০

২২৬

খেদমতের প্রতিদান

পিতা-মাতার খেদমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ঐসব লোক কতই না ভাগ্যবান যারা পিতা-মাতার সেবা করে, মন খুশি রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। পিতা-মাতার খেদমত ও সেবা শশ্রুষা দ্বারা শুধু যে কেবল পারলৌকিক উপকার হবে তাই নয় বরং এর দ্বারা দুনিয়াতেও অনেক সুফল পাওয়া যায়। পাওয়া যায় অনেক সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণময় জীবন। নিম্নোক্ত ঘটনা এরই জ্বলন্ত প্রমাণ।

জনৈক পিতা। চার ছেলের জনক। অনেক কষ্ট করে ছেলেদের লালন পালন করেছেন। বড় করে তুলেছেন। আজ তিনি জীবন সায়াহ্নে উপনীত। মৃত্যু যেন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। হয়তো আর বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না।

বয়স বেড়ে গেলে এমনিতেই মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। শরীর দুর্বল হয়ে যায়। দৃষ্টি শক্তি কমে আসে। লাঠি ভর করে চলতে হয়। সামান্য কাজের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। অপরের সেবা ও সহযোগিতা ছাড়া একটি দিনও কাটানো সম্ভব হয় না।

লোকটি একে তো বৃদ্ধ তার উপর আবার অসুস্থ। স্ত্রী মারা গেছে কয়েক বছর আগেই। কোনো কন্যা সন্তানও নেই। সুতরাং ছেলেদের দেখাশুনা ও খেদমত ব্যতীত বাকি জীবনটা অতিবাহিত করা তার পক্ষে সত্যিই দুষ্কর।

পিতা অসুস্থ হওয়ার পর ছেলেরা একত্রে সমবেত হলো। খেদমতের বিষয়ে আলোচনা উঠল। অনেকক্ষণ আলোচনা চলল। কিন্তু কোনো সুরাহায় পৌঁছা সম্ভব হলো না। অবশেষে বড় ছেলে বলল-

ঃ তোমাদের মধ্য থেকে এমন কেউ আছ কি? যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পিতার খেদমতকেই কেবল গ্রহণ করবে? তার সম্পত্তির কিছু অংশও গ্রহণ করবে না।

ঃ না, আমরা কেউ এ প্রস্তাবে রাজি নই। ছোট তিন ভাই সমস্বরে একত্রে বলে উঠল।

ঃ তাহলে এখন কী করা যায়?

ঃ কি আর করা! আপনার যদি মনে চায় সম্পত্তির ভাগ না নিয়ে পিতার খেদমতে নিয়োজিত হওয়ার, তবে আমাদের মোটেও কোনো আপত্তি নেই।

www.smfoundationbd.com

আমরা বরং আপনার এ আগ্রহকে সানন্দে কবুল করবো। আর মনে রাখবেন, আমরা এখনো এত বোকা হইনি যে, আমরা এমন কোনো কাজে অংশ নেবো যদ্বারা পিতার উত্তরাধিকারী সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবো।

ঃ ঠিক আছে আমিই তা গ্রহণ করলাম। আজ থেকে একাই আমি পিতার যাবতীয় খেদমত ও সেবা করে যাবো। তোমাদের এ নিয়ে ভাবতে হবে না। আমাকে পিতার মীরাছি সম্পত্তির অংশও দিতে হবে না। তোমরা এবার যার যার কাজে নিমগ্ন হও।

এরপর থেকে ছোট তিন ভাই আপন কর্মে লেগে গেল। আর বড় ভাই আন্তরিকভাবে শুরু করল পিতার সেবা-যত্ন। খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা, পথ্য সেবন, চিকিৎসা প্রদান কোনো ক্ষেত্রেই সেবা শশ্রুষার ত্রুটি করল না সে। বহু রাত সে কাটিয়ে দিল নিঘুম অবস্থায়।

মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট। একে এদিক ওদিক করার কোনো উপায় নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন, মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে উহাকে এক মুহূর্তও আগে বা পরে করা হবে না।

দেখতে দেখতে লোকটির মৃত্যুর সময়ও ঘনীভূত হলো। হায়াত ফুরিয়ে এলো। খোদার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমাল। দুনিয়া থেকে বিদায় নিল অনন্তকালের জন্য।

কথা অনুযায়ী বড় ভাই মীরাছী সম্পত্তির কিছুই গ্রহণ করল না। ছোট ভাইয়েরা সবকিছু বন্টন করে নিল। বড় ভাইকে কিছুই দিল না। দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করল না।

বড় ভাই সম্পত্তির অংশ পেল না ঠিকই কিন্তু সে একটি জিনিস পেয়েছে। যা অতি মূল্যবান, অনেক দামী। তা হলো পিতার হৃদয় নিংড়ানো দোয়া ও সন্তুষ্টি। যেদিন সে সম্পত্তির লোভ ত্যাগ করে পিতার খেদমতকে বেছে নিয়েছিল, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল দোয়া আর দোয়া। কায়মনোবাক্যে দোয়া, যা অব্যাহত ছিল মৃত্যু অবধি। প্রত্যেক নামাজের পর পিতা দু হাত উপরে তুলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলত, ওগো দয়ালু মাবুদ! আমার কলিজার টুকরা সন্তান ধন-সম্পদের ন্যায় লোভাতুর জিনিসকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার খেদমতকেই গ্রহণ করেছে। ওগো করুণাময় খোদা! আমি তার উপর খুশি হলাম, তুমিও তার উপর খুশি হয়ে যাও। আমার অবর্তমানে তুমি তার রাহবার ও জিম্মাদার হয়ে যাও। তার জন্য তুমি উত্তম ও বরকতময় জীবিকার ব্যবস্থা করো।

পিতার দোয়া সন্তানের জন্য বিফলে যায় না। কবুল হয় অক্ষরে অক্ষরে। তাইতো পিতা যেদিন মারা গেল, তার পরদিন রাতেই কে যেনো স্বপ্নে বড়

www.smfoundationbd.com

ছেলেকে বলছে, অমুক জায়গায় মাটির নিচে একশত স্বর্ণমুদ্রা লুকানো আছে। তুমি তা সংগ্রহ করো।

ছেলে জিজ্ঞেস করল, তাতে কি বরকত আছে?

লোকটি বলল, না, তাতে কোনো বরকত নেই।

সকালে সে স্ত্রীর নিকট স্বপ্নের বিবরণ পেশ করলে স্ত্রী স্বর্ণমুদ্রাগুলো তুলে আনার জন্য খুব চাপ দিল। কিন্তু স্ত্রীর কথায় সে মোটেও কর্ণপাত করল না। তার বক্তব্য হলো, যে সম্পদে বরকত নেই তা এনে কোনো লাভ হবে না। দুদিন পরই তা শেষ হয়ে যাবে। বরকত শূন্য হাজারো স্বর্ণমুদ্রার চাইতে বরকতময় একটি স্বর্ণমুদ্রাও অনেক ভালো।

যা হোক, পরদিন রাতে আবার সে স্বপ্ন দেখল। কেউ তাকে বলছে- অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে রয়েছে দশটি স্বর্ণমুদ্রা। তবে তা বরকতহীন।

সে বলল, বরকত হীন স্বর্ণমুদ্রা দশটি কেন, দশ লক্ষ হলেও নেব না। আমার প্রয়োজন বরকতপূর্ণ মুদ্রার।

ঘুম থেকে উঠে স্ত্রীর নিকট স্বপ্নের বর্ণনা দিলে মুদ্রাগুলো তুলে আনার জন্য স্ত্রী আজও সীমাহীন পর্যায়ের পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু সে আপন সিদ্ধান্তে অনড়, অবিচল। স্ত্রীর কথা এবারও সে শুনল না।

তৃতীয় রাত। তৃতীয় বারের মতো আবার স্বপ্নে কে জানি তাকে বলছে- অমুক স্থানে একটি একটি মাত্র স্বর্ণমুদ্রা আছে। তবে তা বরকতপূর্ণ। সকালে সেখানে গিয়ে তুমি তা নিয়ে এসো।

বরকতময় স্বর্ণমুদ্রার কথা শুনে আনন্দে সে আত্মহারা। বাকি রাতটুকু সে খোদার শুকরিয়া আদায় করে কাটাল। স্ত্রীকেও জাগিয়ে তুলে সংবাদটা দিল। তারপর ফজরের নামাজ আদায় করে নির্দিষ্ট স্থান থেকে স্বর্ণমুদ্রাটি তুলে আনল।

স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে সে উহাকে নিয়ে বাজারে গেল এবং বিরাট আকৃতির সুন্দর দুটি মাছ ক্রয় করল। যখন বাড়িতে এনে মাছগুলো কাটা হলো তখন দেখা গেল। মাছ দুটির পেটে এমন অপরূপ দুখানা মুক্তা রয়েছে যা ইতোপূর্বে কেউ দেখেনি। অতঃপর লোকজনের পরামর্শে মুক্তা দুখানা নিয়ে সে তৎকালীন বাদশাহের দরবারে হাজির হলো। বাদশাহ মুক্তা দুটি পরীক্ষা করিয়ে বুঝল, এ তো সাধারণ মুক্তা নয়। লক্ষ কোটি টাকা দিয়েও তা পাওয়া কঠিন। তাই অবশেষে অনেক দরকষাকষি করে দশটি খচ্চর বোঝাই স্বর্ণের বিনিময়ে মুক্তা দুটি সংগ্রহ করল।

এ ঘটনার পর ভাইয়েরা যেমন টের পেল পিতার খেদমতের শুভ পরিণাম তেমনি স্ত্রীও বুঝতে পারল বরকতময় স্বর্ণমুদ্রার মূল্য।

সূত্র ঃ ফাযায়েলে সাদাকাত।

www.smfoundationbd.com

১১

২২৭

একের বদলে দশ

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) যার নাম মুসলিম জাহানে আজো স্মরণ করা হয় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে। যিনি অলংকৃত করেছেন হাদীস, ফিকহ ও আধ্যাত্মিতার সব কটি বিষয়ে নেতৃত্বের আসন। এবার সেই মহামানবের ছোট্ট একটি ঘটনাই তুলে ধরছি মুহতারাম পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে।

দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আলেমে দীন। তাদের যেতে হবে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) এর কাছে। খুবই প্রয়োজন। না গেলেই নয়।

যেতে যখন হবেই দেরি করে লাভ কি? আলেমগণ পরামর্শ করলেন। দিন তারিখ ঠিক করলেন। তারপর সোজা চলে এলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা.) এর বাড়িতে।

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) ঘরেই ছিলেন। বেশ খুশি হলেন আলেমদের দেখে। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদেরকে তিনি বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন।

প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকল। আলাপ করতে করতে এদিকে দুপুরের খাবারের সময় ঘনিয়ে এলো। কিন্তু তখন তাঁর ঘরে মেহমানদারী করার মতো কোনো বস্তুই ছিল না। শুধু একটি মাত্র ঘোড়া ছিল, যা দিয়ে তিনি এক বছর হজ করতেন ও অন্য বছর জিহাদ করতেন।

মেহমানদের সাদরে বরণ করা এবং সাধ্য অনুপাতে তাদের আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা এ হলো ইসলামের শিক্ষা। প্রকৃত মুসলমান ও আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ কখনোই এ থেকে পিছপা হন না। তারা মেহমানদের যেমন সম্মানের চোখে দেখেন, হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেন, তেমনি নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করেন।

www.smfoundationbd.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) ছিলেন আল্লাহর খাছ বান্দা, প্রিয় বান্দা। আর প্রিয় বান্দাদের কাজই হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামের ছোট বড় যে কোনো বিধান ও শিক্ষাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। সুতরাং ঘরে শুধু একখানা অতি প্রয়োজনীয় ঘোড়া আছে- অন্য কিছুই নেই এ অজুহাতে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) এর মতো একজন মহান ব্যক্তি মেহমানদারী করা থেকে বিরত থাকবেন, রাসূল (সা.) এর সুন্নত ও শিক্ষাকে ভুলে যাবেন- এ তো কল্পনাও করা যায় না।

হ্যাঁ, একজন প্রকৃত মুসলমানের যা করণীয় ছিল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) তাই করলেন। তিনি অতসব চিন্তাভাবনা না করে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটি জবাই করে দিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে রান্না শেষ করে মেহমানদের সামনে পেশ করলেন।

স্ত্রী তাঁর এ কাজে বেশ অসন্তুষ্ট হলো। সে আশ্চর্য হয়ে রাগের সুরে বলল- সুবহানাল্লাহ! দুনিয়াতে আপনার মালিকানায় একটি মাত্র ঘোড়া ব্যতীত উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো সম্পদ নেই। অথচ কোথাকার কয়েকজন মেহমানের জন্য আপনি এই ঘোড়াটাই জবাই করে দিলেন?

এতক্ষণে আলেমগণ বিদায় নিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) স্ত্রীর কথায় বেশ কষ্ট পেলেও মুখে কিছুই বললেন না। তিনি চিন্তা করলেন, যে স্ত্রী ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সুন্নত বাস্তবায়নে অভিযোগ উত্থাপন করে, বাধার সৃষ্টি করে সে কখনোই প্রকৃত ঈমানদার নয়। এমন স্ত্রী থেকে কখনোই প্রকৃত সুখ আশা করা যায় না। তাই তিনি ঘরের আসবাবপত্র থেকে স্ত্রীর মহর পরিমাণ মাল বের করে তৎক্ষণাৎ তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং বললেন- যে নারী মেহমান পছন্দ করে না, তার কোনো প্রয়োজন আমার নেই।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। একদিন এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে ইমামুল মুসলিমিন! আমার একটি কন্যা আছে। কয়েকদিন আগে তার মা ইন্তেকাল করেছে। মায়ের মৃত্যুতে এতটাই সে কষ্ট পেয়েছে যে, প্রতিদিন কান্নাকাটি করে, এমনকি কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেলে। আজ আপনার দরবারে সে আসবে। অনুগ্রহ করে তাকে একটু বুঝিয়ে দিবেন, যাতে সে এমনটি না করে। আমার মনে হয়, আপনার কথায় সে সান্ত্বনা পাবে এবং তার অন্তর শীতল হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) বললেন, ঠিক আছে। তাকে দু চার কথা বলে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করব।

www.smfoundationbd.com

মেয়েটি আসল। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (র.) মেয়েটিকে মসজিদের বাইরে বসতে বললেন। তারপর তিনি মিম্বরে বসে উপস্থিত লোকদের সামনে এমন কিছু কথাবার্তা বললেন, যদ্বারা মেয়েটির অন্তর থেকে মাতৃশোক একেবারে বিলীন হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, মায়ের মৃত্যুর পর আমি যেভাবে চিৎকার করে কান্না কাটি করেছি, জামা-কাপড় ছিঁড়ে খণ্ড বিখণ্ড করেছি তা মোটেও ঠিক হয়নি। এরূপ ক্রন্দন ও হায়-হুতাশ করা ইসলাম সমর্থন করে না। তাই সে বাড়ি পৌঁছে পিতাকে লক্ষ্য করে বলল-

আব্বাজান! আজ থেকে আর কখনো আমি আল্লাহকে নারাজ করব না। তিনি অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কাজ করব না। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। তবে আপনার কাছে আমার একটি সবিনয় অনুরোধ থাকবে। আশা করি আপনি আমার সে অনুরোধ রক্ষা করবেন।

পিতা বললেন, কি অনুরোধ বলো মা। আমি যে কোনো উপায়ে তোমার সে অনুরোধ রক্ষা করতে চেষ্টা করব।

মেয়েটি বলল-- আব্বাজান! আপনি আমাকে বেশ কয়েকবার বলেছেন যে, অনেক দুনিয়াদার ছেলের পক্ষ থেকে আমার জন্য বিবাহের পয়গাম আসছে। আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে কোনো দুনিয়াদার ছেলের হাতে তুলে দিবেন না। আর .....।

এতটুকু বলে মেয়েটি লজ্জায় মাথা নত করল।

পিতা বললেন- কথা শেষ করো মা। তা না হলে তুমি কী চাও তোমার কী আবদার তা আমি পরিস্কার করে বুঝব কি করে?

মেয়ে বলল- আব্বাজান! যদিও বলতে লজ্জাবোধ করছি তারপরেও না বলে পারছি না। আমার দিলের একান্ত তামান্না হলো একজন দীনদার ও পরহেযগার ছেলের জীবনসঙ্গিনী হওয়া। আর সেদিন আমি হযরত আব্দুল্লাহর কথাবার্তা শুনে বিশ্বাস করে নিয়েছি যে, তাঁর মতো আল্লাহ ওয়ালা ছেলের খেদমত করতে পারলে জীবন আমার ধন্য হবে। সার্থক হবে আমার নারী জীবন।

আমি শুনেছি তিনি ইতোপূর্বে একটি বিবাহ করেছিলেন। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কেননা তিনি স্ত্রীকে দীনদারীর কমতির কারণেই তালাক দিয়েছিলেন।

আব্বাজান! আপনি হয়ত বলবেন, ছেলে গরিব। অর্থ সম্পদ কিছুই নেই। কিন্তু আমি বলব, প্রকৃত শান্তি ও সুখের জন্য দীনদারী ও পরহেযগারী অতীব

www.smfoundationbd.com

প্রয়োজন। অর্থ সম্পদের ভূমিকা এখানে একেবারেই গৌণ। তাছাড়া আমার নিকট তো অর্থ সম্পদের কোনো কমতি নেই।

কন্যার বক্তব্যে পিতারও ভুল ভাঙ্গল। কেননা আগে তিনি মনে করতেন যে, সম্পদশালী ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারলেই তার শান্তি হবে, সুখ হবে। কিন্তু এখন বুঝলেন- বাস্তবিক পক্ষে, বাহ্যিক সুখ নয় মনের অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি লাভের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অবশ্যই দীনদার ও মুত্তাকী হতে হবে।

পিতার ভুল ভাঙ্গার পর তিনি তার মেয়েকে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (র.) এর হাতেই তুলে দিলেন। সেই সঙ্গে বহু ধনসম্পদ ও দশটি হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া জিহাদ ও হজ করার জন্য প্রদান করলেন। বিয়ের পর এ নব দম্পত্তির দাম্পত্য জীবন সত্যিই মধুময় হয়ে উঠেছিল।

অনেক দিন পর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (র.) বিবিকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ তিনি স্বপ্নে দেখেন, কে যেন তাকে বলছে-

"আব্দুল্লাহ্! তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীকে তালাক দিয়েছ এবং ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য মেহমানদের সম্মানার্থে তোমার অতি প্রয়োজনীয় ঘোড়াটি জবাই করেছ। এর পরিবর্তে আমি তোমাকে পুরস্কার হিসেবে দশটি ঘোড়া ও একজন সুন্দরী স্ত্রী দান করলাম। মনে রেখো, নেককার লোকদের পরিশ্রম বৃথা যায় না। যারা আমার সাথে এ ধরনের আচরণ করবে, তারা কখনো ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।"

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বান্দা যে কোনো রকমের কুরবানি পেশ করে, আল্লাহ্ পাক এর পরিবর্তে দুনিয়াতেই তাকে এর চাইতে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আর আখেরাতেও তো আছেই। ওগো রাহমানুর রাহীম দয়ালু মাবুদ! তুমি আমাদেরকে তোমার দীনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কুরবানি ও ত্যাগ স্বীকার করার তাওফীক দাও। আমীন।

সূত্র ঃ আত তিবরুল মাসবুক।

www.smfoundationbd.com

১২

২২৮

বিসমিল্লাহর বরকত

এক বুযুর্গ আলেম। গোটা জীবনটাই তার মানব কল্যাণে নিবেদিত। তিনি যেখানে যান লোকদের বুঝান, নসিহত করেন, ওয়াজ করেন। আল্লাহর কথা, আল্লাহর কুদরতের কথা, আখেরাতের কথা, দীনের কথা মানুষের নিকট খুলে খুলে বর্ণনা করেন। চেষ্টা করেন মানুষকে আখেরাতমুখী করে তুলতে।

একদিন এক মজলিশে বয়ান করছিলেন তিনি। সেই বয়ান ছিল বিসমিল্লাহর ফজিলত সম্পর্কে। বিসমিল্লাহর শান শওকত ও মর্যাদা সম্পর্কে। বড়ই মনোহর, বড়ই হৃদয়গ্রাহী ছিল সেই বয়ান। পর্দার আড়ালে ছিল অনেক মা-বোন। তারাও এসেছিল হুজুরের বয়ান শুনতে। ঘটনাক্রমে এক ইহুদি কন্যা ছিল সেই মজলিশে। হুজুরের বয়ান দারুণ প্রভাবান্বিত করল তাকে। বিসমিল্লাহর ফজিলত সম্পর্কিত বয়ান তার হৃদয়ে অসামান্য রেখাপাত করল। গেঁথে গেল অত্যন্ত মজবুতভাবে। তাই কালেমা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় নিল ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। নও মুসলিম এ ইহুদি কন্যা বিসমিল্লাহ ছাড়া কিছুই বুঝে না এখন। উঠতে বসতে, চলতে বলতে এক কথায় সকল কাজকর্ম ও কথাবার্তায় বিসমিল্লাহ আওড়াতে লাগল। বিসমিল্লাহর এ আমলটি গোপনে, অতি গোপনে পালন করার চেষ্টা করলেও তা আর গোপন রইল না। ইহুদি পিতা-মাতা জেনে গেল। জেনে গেল পরিবারের সবাই।

মেয়ের এ আচরণে পিতা-মাতা খুবই রুষ্ট হলো। আরও রুষ্ট হলো, কন্যার ধর্মান্তরিত হওয়ার সংবাদে। তারা প্রথমে মেয়েকে বুঝাল। পরিবারের সবাইকে বলে দিল, এ খবর যেন কিছুতেই তারা বাইরে প্রকাশ না করে।

ইহুদি কন্যা তার বিসমিল্লাহর আমল পূর্বের চেয়ে আরো বেশি পরিমাণে চালাতে লাগল। পিতা-মাতার আদেশ-উপদেশ কিছুই তাকে এ আমল থেকে বিরত রাখতে পারল না।

www.smfoundationbd.com

এবার শুরু হলো শাসন। শুরু হলো নির্যাতন-নিপীড়ন। দিন দিন আবিষ্কৃত হয় জুলুম-নির্যাতনের নতুন নতুন পন্থা, অভিনব কৌশল। কিন্তু না, মেয়ে তার ফিরে এলো না। পুনরায় গ্রহণ করল না ইহুদি ধর্ম। ছাড়ল না বিসমিল্লাহর আমল।

মেয়েটির পিতা ছিল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সে ভাবল, মেয়ের জন্য তার মুখে চুনকালি পড়বে, লজ্জা- আর অপমানে সকলের মুখ লাল হবে এ তো হতে পারে না, এ তো হওয়ারই নয়।

সুতরাং এখন তাকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনো জঘন্য অপবাদ দিয়ে মেয়েকে মেরে ফেলতে হবে। আর দেরি করা যায় না। নির্মম সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখনই সময়। ভাগ্য ভালো। এ সংবাদ এখনো বাইরের কেউ জানে না। যদি কন্যার এই ধর্মান্তরের খবর সমাজের কর্ণগোচর হয় তবে আজীবন আমাদের মাথা নিচু করে চলতে হবে। লজ্জায় মুখ তোলার সাহস হবে না।

ইহুদি পিতা সমাজের কেবল নেতাই ছিল না, তৎকালীন বাদশাহের প্রবীন মন্ত্রীর আসনটি সে-ই অলংকৃত করে রেখেছিল। বাদশাহের সীল-মোহর মারার আংটিটি সংরক্ষিত থাকতো তার কাছেই।

মেয়েকে হত্যা করার কৌশল হিসেবে একদিন পিতা বাদশাহের আংটিখানা মেয়ের হাতে দিল। বলল, এটি তুমি হেফাজত করে রাখো। আগামী কাল আমি নিয়ে যাব। মেয়েটি বিসমিল্লাহ বলে আংটিখানা গ্রহণ করল। তারপর বিসমিল্লাহ বলেই তা জামার পকেটে রেখে দিল।

রাত গভীর হলো। ইহুদি কন্যা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কিন্তু পিতার চোখে ঘুম নেই। সে ধীরে ধীরে মেয়ের কাছে গেল। অতি সন্তর্পণে আংটিখানা নিল। তারপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে উহাকে নিক্ষেপ করল বিশাল নদীবক্ষে।

এ ছিল মেয়েকে মেরে ফেলার এক ফন্দি। ফন্দির প্রথম অংশ সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারায় পিতা বেশ খুশি হলো। ভাবল, আর যায় কোথায়? আগামী কাল যখন আংটি চাইব, আর কন্যা তা দিতে সক্ষম হবে না, তখনই রাজকীয় সীল-মোহর হারানোর অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত হবে। আমরাও বাঁচতে পারবো লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে।

জেলেরা নদীতে মাছ ধরে। প্রতিদিনের মত আজও তারা নদীতে যায়। হঠাৎ এক জেলের জালে একটি বিরাট মাছ ধরা পড়ে। মাছটি কেবল বড়ই নয়, দেখতেও বেশ চমৎকার। জেলে ভাবল, নিত্যদিন তো মাছ বিক্রিই করি। আজকের এ মাছটি বেঁচবো না। এটি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিবো।

উপহার পৌঁছে গেল প্রধানমন্ত্রীর বাসায়। এত বিশাল বড় মাছ প্রধানমন্ত্রী নিজেও কখনো দেখেনি। সে মাছ দেখে বেশ খুশি হলো। মেয়েকে ডেকে বলল, মা! তুমি নিজ হাতে মাছটি রান্না করবে। আমার কয়েকজন ঘনিষ্ট বন্ধু আজ দুপুরে আমাদের বাসায় খানা খাবে।

www.smfoundationbd.com

মেয়েটি তার স্বভাব অনুযায়ী বিসমিল্লাহ্ বলে মাছটি হাতে নিল। তারপর মাছটি কাটতে গিয়ে উহার পেটের ভেতর ঐ আংটিখানা পেল, যা তার পিতা সংরক্ষণের জন্য গতকাল দিয়েছিল। সে বিসমিল্লাহ্ বলে মাছের পেট থেকে উহা বের করে নিজ পকেটে রেখে দিল এবং মাছ রান্না করে যথাসময়ে মেহমানদের সামনে হাজির করল।

খাওয়া দাওয়া সমাপ্ত হলো। রাজ দরবারে যাওয়ার সময় হলো। যাওয়ার পূর্বে মেয়েটির পিতা আংটি চাইল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বিসমিল্লাহ্ বলে নিজের পকেট থেকে উহা বের করে দিল। এ ঘটনা দেখে প্রধানমন্ত্রী দারুন আশ্চর্য হলো। সে মেয়ের নিকট থেকে সবকিছু জানল। অবশেষে তার এ বিশ্বাস জন্মাল যে, মেয়েই সত্যের উপর আছে। আমি আছি মিথ্যা ও বাতেলের উপর।

প্রিয় পাঠক! বিসমিল্লাহ্ এর প্রচুর শান মান ও বরকত রয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ বলে ঘরে প্রবেশ করে এবং যাবতীয় কাজ বিসমিল্লাহ্ পাঠের মাধ্যমে আরম্ভ করে, শয়তান তখন বলে ঐ ঘরে আমার স্থান নেই। আর যদি বিসমিল্লাহ্ পাঠ না করে, তবে শয়তান বলে এ ঘরে আমার স্থান আছে, খানাও আছে। কাজেই সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা চাই। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জাহান্নামের প্রধান উনিশজন ফেরেশতা থেকে নাজাত পেতে চায়, সে যেন অধিক হারে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে। কেননা বিসমিল্লাহ্র ১৯টি অক্ষর আছে। এ অক্ষরগুলো সমসংখ্যক ফিরিশতা প্রদত্ত (শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার) ঢাল স্বরূপ।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাটিতে পতিত এমন একখণ্ড কাগজকে ভক্তি সহকারে তুলে নেয় যাতে বিসমিল্লাহ্ লিখা আছে, আল্লাহ্ তা'আলা সিদ্দীকগণের তালিকায় তার নাম লিখে নিবেন। যদি তার মাতা-পিতা কবরে আজাবে গ্রেফতার থাকে, তবে সে আযাব হালকা করা হবে।

হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন, বিসমিল্লাহ্ সর্ব প্রথম হযরত আদম (আ.) এর উপর নাজিল হয়। তিনি বলেন, আমার বংশধর যতদিন বিসমিল্লাহ্র ওজিফা চালু রাখবে, ততদিন খোদায়ী আজাব থেকে নিরাপদ থাকবে। এরপর তা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর উপর ঐ সময় নাজিল হয় যখন নমরূদ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। আল্লাহ্ পাক (এর ওসিলায়) আগুনকে শান্তিময় করে দিলেন। অতঃপর বিসমিল্লাহ্ উঠিয়ে নেওয়া হয়। তারপর নাজিল করা হয় হযরত সুলাইমান (আ.) এর উপর। এসময় ফেরেশতারা তাকে মুবারকবাদ দেন এবং বলেন যে, (আজ থেকে) সমগ্র পৃথিবীর উপর আপনার রাজত্ব কায়েম হয়ে গেল। তারপর বিসমিল্লাহ্ পুনঃ তুলে নেওয়া হয়। রাসূলে

www.smfoundationbd.com

আকরাম (সা.) বলেন, দীর্ঘ বিরতির পর এবার সেই বিসমিল্লাহ আমার উপর নাজিল হয়। আমার উম্মতগণ কিয়ামত পর্যন্ত এর পাঠ চালু রাখবে। রোজ হাশরে দাড়িপাল্লায় তাদের আমলগুলো তোলা হলে বিসমিল্লাহ-এর বরকতে নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, তোমরা চিঠি-পত্রে বিসমিল্লাহ লিখবে এবং নিজে পড়েও নিবে।

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রথম লৌহ কলম সৃষ্টি করেন, তারপর কলমকে লিখে চলার আদেশ দেন। কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সব লিখে নেয়। সর্ব প্রথম সে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখে এবং এ শর্তে লোকদের শান্তি ও নিরাপত্তার সুসংবাদ দেয় যে, তারা একে নিয়মিত (সকল ভালো কাজের শুরুতে) পাঠ করবে। সাত আসমানে যেসব মর্যাদাশীল ফেরেশতা আল্লাহ পাকের তাসবীহ তাহলীলে রত আছেন, তাঁদের প্রধান ওজিফা হলো বিসমিল্লাহ।

এক হাদীসে প্রিয়নবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে যদি বিসমিল্লাহ পাঠ না করা হয়, তবে তা বরকত শূন্য থাকে।

হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওগো মাওলা! বিসমিল্লাহর এই নিয়ামত কি কেবল আমাকে দান করা হলো? জবাবে আল্লাহ পাক বললেন, হ্যাঁ, তোমার জন্যে এবং তোমার যারা অনুসারী তাদের জন্যেও। তোমার পর এ নেয়ামত লাভ করবেন আখেরী নবী আহমদ মোস্তফা (সা.) অতঃপর এর দ্বারা তার উম্মতগণ বিপুলভাবে উপকৃত হবে।

আল্লাহ পাক আরো বলেন, আমার মর্যাদা ও সম্মানের কসম, যে মুসলমান কোনো কাজের শুরুতে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে, আমি অবশ্যই তার সেই কাজকে বরকতময় করে দেব।

কবি বলেন, বিসমিল্লাহ এমন এক কালেমা যা আল্লাহর অনুগ্রহকে নিশ্চিত করে দেয় এবং জুলুম নির্যাতন প্রতিহত করে।

তাই আসুন, আজ থেকেই আমরা নিয়ত করি, দুনিয়া কিংবা দীনের যে কোনো কাজই হোক না কেন, প্রতিটি কাজ আমরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে শুরু করব। এতে আল্লাহর সাহায্য ও মদদ আমাদের সঙ্গী হবে এবং উক্ত কাজে যথেষ্ট বরকত হবে। হে আল্লাহ! সকল কাজ যেন তোমার নাম নিয়ে শুরু করতে পারি সেই তৌফিক আমাদের সবাইকে নসিব করো। আমীন।

উল্লেখ্য যে, কোনো খারাপ ও অন্যায় কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা যাবে না। কেননা তাতে ছওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। এমনকি ঈমান চলে যাওয়ারও আশঙ্কা আছে।

সূত্র ঃ লামআনে সুফিয়া, গুনিয়াতুত তালেবীন।

www.smfoundationbd.com

১৩

২২৯

খালেছ নিয়তের পুরস্কার

খালেছ নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। নিয়ত সহীহ না হলে কোনো ভালো কাজের ছওয়াব পাওয়া যায় না। এখলাছ তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কাজ করা হয় তাতে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা ও মদদ থাকে। অতি সহজে সে কাজ সমাধা হয়ে যায়। এখলাছপূর্ণ কাজের শক্তি এত বেশি যে, তা বলে শেষ করা যাবে না। এক হাদীসে নবী করীম (সা.) মুমিনের নিয়তকে তার আমলের চেয়ে উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা উপরের বক্তব্যটি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হবে বলেই আশা রাখি।

এক রাখাল ছেলে। নাম ইমামুদ্দীন। বাবা নেই। মা বৃদ্ধা, হাঁটা চলায় একদম দুর্বল। বাড়িতে গরু মহিষের রাখালী করে ইমামুদ্দীন যা পায় তা দিয়ে কোনো মতে সংসার চলে। ইমামুদ্দীন সুন্দর সুরে বাঁশি বাজাতে পারত। একদিনের ঘটনা। ইমামুদ্দীন প্রতিদিনের ন্যায় আজো গরু নিয়ে মাঠে গেলো। কোনো লোকজন নেই, মাঠের পাশেই ছিলো একটি গাছ। ইমামুদ্দীন প্রায় সময়ই ঐ গাছে বসে বাঁশি বাজাতো এবং গরু দেখতো। ঐ গাছের নিচ দিয়ে এলাকার মানুষ হাঁটা চলা করতো। আজকেও ইমামুদ্দীন গাছে বসে করুন সুরে বাঁশি বাজাচ্ছিলো। এমন সময় এক আল্লাহর ওলী ঐ গাছের নীচ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ইমামুদ্দীনের বাঁশির সুর শুনে তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং ধারণা করে নিলেন যে, ছেলেটি বড় দুঃখের মাঝে জীবন কাটাচ্ছে। এমন সময় ইমামুদ্দীন বাঁশি বাজানো বন্ধ করলে ঐ আল্লাহর ওলী ইমামুদ্দীনকে ডেকে নিচে নামালেন এবং তার সমস্ত কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। রাখালও সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দিয়ে দিলো। এখন বিদায়ের পালা। এমন সময় ঐ আল্লাহর ওলী আবার কি মনে করে জানি দাঁড়ালেন। রাখালকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বাবা! তোমার নামটা কি? নামটা তো জানা হলো না। রাখাল বলল, আমার নাম ইমামুদ্দীন। রাখালের নাম শুনামাত্র আল্লাহর ওলীর দুচোখ দিয়ে ঝর্ণার মতো

www.smfoundationbd.com

পানি প্রবাহিত হতে লাগলো। রাখাল কিছুই বুঝতে পারলো না। না জানি কোনো বেয়াদবী করে ফেললাম। রাখালের আর সহ্য হচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করলো, হুজুর কি হয়েছে? আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহর ওলী বললেন, বাবা তুমি তো দীনের ইমাম, গরু-ছাগলের ইমাম নও। কথাটা শুনা মাত্র রাখালের অন্তরে পরে যায় পরিবর্তনের এক অপূর্ব ছোঁয়া। ঘুরে গেলো রাখালের জীবনের মোড়। প্রতিজ্ঞা করলো, এখন আর গরু রাখার ইমাম থাকবে না। দীনের ইমামই হবে। কিন্তু টাকা পাবে কোথায়! সে তো একেবারে নিঃস্ব। ইমামুদ্দীন আল্লাহর ওলীকে উদ্দেশ্য করে বলল, হুজুর আমার তো, কোনো অর্থ কড়ি নেই যার দ্বারা ইলম অর্জন করবো। আল্লাহর ওলী বললেন, বাবা ইলমে দীন শিক্ষা করতে কোনো অর্থ কড়ির দরকার হয় না, তুমি আল্লাহর উপর ভরসা করে বেরিয়ে পড়ো, আল্লাহই তোমার সবকিছু ফয়সালা করবেন। তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভারতের সাহরানপুরে একটি মাদরাসা আছে সেখানে চলে যাও। আমি তোমার জন্য দোয়া করবো, ইমামুদ্দীন আল্লাহর ওলীর কথা অনুযায়ী বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলো। মা ছেলের হাতে চার আনা পয়সা দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিলেন, ইমামুদ্দীন মায়ের দোয়া সাথে নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে ইলমে দীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। সন্তানকে বিদায় দিয়ে মা পথের পানে তাকিয়ে আছেন। আর দু'চোখ বেয়ে বেয়ে বৃষ্টির মতো তার বুক ভিজে যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে না ইমামুদ্দীনকে। এবার ইমামুদ্দীনের মা সেজদায় লুটিয়ে পড়লো। প্রাণ খুলে দোয়া করলো সন্তানের জন্যে। মায়ের দোয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করলেন।

পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, বন-জঙ্গল পেরিয়ে ইমামুদ্দীন ইলমে দীন শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে পথ চলছে। চলতে চলতে এক সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, কোথায় যাবে, এ রাত্রটা কোথায় কাটাবে? এমন কোনো চিন্তাই ছিলো না ইমামুদ্দীনের। কারণ সে জানে যে, তাঁর সমস্ত ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন। একেই বলে ইখলাছ আর আল্লাহর উপর ভরসা।

হঠাৎ ইমামুদ্দীনের কানে ভেসে এলো মাগরিবের আজান, সে জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে চলে গেলো, নামাজ শেষ। অন্ধকার রাত্র, এখন আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ইমামুদ্দীন ভাবলো, এ রাত্রটা এখানে বসেই ইবাদতে কাটিয়ে দেই। তাই মসজিদের এক কোণে বসে ইমামুদ্দীন জিকির আজকার করে বিধাতার দরবারে দুহাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে দোয়া করছে।

মসজিদে ইমামুদ্দীন ছাড়া কেউ নেই। এমন সময় একজন হাজী সাহেব এক

www.smfoundationbd.com

আল্লাহর খাছ বান্দাকে খুঁজছেন তাঁর বাড়িতে মেহমানদারী করানোর জন্য। আল্লাহ তাআলা বান্দার নিয়তানুযায়ী তার কাজ সমাধা করেন। হাজী সাহেবের নিয়ত পরিপূর্ণ ছহীহ ছিলো, তাই তিনি একজন খাছবান্দা পেয়ে গেলেন।

ইমামুদ্দীন যখন মুনাজাত শেষ করলো তখন হাজী সাহেব ইমামুদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমার নাম কি? কি তোমার পরিচয়? কোথায় তোমার ঘর বাড়ি? কোথায় যাবে তুমি? এক শ্বাসে কথাগুলো জিজ্ঞাসা করলো। ইমামুদ্দীন সব প্রশ্নের উত্তর সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল। হাজী সাহেব খুশি হলেন ইলমে দীনের প্রতি ইমামুদ্দীনের অপরিসীম আগ্রহ দেখে। ইমামুদ্দীনের নিয়তটা কতটুকু ছহীহ তা পরীক্ষা করার জন্য হাজী সাহেব ইমামুদ্দীনকে বললেন, বাবা তার চেয়ে তুমি আমার বাড়িতেই থেকে যাও, আমার কিছু গরু আছে সেগুলো মাঠে চড়াবে এবং কিছু বেতন ধার্য করে দিবো সেগুলো দিয়ে তোমার বাড়ির খরচ চালাবে। কি রাজি না? ইমামুদ্দীন আর মুখ খুলতে পারলো না, শুধু চোখ দিয়ে ঝর্ণার মতো পানি প্রবাহিত হতে লাগলো, এক পর্যায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে ইমামুদ্দীন বলল, চাচা আমার নছিবে মনে হয় ইলমে দীন নেই। কারণ আজ আমি ইলমে দীন শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলাম কিন্তু সেখানেও আমার বাধা আর গরু রাখার আহবান। ইমামুদ্দীনের এমন কথাগুলো শুনে হাজী সাহেব যার পর নাই খুশি হলেন এবং বললেন, বাবা আজকে তুমি আমার বাড়ির মেহমান। ইমামুদ্দীন দাওয়াত কবুল করলো।

হাজী সাহেব ইমামুদ্দীনকে মসজিদে রেখে বাড়ির ভিতর গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, আজ এমন এমন সুস্বাদু খাবার তৈরি করবে যা আর কখনো করোনি। এরপর সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। ঘটনা শুনে হাজী সাহেবের স্ত্রীও অত্যন্ত খুশি হলো। মেহমানদারী খানা-দানা শেষ করে সকলেই শুয়ে পড়লো। ফজরের সময় হয়ে গেলো, মুয়াজ্জিনরা সু মধুর আজানের ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করে তুললেন। নামাজ অজিফা শেষ করে এবার ইমামুদ্দীনের বিদায়ের পালা। হাজী সাহেবের মনটা একদম খারাপ। যদি এমন একটি ছেলেকে আরো কিছুদিন মেহমান হিসেবে রাখা যেত। ইমামুদ্দীন ডাক দিলো, চাচা, রওয়ানা দিলাম। হাজী সাহেব আর চোখের পানি রাখতে পারলেন না। একদিনে ইমামুদ্দীন যেন হাজী সাহেবের কাছে আপন সন্তানের চেয়ে প্রিয় হয়ে গেল।

ছাহারানপুর এখনো অনেক দূরে, জাহাজে যেতে হয়, ভাড়াও কম নয়। হাজী সাহেব ইমামুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা তোমার কাছে টাকা পয়সা আছে? যার দ্বারা তুমি পথ খরচ চালাবে? ইমামুদ্দীন বলল, চাচা! আমাকে আমার

www.smfoundationbd.com

মা চার আনা পয়সা দিয়েছিলেন, এছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। হাজী সাহেব অবাক! তাহলে তুমি কিভাবে যাবে? ইমামুদ্দীন বলল, চাচা! আমি জাহাজে উঠার আগে কেউ ভাড়া চাবে না, মাঝ নদীতে গিয়ে ভাড়া চাইবে। যখন চাইবে তখন আমি বলবো, নেই। এতে তারা হয়তো আমাদের দু একটা চর থাপ্পর দিবে। কিন্তু আমাকে আর ফিরিয়ে রেখে যাবে না। গন্তব্যস্থানেই পৌঁছে দিবে। হাজী সাহেব প্রাণ খুলে ইমামুদ্দীনের জন্য দোয়া করলেন এবং ইমামুদ্দীনের হাতে একশত টাকা তুলে দিলেন। ভাবলেন- ছেলেটি গরিব, নিঃস্ব। কিছুই নাই তবুও ইলমে দীন শিক্ষার কত আগ্রহ। আসলে দীনি কাজের জন্য আল্লাহর দয়া ও রহমত একান্ত প্রয়োজন যা আল্লাহর কাছে চাওয়া ব্যতীত পাওয়া যায় না। হাজী সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইমামুদ্দীন মাদরাসার উদ্দেশ্যে পথ চলছে, সে রাত্র শুরুর দিকে জাহাজে উঠল। সকাল আটটায় গিয়ে ছাহারানপুরে পৌঁছবে।

এদিকে ঐ রাত্রে ছাহারানপুর মাদরাসার মুহতামিম হযরত বেরলবী (র.) স্বপ্নে দেখেন যে, কে যেন তাকে বলছে, আগামীকাল আপনার মাদরাসায় বিদেশ থেকে একজন তালেবুল ইলম আসবে তাকে ছাড়া আপনি নাস্তা করবেন না। লোকটি ছেলের সকল নিদর্শন স্বপ্নে দেখিয়ে দিলেন এবং নামও বলে দিলেন। ফজরের জামাত শেষ, প্রতিদিন মুহতামিম সাহেব ফজরের পরে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক কিছু নসিহত পেশ করতেন কিন্তু আজ কিছু না বলে সরাসরি মাদরাসার গেইটে গিয়ে বসলেন এবং প্রতিটি ছাত্রের নাম ও পরিচয় নিয়ে একেক করে ভিতরে ঢুকাতে শুরু করলেন। ছাত্ররা সকলেই ভয়ে তটস্থ। না জানি কি হয়ে গেছে। এমন সময় রাস্তা দিয়ে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে মাদরাসার দিকে একটি ছেলে আসছিলো, যার চেহারায় নূরের আলো ঝলমল করছিলো। মুহতামিম সাহেব ছেলেটির দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছেন। স্বপ্নের নিদর্শন সব কিছুই মিল আছে। বাকি শুধু নামটা।

মাদরাসার গেইটের সামনে এসে ছেলেটি সালাম দিলো, সালামের উত্তর দিয়ে সাথে সাথে মুহতামিম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন- বাবা, তোমার বাড়ি কোথায়? নাম কি? ইত্যাদি। ছেলেটি সবকিছুর উত্তর সুন্দর করে নম্র ভাষায় প্রদান করে শেষ সময় বলল, হুজুর আমার নাম ইমামুদ্দীন। নামটা শুনার সঙ্গে সঙ্গে ইমামুদ্দীনকে বুকে টেনে নিলেন এবং স্বপ্নের সমস্ত বৃত্তান্ত তাকে শোনালেন।

www.smfoundationbd.com

ভর্তি হলো ইমামুদ্দীন। সে এখন নিয়মিত ক্লাস করে আর অবসর সময়ে হুজুরের একটি গরু দেখাশুনা করছে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো। ইমামুদ্দীনের জেহেন শক্তি একেবারে দুর্বল। তাই যারা ক্লাসে তাকরার করাতো তাদেরকে মাঝে মধ্যে বিরক্ত করতো।

একদিনের ঘটনা, মুকাররির তাকরার (ক্লাসের পড়া পুনরায় আলোচনা করাকে তাকরার বলে, আর যিনি তাকরার করান তাকে মুকাররির বলে) করতে করতে যখন তিন থেকে চার পৃষ্ঠা শেষ করে ফেলে তখন ইমামুদ্দীন প্রথম পৃষ্ঠা ধরে বলল, ভাই! আমি এখান থেকে বুঝিনি, ভালো করে বুঝিয়ে দিন। মুকাররির কথাটা শুনামাত্র তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। উর্দু ভাষায় বলল, "আয় বাঙ্গালী! তেরে নছিব মে ইলমে দ্বীন নেহি হায়, তেরে নছিব মে শাইখ কা গায়ে চরানা হায়.....।" অর্থাৎ হে বাঙ্গালী ! তোমার কপালে ইলমে দীন নেই তোমার কপালে ওস্তাদের গরু চরানো লেখা আছে। আমি চার পৃষ্ঠায় চলে গেলাম আর তুমি এখনো প্রথম পৃষ্ঠা নিয়ে বসে আছো?

কথাগুলো শুনে ইমামুদ্দীন অঝোরে কাঁদতে লাগলো। বললো আমার মনে হয় আসলেই ইলমে দীন আমার নছিবে নেই। না হয় আমি যেখানেই যাই শুধু গরু রাখারই প্রস্তাব আসে কেন?

রাত ১০টা, মুহতামিম হুজুরের খেদমতে চলে যায় ইমামুদ্দীন। সে হুজুরের মাথায় তৈল দিচ্ছিল আল ক্লাসের ঐ ঘটনার কথা স্মরণ করে কাঁদছিলো। এক সময় চোখের এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু হুজুরের শরীরে পড়লে হুজুর উঠে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার ইমামুদ্দীন! কাঁদছো কেন? বাড়ির কথা মনে উঠছে নাকি? মাকে দেখতে ইচ্ছে হয়?

জি না হুজুর! তাহলে কাঁদছো কেন? খুলে বলো। হুজুরের পীড়াপীড়িতে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল, সব কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনে হুজুর ইমামুদ্দীনকে বললেন, বাবা তুমি আমার জন্য একটু অজুর পানি আনো। আর উর্দু ক্লাস থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত প্রতিটি কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টাও। খেয়াল রাখবে যেন একসাথে দুটা না উল্টে।

হুজুরের আদেশানুযায়ী ইমামুদ্দীন অজুর পানি এনে দিলে হুজুর তার খাছ কামরায় চলে গেলেন। এদিকে ইমামুদ্দীন রাত ভর সব কিতাবের পাতাগুলো উল্টালো। যখন শেষ পৃষ্ঠা উল্টানো শেষ, তখনই ফজরের আযানের সময় হলো, জামাত শেষে ঐ দিনের মত আজো মুহতামিম সাহেব কোনো নসিহত করলেন না। সরাসরি রুমে চলে গেলেন। ইমামুদ্দীন পিছনে পিছনে

www.smfoundationbd.com

গেল। ছাত্ররা মনে করেছে হয়তো ইমামুদ্দীন গতকালের ঘটনা হুজুরের কাছে বিচার দিয়েছে। তাই হুজুর রাগ করেছেন। মুহতামিম সাহেব ইমামুদ্দীন ডেকে বললেন, বাবা! তুমি আমার জামা পড়ো, পাগড়ী মাথায় দাও এবং আমার বেতের লাঠি হাতে নাও তারপর গিয়ে বুখারী শরীফের সবক দাও। ইমামুদ্দীনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। বলল, হুজুর আমি কেমন করে বুখারী শরীফের সবক দিবো। হুজুর বললেন, বাবা তুমি যাও। আমি সারা রাত্র কি করলাম? ইমামুদ্দীনকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে ক্লাসে চলে যায়। অন্যান্য ছাত্রগণ হতবাক যে, গতকাল সে কি কাণ্ড করলো আর আজ সে কি করছে। যা হোক দেখা যাক সে কি করতে পারে। ইমামুদ্দীন হুজুরের আসনে বসলেন, বুখারী শরীফের পাতা খুললো। জীবনে যেই কিতাব ছুঁয়েও দেখেনি। সেই কিতাব খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলো যে, সমস্ত হাদীস তার সনদসহ মুখস্ত। ঘন্টা শেষ করে ইমামুদ্দীন হুজুরের কাছে আসলো, হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন বাবা ভালোভাবে বুঝিয়েছো তো?

জ্বি হুজুর। রিপোর্ট নেওয়ার জন্য হুজুর ছাত্রদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকে তোমরা কিতাবের পড়া বুঝেছো? ছাত্ররা উত্তর দিলো, হুজুর! প্রতিদিনের চেয়ে আজকে আরো ভালো বুঝেছি। আল হামদুলিল্লাহ।

[আলোচ্য ঘটনাটি হৃদয়গলে সিরিজের এক সম্মানিত পাঠক জনাব হাবীবুর রহমান মিছবাহ তার প্রিয় শিক্ষক মাওলানা আব্দুস সোবহান সাহেব থেকে শুনে পাঠিয়েছেন।]

স্মরণীয় বাণী

যামানা এখন নতুন খালিদ বিন ওয়ালিদ ও নতুন আবু উবাদা ইবনুল জাররাহ- এর অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের পাক রুহের উপর বর্ষিত হোক আল্লাহর লক্ষ কোটি রহমত। তাদের নমুনা তো কেয়ামত পর্যন্ত আর পয়দা হতে পারে না। কিন্তু শুনতে পাই, তাদের পাক রুহ যেন তোমাদের ডেকে ডেকে বলছে, তলোয়ারের জিহাদ তো আমরা করেছি, বুকের রক্ত যত প্রয়োজন ঢেলে দিয়েছি। যখনই ডাক এসেছে ছুটে গিয়েছি, ঝাঁপিয়ে পড়েছি। কিন্তু আজ রক্তের জিহাদের যত প্রয়োজন শানিত কলমের প্রয়োজন আরো বেশী, বাতিলের বিরুদ্ধে তোমাদের আজ লড়তে হবে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ময়দানে এবং চিন্তা, মতবাদ ও দর্শনের জগতে। কেননা নবুওয়াতে মুহাম্মদীর উপর আজ তলোয়ারের হামলা যতটা না চলছে তার চেয়ে বেশী চলছে যুক্তি প্রমাণের হামলা, চিন্তা ও দর্শনের মামলা। সুতরাং নতুন যুগের নতুন জিহাদের জন্য তোমরা একদল মুজাহিদ তৈয়ার হও।

-আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)

www.smfoundationbd.com

ক্রন্দনের ফল

একটি বিশাল পাথর। অঝোরে কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। যেমন কাঁদে শিশু বাচ্চারা। হযরত মূসা (আ.) কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন কান্নার আওয়াজ। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এদিক সেদিক তাকালেন। কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন দেখা গেল না। তাহলে এ ক্রন্দনের আওয়াজ আসছে কোত্থেকে? তিনি আওয়াজ লক্ষ্য করে সামনে এগুলেন। আওয়াজের উৎস খুঁজলেন। হঠাৎ দেখলেন একটি পাথর অবিরত অশ্রু বিসর্জন করে চলছে। সেই অশ্রু পাথরের গা বেয়ে বাধভাঙ্গা স্রোতের মতো হু হু করে নিচে নেমে আসছে।

পাথরের কান্না দেখে হযরত মূসা (আ.) -এর মায়া হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে পাথর! তুমি কাঁদছো কেন?

পাথর বলল, যখন থেকে আমি শুনেছি। জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর তখন থেকে আমি ভয়ে ক্রন্দন করছি।

হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। বললেন, হে করুণাময় খোদা! জাহান্নামের ভয়ে এ পাথরটি ভীত সন্ত্রস্ত। তুমি একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো না। জাহান্নামের আগুন থেকে তুমি একে হেফাজত করো।

দোয়া কবুল হলো। সঙ্গে সঙ্গে হযরত মূসা (আ.) পাথরটিকে সান্ত্বনার বাণী শুনালেন। অভয় দিলেন। দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদ জানালেন।

এ সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে পাথরটি অত্যন্ত খুশি হলো। হযরত মূসা (আ.) এর শুকরিয়া জানালো। সেই সাথে কান্নাকাটিও বন্ধ করে দিল।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরের কথা।

www.smfoundationbd.com

হযরত মূসা (আ.) আবারো সে পথ ধরে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো পূর্বের সেই কান্নার আওয়াজ। তিনি থেমে গেলেন। ধীরপদে সামনে এগিয়ে পাথরের নিকটবর্তী হয়ে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন-

হে পাথর! আবার তোমার কি হলো? তোমাকে তো অভয় বাণী ও সুখবর দিয়ে গেলাম যে, তোমাকে জাহান্নামে জ্বালানো হবে না। তবুও কেন কাদঁছো?

পাথর বলল, ওগো আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির যে সুসংবাদ শুনালেন তা তো এ কান্নারই ফসল। এবার তাহলে আপনিই বলুন, যে কান্নার বদৌলতে আমি এতবড় দৌলত অর্জন করেছি, সে কান্না কী করে আমি পরিহার করতে পারি?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে ভয়ে ভীত হয়ে পাথর যদি কাদঁতে পারে এবং এই কাঁদার ওসিলাতে যদি জাহান্নামের আগুন থেকে সে নিস্কৃতি পেতে পারে তবে আমাদের আরো বেশি করে কাঁদা উচিত নয় কি? মনে রাখবেন- আল্লাহর পাক বান্দার তিনটি কাজ খুব বেশি পছন্দ করেন। তম্মধ্যে একটি হলো, গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করা। তাই আসুন আমরা আজ থেকে কাঁদার অভ্যাস করি। প্রত্যেক নামাজের পর এবং সম্ভব হলে রাতের শেষ প্রহরে দুই চার রাকাত নামাজ আদায় করার পর চোখের পানি ছাড়ার অভ্যাস করি। বেশি বেশি করে কাঁদতে শিখি। এতে আমাদের কেবলই লাভ হবে। বিন্দুমাত্রও লোকসান হবে না। হে আল্লাহ আমাদের তাওফীক দাও। আমীন।

স্মরণীয় বাণী

আমি আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দুটি বিষয়কে কামিয়াবী ও সফলতার চাবিকাঠি রূপে সাব্যস্ত করেছি। তা হল ইখলাছ ও ইখতিছাছ। অর্থাৎ নিয়তের বিশুদ্ধতা ও বিষয়ের বিশেষজ্ঞতা। প্রথম কথা আমি যা কিছু করবো, যা কিছু পড়বো, পড়াবো এবং শিখবো শিখাবো, তা শুধু আল্লাহর জন্য, আল্লাহকে খুশী করার জন্য করবো। দ্বিতীয়ত সব বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবো কিন্তু অন্তত কোন একটি বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করবো।

ইখলাস ও ইখতিছাছ এ দুটি গুণ হলো তালিবুল ইলমের সেই ডানা যার দ্বারা আমাদের কওমী মাদারেসের শিক্ষার্থীরা উর্দ্ধাকাশে উড্ডয়ন করতে পারে। আল্লাহর সঙ্গে মুআমালা হবে ইখলাছের এবং ইলমের সঙ্গে মুআমালা হবে ইখতিছাছের। হাদীস বলো, ফিকহ বলো, ছরফ ও নাহব বলো, আদব বলো, ভাষা ও সাহিত্য বলো যে কোন শাস্ত্রের কথাই বলো তাতে তুমি বিশেষজ্ঞতা ও পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করো। তাহলে তুমি যেখানেই থাকো মানুষ তোমাকে খুঁজে বের করবে। তুমি দুয়ার বন্ধ করে ঘরে বসে থাকলেও মানুষ তোমাকে বাধ্য করবে দুয়ার খুলে বের হওয়ার জন্য। মানুষ হাতে ধরে পায়ে ধরে তোমাকে অনুরোধ করবে যে, আমার সঙ্গে চলুন এবং আমার কাজ করে দিন, আপনার যা শর্ত ও চাহিদা আমি তা পূর্ণ করবো। আল্লাহ যোগ্যতার মাঝে স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণের ও বিকাশের গুণ রেখেছেন। তোমার মাঝে কোন বিষয়ে যোগ্যতা থাকবে আর মানুষকে তা আকৃষ্ট করবে না তা হতে পারে না। অদ্রুপ তোমার মাঝে ইখলাছ থাকবে আর আল্লাহ তোমার যিম্মাদারী গ্রহণ করবেন না তাও হতে পারে না।

-আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)

সূত্র ঃ পছন্দীদাহ ওয়াকেয়াত।

www.smfoundationbd.com

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

১/৬৪
বিনয়ের পরীক্ষা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র.) ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) -এর বিশিষ্ট খলীফা। খেলাফত প্রদানের পূর্বে হযরত হাজী সাহেব (র.) একদিন তাঁর এ বিশিষ্ট শাগরেদ থেকে বিনয়ের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। পরীক্ষাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

একদিন হাজী সাহেব স্বীয় মুরীদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র.) কে ডেকে বললেন তুমি আজ আমার সাথে খানা খাবে। জবাবে তিনি বললেন- জ্বী হযরত, খাবো ইনশাআল্লাহ।

অতঃপর খানার সময় উপস্থিত হলে হযরত গঙ্গোহী (র.) আপন শায়খের সাথে খেতে বসলেন। সামনে তখন দুটি পেয়ালা ছিল। এর একটিতে ছিল কোপ্তা আর অপরটিতে ডাল। হযরত হাজী সাহেব (র.) কোপ্তার পেয়ালা নিজের নিকট এবং ডালের পেয়ালা শাগরেদের নিকট রাখলেন। এ সময় যদিও তিনি মুখে বলেন নি যে, তুমি ডাল খাও আর আমি কোপ্তা খাই তথাপি আকার ইঙ্গিতে একথাই বুঝা যাচ্ছিল।

যা হোক প্রত্যেকেই যার যার সামনের পেয়ালা থেকে নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। কিছুক্ষণ খাওয়ার পর সেখানে উপস্থিত হলেন হযরত জামেন শহীদ (র.)। তিনি একই প্লেটে দুজনকে দুধরনের খাবার খেতে দেখে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে হাজী সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন- হযরত! এটা কি করছেন? আপনি নিজে কোপ্তা খাচ্ছেন আর তাকে শুধু ডাল খাওয়াচ্ছেন?

হাজী সাহেব বললেন, আরে! এ তো আমার বড় ইহসান ও দয়া যে, আমি তাকে নিজের নিকট বসিয়ে খানা খাওয়াচ্ছি। উচিত তো এটাই ছিল যে, রুটির উপর একটু ডাল রেখে হাতে দিয়ে বলব, রশীদ! বাইরে সিঁড়ির উপর বসে খেয়ে নাও তো।

এতটুকু বলে হযরত হাজী সাহেব (র.) শাগরেদের মুখের দিকে তাকালেন। দেখতে চাইলেন এ কথার মাধ্যমে তার চেহারায় কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা।

হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র.) আপন মনে খানা খেয়ে যাচ্ছেন।

www.smfoundationbd.com

শায়েখের কথায় বিন্দুমাত্রও কষ্ট পাননি তিনি। আসেনি চেহারায় কোনো পরিবর্তন। এতে হাজী সাহেব আলহামদুলিল্লাহ বলে খোদার শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন অহংকারের রোগ তার থেকে বিদায় হয়ে গেছে।

সূত্র ঃ ফুয়ুযে আকাবির ২ ঃ৮০

২/৬৫

লোভমুক্ত হৃদয়

শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) তাঁর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ 'আপবিতী'তে লিখেন, দেশ বিভাগের দুতিন বছর আগের কথা। একদিন পূর্ববঙ্গের কোনো এক মাদরাসা থেকে টেলিগ্রাম এলো যে, এখানে আপনাকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আপনি আসতে পারবেন কিনা দয়া করে শীঘ্রই জানাবেন।

আমি টেলিগ্রামের ভাষা থেকে বুঝতে পারলাম, অবশ্যই এর আগে আমার নিকট চিঠি লেখা হয়েছে যদিও সেই চিঠি আমার হাতে এখনও পৌঁছায়নি।

এরপর বেশি সময় অতিবাহিত হলো না। টেলিগ্রামের পরপর চিঠিও এসে পৌঁছে গেল। চিঠি ছিল খুবই দীর্ঘ। তাতে আবেদন কবুল করার অনুরোধ ছিল। সেই চিঠির এক জায়গায় লিখা হয়েছে, প্রধান মুহাদ্দিস ও শাইখুল হাদীস হিসেবে মাসিক বারশত টাকা বেতনে আপনাকে অত্র মাদরাসায় নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই চিঠি পাওয়ার পর আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাবেন।

উক্ত টেলিগ্রামের জবাবে আমি শুধু এ কথা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম যে, "আমি অপারগ"। আর চিঠির জবাবে সেই প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে লিখলাম-

যেসব বন্ধুরা আপনার কাছে আমার পরিচয় তুলে ধরেছেন তারা নিছক আমার প্রতি সুধারণা বশতঃ আপনাকে পরিচিতি দিয়েছেন। এ অধম না এতবড় দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখে, না এত বড় দায়িত্ব পালনে সক্ষম।

প্রিয় পাঠক! যে সময় মানুষ ১৫ টাকা ২০ টাকা বেতনে চাকরি করত সে সময় বারশত টাকা বেতনের চাকরির ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করা কিরূপ লোভমুক্ত হৃদয়ের পরিচয় বহন করে তা একটু চিন্তা করে দেখুন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকেও এমন লোভ-লালসাহীন অন্তর দান করো। আমীন।

সূত্র ঃ আপবিতী।

www.smfoundationbd.com

ধর্মের জন্য নিজকে ছোট করতেও দ্বিধা নেই

হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র.) এর ঘটনা। একবার তিনি ইশার নামাজ আদায় করে হাঁটতে শুরু করলেন। পথিমধ্যে হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (র.) তাঁকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন- কোথায় যাচ্ছ? আমি এ মুহূর্তে তোমাকে কোথাও যেতে দিব না। যদি তুমি কোথাও যেতেই চাও, তবে আমিও তোমার সাথে যাব।

মাওলানা বললেন, আমি একটি বিশেষ প্রয়োজনে এক জায়গায় যাচ্ছি। আমাকে যেতে দিন। আমার সাথে আপনার যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

মাওলানা ইয়াকুব (র.) বলেন- আমি তাকে বারবার একাকী যেতে নিষেধ করলাম। কিন্তু সে শুনল না। একাকীই চলে গেল।

এ অন্ধকার রাতে তার কোনো বিপদ হয় কি-না, এজন্য আমিও একটু দূর থেকে তার পেছনে পেছনে চললাম। অনেক সময় চলতে চলতে সে হাতেম নামক একটি বাজারে গিয়ে পৌঁছল। উক্ত বাজারের অনতিদূরে পতিতাদের একটি বাড়ি ছিল। মাওলানা সেখানে গিয়ে আওয়াজ দিলে সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে বের হয়ে এলো।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? কেন এসেছো?

উত্তরে মাওলানা বললেন- আমি একজন ভিক্ষুক।

মেয়েটি আর কথা বাড়াল না। সে সোজা সাহেবার কাছে গিয়ে একজন ভিক্ষুক এসেছে বলে জানাল। সাহেবা মেয়েটির হাতে একটি পয়সা তুলে দিয়ে বলল- যাও, পয়সাটা দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করো।

মেয়েটি পয়সা নিয়ে আসলে মাওলানা বললেন- আমি একটি গীত জানি। আমার অভ্যাস হলো, ঐ গীত না গাওয়া পর্যন্ত পয়সা নেই না। তুমি তোমার সাহেবাকে বলো, প্রথমে আমার গীত শুনতে। তারপর আমি পয়সা নেব।

মেয়েটি সংবাদ জানাল। সাহেবা বলল- ঠিক আছে তাকে আসতে বলো।

মাওলানা সাহেব ভিতরে গেলেন। তারপর মেয়েদেরকে আড়ালে যেতে বলে উঠানে রুমাল বিছিয়ে বসে পড়লেন। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন পুরুষ লোকও সেখানে সমবেত হয়েছে। সকলেই মাওলানা সাহেবের গীত শোনার জন্য উদগ্রীব।

মাওলানা সাহেবের তখন সাধারণ বেশভূষা ছিল। তিনি শুরু করলেন। তবে গীত নয় তিলাওয়াত। তিনি সূরা ত্বীন এমন এক হৃদয়গ্রাহী সুরে পড়তে লাগলেন যা উপস্থিত সবাইকে অন্য জগতে নিয়ে গেল। তারা নিজেদের

www.smfoundationbd.com

অস্তিত্বের কথা ভুলে গেল। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত। তিনি "ছুম্মা রাদাদনাহু আসফালা সা-ফিলীন" পর্যন্ত তিলাওয়াত করে সঙ্গে সঙ্গে এমন সুন্দর ও চমৎকার ভঙ্গিতে বক্তব্য শুরু করলেন, মনে হচ্ছিল তিনি যেন জান্নাত জাহান্নাম দেখিয়ে দিচ্ছেন। প্রধান পতিতা মেয়েটির নিকট আরো অনেক পতিতা মেয়ে ছিল। তাছাড়া পাশে বাজার হওয়ায় তিলাওয়াত ও বয়ানের আওয়াজ শুনে অনেক লোকজন কৌতূহল নিয়ে দৌড়ে এসেছে। এতে অল্প সময়ের মধ্যে পতিতা বাড়ির বিশাল উঠান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। মাওলানার বক্তব্য ও তিলাওয়াত উপস্থিত সকল নারী-পুরুষের উপর এত বেশি প্রভাব সৃষ্টি করল যে, সমস্ত মানুষ চিৎকার করে কাঁদতে লাগল এবং গোটা বাড়ি জুড়ে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, যার চোখ দিয়ে কখনো এক ফোঁটা পানি বের হয়নি, সেও আজ ছোট বাচ্চার মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মোটকথা তখন সেখানে এমন এক হৃদয়স্পর্শী পরিবেশ তৈরি হলো, যা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

এরূপ অভূতপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার ফায়দা এই দাঁড়াল যে, পতিতা বাড়ির লোকজন নিজেরাই গানের যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলল। সেই সঙ্গে তওবা করে পতিতা বৃত্তি ছেড়ে দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল।

মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (র.) বলেন, এরপর মাওলানা ইসমাইল শহীদ (র.) ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বের হয়ে এলো। তারপর চলতে লাগল আপন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। আমিও তার পিছনে পিছনে চললাম। যখন সে জামে মসজিদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল, তখন আমি মাওলানাকে বললাম, মাওলানা! তোমার দাদা এবং চাচাও এমন ছিলেন। তারা ধর্মের জন্য বিভিন্ন রকম ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতেন। নিজেকে হেয় করতেন। তবে আমার মনে হয় তুমি নিজেকে তাদের চেয়ে অনেক বেশি অপমানিত করেছ। কারণ তুমি সেখানে নিজকে ভিক্ষুক বলে পরিচয় দিয়েছ। সেখানকার লোকগুলোকে ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তুমি যে কৌশল অবলম্বন করেছ তা অবশ্য বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। তথাপি নিজকে এতটা অপমানিত করা সমীচীন নয়।

একথা শুনে মাওলানা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালেন। অতঃপর বললেন-

মাওলানা! আপনি এটাকে আমার জন্য অপমান মনে করছেন? জানেন? এটা তো কিছুই নয়। যদি দিল্লীর দুষ্ট লোকেরা কোনোদিন আমার মুখ কালো করে গাধার উপর উঠিয়ে চাঁদনী রাতে আমাকে শহর থেকে বের করে দেয়, সেদিনও আমি হক কথা বলতে থাকব। বলতে থাকব- আল্লাহ এই বলেছেন এবং রাসূল এই বলেছেন।

www.smfoundationbd.com

মাওলানার এই দৃঢ়তা দেখে আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। তখন তার চেহারার দিকে লজ্জায় আমি চোখ তুলেও তাকাতে পারিনি।

প্রিয় পাঠক! দীন প্রচারের কত বেশি জযবা থাকলে এবং মানুষকে সৎ পথে আনার কত বেশি আগ্রহ থাকলে একজন বড় মাওলানা সাধারণ মানুষদের নিকট নিজকে ভিক্ষুক বলে পরিচয় দিতে পারেন। ভিক্ষুক বলে পরিচয় দিয়ে তিনি সেদিন যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেটা অবলম্বন না করলে তিনি হয়তো এত সহজে কোনো পতিতালয়ে প্রবেশ করতে পারতেন না।

প্রশ্ন হতে পারে, তিনি কিভাবে নিজকে ভিক্ষুক বললেন? এর উত্তর হলো, ভিক্ষুকরা যেমন মানুষের কাছে খাদ্য সামগ্রী কিংবা টাকা পয়সা চায়, তিনিও এসব লোকদের কাছে কিছু চাইতে এসেছিলেন। তবে তা খাবার কিংবা টাকা-পয়সা নয়। তার চাওয়ার বস্তু হলো তারা অন্যায় পথ থেকে ফিরে সৎ পথে চলে আসুক। মোটকথা, তিনি নিজকে বাহ্যিক অর্থে ভিক্ষুক বলেননি। অন্য অর্থে বলেছেন। আল্লাহপাক আমাদেরকেও ঐ সব মনীষীদের মতো হেকমত অবলম্বন করে দীনের পথে মানুষকে আহবান করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূত্র ঃ আপ বিতী # ফুয়ুজে আকাবির ২ঃ১৮০

৪/৬৭

দুলহার রেশমী জামা

মিরাটের এক বিয়ের অনুষ্ঠান। হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র.) উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেন। নির্দিষ্ট তারিখে হাজির হলেন বিয়ে বাড়িতে। এক পর্যায়ে ছেলের মুরুব্বীগণ হযরতকে বিনীত অনুরোধ জানিয়ে বলল, হযরত! ছেলেকে আপনার নিজ হাতে জামা পরিয়ে দিন। হযরত বললেন, ঠিক আছে।

ছেলে হযরতের সামনে দাঁড়াল। প্রথমে আনা হলো শেরওয়ানী। হযরত তাঁর খাদেম আশেক ইলাহী সাহেবকে বললেন- দেখুন তো এই শেরওয়ানীতে রেশম আছে কি না? মাওলানা আশেকে ইলাহী উক্ত শেরওয়ানীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন- হযরত! মনে তো হয় রেশমের তৈরি। হযরত এটা রেখে দিয়ে বললেন, পুরুষদের জন্য এ কাপড় পরা ও পরানো উভয়টাই হারাম। আমার পক্ষে এ হারাম কাজে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

এরপর এলো টুপির পালা। হযরত এটিতেও রেশম আছে কিনা জানতে চাইলেন। উত্তরে মাওলানা আশেকে ইলাহী বললেন- এতেও রেশম মিশ্রিত আছে। একথা শুনে হযরত সেটিও রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর প্রচণ্ড ক্রোধ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, এসব কাপড় ছেলেকে পরানো যাবে না।

www.smfoundationbd.com

কিন্তু ছেলের কিছু আত্মীয় হযরতের কথায় আমল দিল না। তারা ছেলেকে ঐ রেশমের কাপড়গুলোই পরিয়ে দিল।

এদিকে হযরত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাজী ওয়াজিহুদ্দীন সাহেবের বাড়িতে চলে এলেন। সেখানে গিয়ে বললেন- এরা কোন্ সম্পর্কের জোরে গোনাহের কাজে আমাদেরকেও শরিক হওয়ার জন্য দাওয়াত দিল? এসব বিয়েতে যারা শরিক হবে তাদের সবাই গোনাহগার হবে।

হযরতের এ বক্তব্য বিয়ে বাড়িতে পৌঁছলে সেখানে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। বেশির ভাগ লোক চাইল কাপড় বদল করে নিতে। কিন্তু কিছু লোক বলতে লাগল, মেয়ের বাড়ি থেকে যে কাপড় এসেছে তাই ছেলেকে পরানো হয়েছে। এ কাপড় বদল করা যাবে না। তারা কাপড় বদল করাটাকে কুলক্ষণ বলে ভাবতে লাগল। এমতাবস্থায় যারা হযরতের সাথে সম্পর্ক রাখতেন তারা পড়লেন মহাবিপদে। এ মুহূর্তে কি করবেন তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হাজী ওয়াজিহুদ্দীন সাহেব তার কাছে সংরক্ষিত মিশরীয় একটি শেরওয়ানী নিয়ে দৌড়ে বিয়ে বাড়িতে হাজির হলেন। বললেন- তোমরা এর চেয়ে দামী শেরওয়ানী গোটা হিন্দুস্থানে খুঁজে পাবে না। এটা পরিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা কর। আর টুপির বদলে পাগড়ী পরিয়ে কাজ সেরে নাও।

অবশেষে তাই করা হলো এবং উপস্থিত লোকজন হযরতের কাছে অপরাধ ক্ষমা চেয়ে সবিনয় অনুরোধ করল, হযরত! এবার চলুন। এখন শরিয়ত অনুযায়ী সব কিছু করা হয়েছে। অতঃপর হযরত সাহারানপুরী (র.) উঠে গিয়ে বিয়ের মজলিশে শরিক হলেন।

সূত্র ঃ তাযকিরাতুল খলীল ঃ ৩২৩ #

সহায়তায় ঃ শাইখ যাকারিয়া (র.) এর আত্মজীবনী -মাওলানা মনজুর নোমানী (র.)

৫/৬৮

বড়দের বিনয়

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) মাওলানা ফখরুদ্দীন (র.) এবং মাওলানা মির্যা মাজহার (র.) সমসাময়িক ছিলেন। এ তিন বুযুর্গ দিল্লীতেই থাকতেন। একদিন এক ব্যক্তির খাহেশ হলো, সে পরীক্ষা করে দেখবে, এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় আল্লাহ ওয়ালা।

লোকটি তার এ আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ করার জন্য প্রথমে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর দরবারে উপস্থিত হলো। বলল-

www.smfoundationbd.com

হযরত! আগামীকাল আমার গরিবালয়ে আপনার দাওয়াত। অনুগ্রহপূর্বক আমার দাওয়াত কবুল করে সকাল নয়টায় গরিবের বাড়িতে উপস্থিত হবেন। শাহ্ সাহেব বললেন- আচ্ছা, ঠিক আছে।

এরপর লোকটি মাওলানা ফখরুদ্দীন (র.) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল- জনাব! দয়া করে আগামীকাল সকাল নয় টায় আমার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সামান্য ডাল-ভাত খেয়ে আসবেন। আমি এসে ডেকে নেব- এ আশায় না থেকে যথাসময়ে আমার বাড়িতে উপস্থিত হবেন বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী।

ওখান থেকে উঠে লোকটি মির্জা মাজহার সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল- কাজ কর্মের ব্যস্ততার দরুন আমার পক্ষে আবার আসা সম্ভব হবে না। মেহেরবানী করে নিজেই আগামীকাল দশটায় আমার বাড়িতে তাশরীফ আনবেন এবং রিজিকে যা থাকে, খেয়ে আসবেন।

তিন হযরতই দাওয়াত কবুল করলেন এবং পরদিন প্রত্যেকে তার নির্ধারিত সময়ে লোকটির বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

সর্ব প্রথম ঠিক নয়টায় হযরত শাহ্ সাহেব লোকটির বাড়িতে হাজির হলেন। লোকটি হযরতকে একটি ঘরে বসিয়ে বেরিয়ে গেল।

এরপর সাড়ে নয়টায় মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেব উপস্থিত হলে লোকটি তাকে বসালেন অন্য একটি ঘরে। তারপর সে বাইরে বেরিয়ে গেল। সবশেষে সকাল দশটায় মির্জা সাহেব উপস্থিত হলেন। লোকটি তাকেও পৃথক আরেকটি ঘরে বসিয়ে পূর্বের ন্যায় বেরিয়ে গেল।

তিন হযরতের কেউই একে অপরের খবর জানতেন না। প্রত্যেকে মনে করেছেন, আমি একাই আজকের দাওয়াতী মেহমান। খানিকপর লোকটি পানি এনে একে একে সবার হাত ধোয়াল। তারপর খানা নিয়ে আসছি বলে এই যে গেল, আর ফিরার কোনো নাম গন্ধ নেই।

এর মধ্যে কয়েক ঘন্টা পার হয়ে গেল। এই দীর্ঘ সময়ে লোকটি এসে দেখেও গেল না যে, তারা কি আছেন না চলে গেছেন।

জোহরের নামাজের সময় হলে লোকটি তিন হযরতের প্রত্যেকের কাছে হাজির হলো। বড়ই অনুশোচনার সুরে বলল, হযরত! ঘরে একটু সমস্যা হয়ে গেছে, তাই খানার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এই দু পয়সা নিয়ে এসেছি, এটা নিয়ে নিন।

আল্লাহু আকবার! দেখুন আখলাক কাকে বলে। হযরত শাহ্ সাহেব লোকটির দেওয়া দুটি পয়সা অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করলেন এবং বললেন-

www.smfoundationbd.com

ভাই! লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বাড়ি ঘরে এ ধরনের সমস্যা মাঝে মধ্যে হয়েই থাকে। এ বলে তিনি বিদায় নিলেন।

এরপর লোকটি মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঐ একই সুরে একই ওজর পেশ করে দুটি পয়সা দিল। মাওলানা দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আজমতের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় রুমাল পেতে পয়সা দুটি গ্রহণ করলেন এবং বললেন- ভাই! এমনটি হতেই পারে। এখানে দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই। এ বলে তিনিও চলে গেলেন।

উভয়কে বিদায় করে দিয়ে এবার সে হযরত মির্জা সাহেবের নিকট গেল। পূর্বের ন্যায় সমস্যার কথা বলে তার হাতেও দুটি পয়সা তুলে দিল।

মির্জা সাহেব পয়সা পকেটে রেখে ভ্রু কুঞ্চিত করে বললেন- কোনো অসুবিধা নেই। তবে আর কোনো দিন আমাদেরকে এরূপ কষ্ট দিও না। এ বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

পরবর্তীতে উক্ত ঘটনা অন্যান্য বুযুর্গদের নিকট বর্ণনা করা হলে তারা বললেন- মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেব দরবেশীর ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে। এরপরে হলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব। কেননা তিনি দাঁড়াননি, তবে আনন্দচিত্তে পয়সা গ্রহণ করেছেন। আর তৃতীয় পর্যায়ে হলেন মির্জা সাহেব। কেননা তিনি পয়সা গ্রহণের সাথে সাথে বিরক্তিও প্রকাশ করেছেন।

এ ঘটনার বর্ণনাকারী হলেন, হযরত রশীদ আহমাদ গঙ্গোহী (র.)। তিনি ঘটনা উল্লেখ করার পর বলেন- বুযুর্গদের মন্তব্য তো ঠিকই আছে। তবে আমার নিকট এ ক্ষেত্রে মির্যা সাহেবের মর্যাদাই বেশি বলে মনে হয়। কেননা তিনি নাজুক প্রকৃতির লোক হওয়া সত্ত্বেও এত ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং কোনো অসুবিধা নেই বলে উত্তর দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করে দেখুন। এরূপ ঘটনা আমাদের বেলায় ঘটলে অবস্থাটা কি দাঁড়াত। হে আল্লাহ আমাদেরকেও তুমি অনুরূপ ধৈর্য ও বুযুর্গী দান করো। আমীন।

সূত্র ঃ আরওয়াহে ছালাছা।

৬/৬৯

প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা প্রদর্শন

একবার কোনো এক সফরে হযরত মাওলানা মোজাফফর হোসাইন কান্ধলভী (র.) এক সরাইখানাতে অবস্থান নিলেন। রাতে ঘুমানোর পূর্বে এক

www.smfoundationbd.com

অন্ধ ব্যক্তির সাথে মাওলানার অনেক কথাবার্তা হলো। লোকটি অন্ধ হলেও এক চোখ দিয়ে সামান্য দেখতে পেত। কথাবার্তার এক পর্যায়ে অন্ধ লোকটি মাওলানার নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সেই সাথে মাওলানা কোথায় যাবেন, কোন পথ ধরে যাবেন তাও জানতে চাইল।

উত্তরে মাওলানা সবকিছু বললেন। কোথায়, কোন পথ দিয়ে যাবেন তাও বিস্তারিত জানালেন। এরপর তাদের মাঝে আরো আলোচনা হলো এবং রাত গভীর হলে বাতি নিভিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

অন্ধ লোকটির একটি ছোট ছেলে ছিল। মাওলানার সাথে লোকটির কথাবার্তা চলার সময় ছেলেটির হাতে একটি স্বর্ণের কড়া ছিল। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর কে যেন ছেলেটির হাত থেকে কড়াটি খুলে নিল। ঘুম থেকে জেগে ছেলের হাতে কড়া নেই দেখে লোকটি খুবই ব্যথিত হলো।

এদিকে মাওলানার প্রোগ্রাম ছিল তাহাজ্জুদ পড়েই পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়া। তিনি তাই করলেন।

মাওলানা চলে যাওয়ার সামান্য পরেই অন্ধ লোকটি জাগ্রত হয়েছিল। ছেলের হাতে কড়া নেই দেখে সে ভাবল, এটা নিশ্চয় ঐ মাওলানার কাজ। দেখতে তাকে মাওলানার মতো মনে হলেও আসলে সে চোর। সে রাতের অন্ধকারে কাজ সমাধা করে পালিয়েছে। এ জন্যেই তো সরাইখানার কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অন্ধ লোকটি খবর নিয়ে জানল, মাওলানা কিছুক্ষণ পূর্বে সরাইখানা ত্যাগ করেছেন। তাই মাওলানাকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে ছেলেটিকে নিয়ে ঐ পথ ধরে দ্রুত চলতে লাগল, যে পথ দিয়ে যাবেন বলে রাতের বেলা মাওলানা বলেছিলেন।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর সে মাওলানাকে পেয়ে গেল। কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কড়া কোথায়? নিজের মঙ্গল চাইলে এক্ষুণি তা বের করো।

মাওলানা বললেন- আপনি একি বলছেন! আমি তো আপনার কড়া নেইনি।

লোকটি বলল, এসব কথা বলে মুক্তি পাওয়া যাবে না। নরমে কাজ না হলে গরম আমাকে হতেই হবে। আমি এক্ষুণি কড়া চাই। নচেৎ তোমাকে থানায় নিয়ে যাব।

মাওলানা সাহেব বললেন, তুমি আমাকে যেখানে মনে চায় নিতে পার, কিন্তু কড়া আমি নেইনি।

www.smfoundationbd.com

একথা শুনে অন্ধ লোকটির চোখে মুখে এক উন্মুক্ত ভাব ফুটে উঠল। রাগে-ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল সে। এরই মাঝে হঠাৎ একটি চপেটাঘাত বসিয়ে দিল মাওলানার গাল লক্ষ্য করে। তারপর বলল- চলো, তোমাকে আমি থানায় নিয়ে যাব।

অন্ধ লোকটির এ অন্যায় আচরণে মাওলানা মোটেও রাগ করলেন না। উপরন্তু তার আদেশ পালনার্থে সঙ্গে সঙ্গে থানার পথ ধরে সামনে এগুতে লাগলেন।

ঘটনাক্রমে থানার বড় কর্মকর্তা ছিলেন মাওলানার একান্ত ভক্ত। তিনি মাওলানার সম্মানার্থে দূর থেকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর লম্বা লম্বা কদম ফেলে এগিয়ে এলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য।

এ দৃশ্য দেখে অন্ধ লোকটি অবাক হলো। ভাবলো, তিনি তো বড় ব্যক্তি হবেন। নইলে থানার প্রধান কর্মকর্তা অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসবে কেন? এখনই আমার কেটে পড়া দরকার। নচেৎ শেষ পর্যন্ত জুতোর পিটুনী আমার উপরই পড়বে।

লোকটির এ ভীত-সন্ত্রস্ত ও করুণ অবস্থা মাওলানার দৃষ্টি এড়াল না। তিনি ভাবলেন, সবকিছু জানাজানি হলে নিশ্চয়ই লোকটির বিপদ ঘটবে। তাই তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

মাওলানার কথায় অন্ধ লোকটির দেহে যেন নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হলো। সে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে নিয়ে অন্য রাস্তায় চলে গেল।

এদিকে থানার প্রধান কর্মকর্তা মাওলানার সাথে কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন- লোকটি কে? মাওলানা বললেন- তোমরা তাকে কিছু বলো না। যেতে দাও তাকে। সে তার হারিয়ে যাওয়া মালের সন্ধানে এসেছিল।

পাঠক বন্ধুরা! একটু ভেবে দেখুন তো, কত বড় মনের অধিকারী হলে এবং নিজেকে কতটা মিটাতে পারলে এরূপ পরিস্থিতিতেও কোনো লোককে ক্ষমা করা যায়। উপরন্তু তিনি ঐ অন্ধ লোকটিকে আজীবন মহা অনুগ্রহকারী হিসেবে বিবেচনা করে গেছেন। এর কারণ হলো, যখনই কেউ মাওলানার সাথে পরম ভক্তিভরে মুসাফাহা করতেন এবং হাতে পায়ে চুমু খেতেন, তখন তিনি নিজেকে লক্ষ্য করে বলতেন, আরে তুমি তো ঐ ব্যক্তি যাকে একজন অন্ধ লোক চপেটাঘাত করেছিল। যার ফলে মানুষের এরূপ সম্মানের দ্বারা তার অন্তরে কোনো প্রকার অহংকার সৃষ্টি হতো না।

সূত্র ঃ আপ বিতী ঃ ২২১

www.smfoundationbd.com

বড়দের প্রতি সম্মান

মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (র.) ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী (র.) এর খলীফা। খেলাফত প্রাপ্তির বহু আগেই তিনি তার নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারিতার কারণে আপন শায়খের দৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছিলেন। এজন্যেই হযরতের সকল খাস খেদমতের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছিল।

হযরত আব্দুর রহীম রায়পুরী (র.) মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে নিজের সকল আসবাবপত্র এমনকি পরিধেয় কাপড়-চোপড় পর্যন্ত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (র.) কে হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছিলেন, বাকি যে কয়দিন বেঁচে থাকব তোমার থেকে কাপড় ধার নিয়ে পরিধান করব। এতে হযরতের উদ্দেশ্য ছিল, মৃত্যুর সময় তার মালিকানায় যেন কোনো বস্তু অবশিষ্ট না থাকে। কিন্তু শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী (র.) অত্যধিক বিনয়ের কারণে স্বীয় পীরের এসব কাপড়-চোপড় ব্যবহার থেকে বিরত থাকতেন।

সে সময় মসজিদে ইমামতি করার দায়িত্ব শাহ আব্দুল কাদের (র.) এর উপরই ন্যস্ত ছিল। তখনকার একটি ঘটনা হযরত নিজেই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আমার মাত্র এক সেট কাপড় ছিল। যদ্দরুন আমি নদীর পারে গিয়ে সেগুলো ধুয়ে শুকিয়ে পরে নিতাম। একবার এক শুক্রবারে আমি কাপড় ধুয়ে রৌদ্রে দিয়েছি। কিন্তু কাপড় শুকাতে কিছুটা দেরী হয়ে গেল। এদিকে হযরত জুম'আর নামাজ পড়ানোর জন্য আমার অপেক্ষায় বসে রইলেন। কারণ জুম'আ পড়ানোর দায়িত্বও আমারই ছিল। পরে যখন উপস্থিত হলাম, তখন হযরত বললেন, মাওলানা! কোথায় গিয়েছিলে?

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলাম। হযরত পুনরায় জানতে চাইলেন। আমি এবারও চুপ থাকলাম। কিন্তু যখন বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকলেন, তখন আমি বললাম, হযরত! কাপড় ধুয়ে দিয়েছিলাম। শুকাতে দেরী হয়ে গেছে। তাই আসতে বিলম্ব হলো।

হযরত তখন রাগতঃস্বরে বললেন- তোমার কাছে কি আমার কাপড় নেই? তুমি সেগুলো ব্যবহার করছ না কেন? যদি তুমি সেগুলো ব্যবহার না কর, তবে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দাও। কারণ যে কাপড় ব্যবহারের জন্য দিয়েছি তা ব্যবহার না করলে আমার কষ্ট হয়। হযরত আব্দুল কাদের রায়পুরী (র.) বলেন, এত কিছুর পরও শায়েখের কাপড় পরিধান করার মতো দুঃসাহস কখনোই আমার হয়নি।

সুত্র ঃ সাওয়ানেহে কাদেরী ঃ ৭১ # ফুয়যে আকাবির ২ঃ১৬২

www.smfoundationbd.com

ইমামতির যোগ্য নই

হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী (র.) আমীর উমারাদের থেকে সর্বদাই নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন। তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটবে এ ধরনের কাজ কিংবা পরিবেশ কখনোই তিনি সৃষ্টি করতেন না।

খুরজার এক নেতা বহু বছর যাবত হযরতকে তার বাড়িতে নেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হতে পারেন নি। অবশেষে ঘটনাক্রমে রোম ও রুশের যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে মাওলানা নানুতবী (র.) তুর্কীদের সাহায্যের জন্য চাঁদা কালেকশন শুরু করলেন। উক্ত নেতা এটাকে এক সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন। তিনি হযরতকে বললেন- হযরত! আপনি আমাদের বাড়িতে গিয়ে ওয়াজ করলে আমি তুর্কীদের সাহায্যার্থে দশ হাজার রুপী দান করব।

হযরত নানুতবী (র.) ভাবলেন, আমি তো নিজের জন্য চাঁদা তুলছি না। তুর্কী মুসলমানদের সাহায্যের জন্যই আমার এ চাঁদা। তার বাড়িতে খানিক ওয়াজ করে যদি দশ হাজার রুপী চাঁদা পাওয়া যায় তবে মন্দ কি? একথা ভেবে তিনি নেতার দরখাস্ত কবুল করলেন এবং তার বাড়ি গিয়ে ওয়াজ করলেন। নেতা তার ওয়াদা অনুযায়ী দশ হাজার রুপী দান করলেন।

ওয়াজ শেষ হয়ে গেলে লোকজন উঠে এসে মেহমানদারী গ্রহণের জন্য হযরতকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। প্রত্যেকেই তাকে আপন ঘরের মেহমান বানাতে চাইল। এতে কিছু শোরগোলের সৃষ্টি হলো এবং ক্রমেই তা বাড়তে লাগল।

লোকজন যখন পরস্পর কথা কাটাকাটি করছিল তখন এক ফাঁকে হযরত আস্তে করে তাদের মধ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে আপন মনে হাঁটতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে হাঁটার পর মাগরিবের আজান হলো। তিনি নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে শহরের এক প্রান্তে অপরিচিত এক মসজিদে গিয়ে উঠলেন যেখানে কেউ তাকে চিনত না।

ঘটনাক্রমে সে মসজিদের ইমাম তখন উপস্থিত ছিলেন না। তাই মুসল্লিগণ এ ব্যাপারে চিন্তিত ছিল যে, মাগরিবের নামাজের ইমামতি কে করবে? এমন সময় হযরতকে দেখে এক ব্যক্তি বলে উঠল- ভাই আপনি নামাজটি পড়িয়ে দিন।

হযরত অপারগতা প্রকাশ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন উপস্থিত লোকদের কেউই ইমামতি করতে রাজি হলো না, তখন তারা হযরতকে এই বলে পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে, আরে আল্লাহর বান্দা! আপনি তো মুসলমান, আপনার কি কুরআন শরীফের এমন দু চারটি সূরাও মুখস্ত নেই যদ্বারা ইমামতির

www.smfoundationbd.com

কাজটি চলতে পারে? হযরত এবার নিরুপায় হয়ে ইমামতি করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো, ঘটনাক্রমে হযরত প্রথম রাকাতে সূরা নাস এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফালাক তিলাওয়াত করলেন।

নামাজের পর গোটা মসজিদে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। মুসল্লিরা বলতে লাগল, এ কেমন আশ্চর্য লোক! নামাজের মধ্যে কুরআন শরীফ উল্টা তিলাওয়াত করল।

হযরত বললেন, ভাই! আমি তো প্রথমেই বলেছি যে, ইমামতির যোগ্য আমি নই। লোকজন বলল, তুমি যে কুরআন শরীফও সোজা করে পড়তে জান না একথা কে জানত?

হযরত জবাবে বললেন, আমি তো মৌলভীদের নিকট শুনেছি, এভাবে নামাজ পড়লেও নামাজ হয়ে যায়.।

এতে লোকজন তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, চুরি তো চুরি, আবার সিনা জুরি। একে তো নামাজ উল্টো পড়াল, তার উপর আবার মৌলভীদেরও বদনাম করল।

এদিকে যেসব লোক হযরতকে মেহমানদারী করার জন্য ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল, তারা হযরতকে সেখানে না পেয়ে খোঁজার জন্য বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। যখন হযরত ও মুসল্লিদের মাঝে কথোপকথন চলছিল তখন হযরতকে অন্বেষণকারী একদল লোক সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। তারা দেখল, কিছু মূর্খ লোক হযরতকে ঘিরে নানা ধরনের কথাবার্তা বলছে। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তারা মূর্খ লোকগুলোকে বলল, আরে! তোমরা কি জান কার সাথে এরূপ অসদাচরণ করছ? ইনি তো হলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানূতবী (র.)। হযরতের পরিচয় পেয়ে লোকজন অত্যন্ত লজ্জিত হলো এবং তার নিকট উপস্থিত হয়ে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

সূত্র ঃ সাওয়ানেহে কাসেমী ১ঃ৩৯৫ # আপবিতী ৬ঃ২২৯ # ফুয়ুজে আকাবির ২ঃ১৫৪

www.smfoundationbd.com

পাঠকের মতামত

আসসালামু আলাইকুম। শ্রদ্ধেয় লেখক! সালাম বাদ প্রথমেই একগুচ্ছ তরতাজা রক্তিম গোলাপের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন রইল। আমি একজন ছাত্র। পাঠ্য বই নিয়েই পড়ে থাকি দিনরাত। কিন্তু ছুটি বা অবসর পেলেই একটি ভাল বইয়ের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। যে সমস্ত জিনিস মানুষের মনের ক্ষুধা মিটায় তার মধ্যে প্রধান হলো বই। বই আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবসরের সাথী। মানব সমাজ আজ অপসাহিত্যের ভয়ঙ্কর থাবায় জর্জরিত। সুসাহিত্যের সবুজ বাগানে আজ অপসাহিত্যের আগাছা পরগাছাগুলো বিষ বৃক্ষের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে। নোংড়া সাহিত্যের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত যুব সমাজের দিকে কারো যেন খেয়াল নেই। হাট-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, বই-পুস্তকে শুধুই অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। এ যেন উলঙ্গপনার এক নীরব প্রতিযোগিতা। এই বেহায়াপনার স্রোতে যখন হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকা প্রতিনিয়ত হাবুডুবু খাচ্ছে ঠিক তখনি নুহের কিস্তির ন্যায় শান্তির বার্তা নিয়ে, সঠিক পথের দিশারী হয়ে উপস্থিত হলো আপনার হৃদয় গলে সিরিজ। আলহামদুল্লিাহ! হৃদয় গলে সিরিজের সবকটি বই পড়তে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। সত্যি এ সিরিজের একেকটি ঘটনা পড়লে ভাবতন্ময়তায় মন আত্মহারা হয়ে যায়। চিন্তার জগতে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। হৃদয়চিরে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বেরিয়ে আসে, হায়! যদি আমাদের মুসলিম ভাই-বোনেরা চরিত্র হননকারী নভেল, নাটক বই না পড়ে এই হৃদয় গলে সিরিজের মতো চরিত্র গঠনকারী বইসমূহ অধ্যয়ন করত তাহলে সমাজের এই নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হত না। আপনি শুনে খুশি হবেন যে, আমাদের এলাকায় সমাজ সেবামূলক সংগঠন শেখ শরফূদ্দীন (র.) স্মৃতি সংসদ এর উদ্যোগে একটি ইসলামি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এই পাঠাগারে অন্যান্য বইয়ের চেয়ে আপনার হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। যার কারণে হৃদয়গলে সিরিজ এক থেকে বারো খণ্ড পযন্ত দুই সেট বই রাখা হয়েছে। শ্রদ্ধাভাজন লেখকের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, আপনার এই ক্ষুরধার কলমকে কখনও থামিয়ে দিবেন না। সমাজের এই দৈন্যদশায় আপনার মতো কলম সৈনিকের খুবই প্রয়োজন। আপনার কলম হোক সুস্থ সমাজ গঠনের একটি অন্যতম হাতিয়ার। পরিশেষে আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে এবং কলম যুদ্ধে উৎসাহ ও প্রেরণা দানকারী সহযোদ্ধা, আপনার জীবন সঙ্গিনীকে। দুনিয়ার জগতে জান্নাতী সুখের নহরে ভেসে যাক আপনাদের জীবন ভেলা, এই কামনায়-

মোঃ ফেরদৌস আহমাদ শরফী, সাংগঠনিক সম্পাদক, শেখ শরফুদ্দীন (র.) স্মৃতি সংসদ
ভেড়াখাল (শরফ নগর) পোঃ ও থানা বাহুবল, জেলা হবিগঞ্জ।

www.smfoundationbd.com

যে গল্পে হৃদয় কাঁপে/৯৩

আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। পাঠ্য পুস্তক অধ্যায়নের পাশাপাশি জিন্দেগী গঠনের লক্ষ্যে আউলিয়ায়ে কেরাম ও হক্কানী ওলামায়ে কেরামের লিখিত ধর্মীয় বই-পুস্তক পাঠে আমি অভ্যস্ত। আপনার লিখিত হৃদয় গলে সিরিজের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১৩তম খণ্ডগুলো পড়ে আমার খুবই ভাল লেগেছে। বিশেষ কয়েকটি কারণে বইগুলো আমার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। প্রথমতঃ বইগুলোতে যে সমস্ত গল্প স্থান পেয়েছে, সেগুলো কুরআন হাদীস ও বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে সংকলিত হয়েছে এবং গল্পের মাঝে কিতাবের উদ্ধৃতি পূর্বক বিভিন্ন রকমের হাদীস ও মনীষীগণের বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকটি গল্পের শেষে মূল কিতাবের হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টি আমার কাছে খুবই পছন্দনীয়। কারণ যে কোনো বিষয়ের বর্ণনা মূল কিতাবের হাওয়ালাসহ উপস্থাপিত হলে তা সর্বজনের পক্ষে সন্দেহাতীত ভাবে মনে প্রাণে মেনে নিয়ে উহার উপর আমল করা অধিকতর সহজ হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ হৃদয় গলে সিরিজের ১১তম খণ্ড থেকে আকাবিরে দেওবন্দের ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে যা পাঠে আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের উন্নতি সাধিত হয়েছে। সর্বোপরি কিছু কিছু গল্পের সমাপ্তি লগ্নে সাহাবায়ে কেরাম ও বিভিন্ন আউলিয়ায়ে কেরামগণের অমীয়বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে, যা প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। আমার প্রত্যাশা সামনের বইগুলোও এভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও মনীষীগণের অমীয় বাণী দ্বারা জীবন্ত হয়ে উঠবে। এ বইগুলোতে এমন কিছু বিষয় স্থান পেয়েছে যা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি সম্ভব। পরিশেষে আপনার দীর্ঘায়ু এবং আপনার উপর মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত কামনা করে শেষ করলাম।

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান, কামিল (তাফসীর বিভাগ)
চরমোনাই আহছানাবাদ কামিল মাদরাসা, পোঃ চরমোনাই, বরিশাল।

সুপ্রিয় লেখক! আশা করি ভাল আছেন। আমার অনেক দিনের আশা আল্লাহ পূরণ করার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহপাকের কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া জানিয়ে কলম ধরলাম। হাতের কাছে পাইনি বলে সবগুলো সিরিজ পড়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু যে কটা পড়ার সুযোগ হয়েছে সেগুলো পড়ে এতই আনন্দিত হয়েছি যে, আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 'হৃদয় গলে' সিরিজ পড়ার আগ্রহ আগে যদিও চল্লিশ ভাগ ছিল কিন্তু ১৫ খণ্ডের কুইজ প্রতিযোগিতা দেখে পড়ার আগ্রহ এখন একশত ভাগ বেড়ে গেছে। খুবই সতর্কতার সাথে প্রতিটি লাইন পড়ছি। আমি মনে করি এ ধরনের কুইজ প্রতিযোগিতা একই বইকে বার বার পড়তে উৎসাহিত করবে। আপনি এ ধরনের ইসলামি সিরিজ বের করে শুধু আপনার কিংবা আমার উপকার করেননি

www.smfoundationbd.com

বরং গোটা মানব জাতির উপকার করেছেন। পুরা জাতি এবং সমাজ যখন অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, পাপের কালো ধুয়ায় যখন সারা পৃথিবী গ্রাস করে ফেলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আপনি হৃদয়গলে সিরিজ প্রকাশ করে পুরা জাতি এবং সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সেজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং লেখক মহোদয়ের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

প্রিয় লেখক 'সোনালী সংসার' উপন্যাসটি আসলেই প্রশংসনীয়। এই উপন্যাসটি পড়ে অনেক মা বোনদের মনে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগতে পারে। নাজিয়া শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং স্বামীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। নাজিয়ার মতো যদি প্রতিটি মা-বোন, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর হুকুমগুলো মেনে চলে বেহেশত তাদের অতি কাছে। বাংলার প্রতিটি রমণী হোক নাজিয়ার মতো। 'নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী' পড়ে নিজের অজান্তেই দুচোখের পানি গড়িয়ে পড়েছে। হৃদয় হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তার উপর নেমে এলো নির্মম নিষ্ঠুরতা। তিনি অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাননি। রক্ষা পানটি তার বৃদ্ধ স্বামী হযরত ইয়াসির (রা.) এবং যুবক পুত্র হযরত আম্মার (রা.) ও। ওহ! কেমন ছিল তাদের ঈমান। দীনের খাতিরে কুরবানি দিয়েছেন নিজ প্রাণ। আমি আরো পড়ে মুগ্ধ হলাম- 'অপূর্ব রাসূল প্রেম।' আমার লেখাটা বড় হলেও একটা কথা না বলে পারছি না, সব কাজের পেছনে কারো না কারো অবদান থাকে, আমার সব ভাল কাজের উৎস হলেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাইয়া মোঃ মামুন, আমি যখন বিভিন্ন বই পড়তাম, তখন তিনি আমাকে ভাল ইসলামিক বই উপহার দিতেন, তার কারণেই আমি আজ হৃদয়গলে সিরিজের বই পড়ার জন্য এত উৎসাহিত হয়েছি।

সুপ্রিয় লেখক! আমি আরো বেশি আনন্দিত হয়েছি যে, আপনার লেখা হৃদয় গলে সিরিজের সাথে, আমার অতি প্রিয় মাসিক আদর্শ নারীর সম্পর্ক রয়েছে। আমি কয়েকটি নাম পেশ করলাম। যে গল্পে বাস্তব জীবন গড়ে উঠে। যে গল্পে রূহের খোরাক মিলে। যে গল্প হৃদয় ছুঁয়ে যায়। যে গল্পে শান্তির ঠিকানা মিলে। যে গল্পে হৃদয়ের চক্ষু খোলে, যে গল্প সত্যের আহবান জানায়। যে গল্পে মুক্তির পথ মিলে। ঐ নামগুলো হতে যদি কয়েকটি নাম গ্রহণযোগ্য মনে করেন তাহলে আল্লাহর কাছে লাখো শুকরিয়া এবং লেখক মহোদয়ের কাছে চির ঋণী থাকব।

সুপ্রিয় লেখক! আল্লাহ আপনার যতদিন হায়াত রাখেন, ততদিন এই সিরিজ চালিয়ে যাবেন। আল্লাহ আপনাকে এবং আমাদেরকে দীনের কাজ করার জন্য কবুল আর মঞ্জুর করেন। আমিন ছুম্মা আমিন।

রাশেদা বিনতে আমির
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী, বি. বাড়িয়া।

www.smfoundationbd.com

বহুদিন যাবত আমার মনটা বারবার শুধু খুঁজে ফিরছিলো এমন একট
জিনিস যে হবে আমার সুখ দুঃখের সাথী। এই হতাশা আর একসাগর দুঃ
নিয়ে বেঁচে আছি চার বছর যাবত। কিন্তু মহান দয়ালু প্রভু হঠাৎ আমার হৃদয়ে
সাথে মিলিয়ে দিলেন এক অভাবনীয় ঠিকানা। যা পেয়ে আমি অতীতের স
দুঃখ ভুলে গেছি। তাহলো আমার তোমার সুপরিচিত ব্যক্তি মাওলানা মুফীজু
ইসলামের লিখিত হৃদয়গলে সিরিজ। আমার পক্ষ থেকে সেই মহান মানবকে
এবং তার নেককার খোদা ভীরু চরিত্রবান আদর্শ পরিবার পরিজনকে জানাই
হাজারো সালাম কেননা। ইসলামি উপন্যাস পড়ার প্রতি আমার কোনো আগ্রহ
ছিল না। নায়ক নায়িকাদের বই ও উপন্যাস পড়তে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু
আমাকে সেই সত্যের পথের দিশারী হৃদয় গলে সিরিজ নবীন জীবন দান
করেছে। আমার মতো হাজারো ভাই বোন সত্যের নূর খুঁজে পেয়েছে
আপনাকে অনুরোধ করে বলব, আপনি যেন জীবন থাকা অবস্থায় আপনার
লেখা বন্ধ না করেন। আমি এবং আমার মতো হাজারো ভাই যারা সত্যের
সন্ধান পেয়েছি আমরা মহান বিধাতার নিকট দোয়া করি তিনি যেন সেই মহান
ব্যক্তিকে সুউচ্চ জান্নাত দান করেন আর দোয়া করি তার সুযোগ্য পরিবার
পরিজনের জন্য, যেন তারা সারা জীবন সৎপথে চলতে পারেন। আমিন
পরবর্তী বইয়ের জন্য কিছু নাম ঃ (১) জান্নাতের ছামানা (২) সৎপথের ঠিকানা
৩) শুধু মন কেড়ে নেয় (৪) সুখ দেয় দুঃখ দূর করে।

মুহাঃ আবু বকর ছিদ্দিক সবুজ
পিতা ঃ মোঃ ইসমাঈল হোসেন, পূর্বধলা, নেত্রকোনা

শ্রদ্ধেয় লেখক ভাইয়া! প্রথমে আমার সালাম নিবেন, আশা করি
আল্লাহর রহমতে ভাল আছেন। আপনার লেখা হৃদয় গলে সিরিজগুলো
আমি গভীর মনযোগ সহকারে পড়েছি। সত্যিই বইগুলো অত্যন্ত
যুগোপযোগী এবং ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শ বিবর্জিত মুসলিম মিল্লাতকে
ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার এক বলিষ্ঠ উদ্যোগ। এমন একটি
ইসলামি গল্পের বই লেখার জন্য আমার পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক

www.smfoundationbd.com

মোবারকবাদ জানাই। যে গল্পে হৃদয়গলে বইয়ের নামটি যতটা না আকর্ষণীয় তার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় প্রতিটি গল্প। সত্যি যদি কোনো পাষাণ মানুষ মনোযোগ সহকারে গল্পগুলো পড়ে, আমার বিশ্বাস তার হৃদয়ও বরফের ন্যায় গলে যাবে এবং তার হৃদয় আলোকিত হবে হিদায়েতের আলোক ছটায়। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

মোঃ ইমরান হোসাইন (এমরান)
মোগলটুলী, কুমিল্লা।

সম্মানিত লেখক সাহেব! আপনার হৃদয় গলে সিরিজের সবগুলো বই আমি পড়েছি। সত্যিই হৃদয় গলে সিরিজ আত্মার শান্তি পাওয়ার মতো একটি সিরিজ। যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আপনার হৃদয় গলে সিরিজ সব ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগিয়ে তুলুক, সব মূর্খ অজ্ঞাত আঁধারে ডুবন্ত মানুষের মনকে উজ্জ্বল করুক। নিশ্চয় আপনার এই সিরিজ একদিন স্থান পাবে সবার শীর্ষে। মতামত বিভাগ পড়লে বুঝা যায়, এই সিরিজ কি পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আপনার সিরিজকে পৃথিবীর ছোট বড় সবাই গ্রহণ করবে। আকাশে বাতাসে পাহাড় পর্বতে তোলপার শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। আমি প্রত্যাশা করি হৃদয় গলে সিরিজ হোক সব মানুষের চলার সাথী, দান করুক বিবেক হীনকে বিবেক, জ্ঞান হীনকে সীমাহীন জ্ঞান। সেই সাথে কামনা করি আপনার কলম চলতে থাকুক অবিরাম, অবিরতভাবে.....।

নিবেদক
এইচ এম জোবায়ের আহাম্মদ জাবেদ

www.smfoundationbd.com

হৃদয় গলে সিরিজ কুইজ প্রতিযোগিতা-২

প্রশ্নাবলি ঃ

১। কোন্ মহান বুযুর্গ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬/১৭ ঘন্টা কিতাব দেখায় ব্যয় করতেন?

২। "অতিরিক্ত আহার করো না। এতে আশা বিনষ্ট হয়, শরীর অসুস্থ হয় এবং ইবাদতের আগ্রহ দূর হয়ে যায়।" -এটি কার উক্তি?

৩। হৃদয় গলে সিরিজে স্বামী-স্ত্রীর সর্বমোট কয়টি অধিকার পয়েন্ট দিয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে?

৪। হালুয়া ঘাটের আমীর সাহেব পুনরায় কত বছর পর জামাত নিয়ে কক্সবাজার গিয়েছিলেন?

৫। বাগদাদের প্রসিদ্ধ চোরটি কি নামে পরিচিত ছিল?

৬। জামিলা কে?

৭। ডাঃ কবীরকে কোথায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল?

৮। মাওলানা সুলতান আহমদ কোন্ দেশের মুফতীয়ে আজম ছিলেন?

৯। হৃদয় গলে সিরিজের শততম গল্প কোন্টি?

১০। হযরত ফরীদ উদ্দীন আত্তার (র.) এর প্রকৃত নাম কি?

১১। কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?

১২। স্বামী ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোনো বিপদের খবর শোনানো যাবে না। শুনাতে হবে কিছুক্ষণ পরে। সময় মতো, মন ও মেজাজ বুঝে। - উদ্ধৃত অংশটুকু কত নং সিরিজের কত পৃষ্ঠায় আছে?

১৩। হৃদয় গলে সিরিজের লেখা পড়ে মনেই হয় না যে, এটি কোনো মাদরাসার মাওলানার লেখা - এ কথাটি কে বলেছেন?

১৪। নাহিদার স্বামীর নাম কি?

www.smfoundationbd.com

১৫। হৃদয় গলে সিরিজকে শুধু গল্পের বই বলা যায় না, বরং মুসলিম জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েলের এক অমূল্য ভাণ্ডারও বলা যায়। -এ কথাটি কোন পাঠকের?

১৬। "কিন্তু শ্বশুর বাড়ির লোকজন ঘুর্ণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেননি যে, জামাই বাবাজি তার পিতাকে জিন্দা রেখেই ..... ।" শূন্যস্থানে কি বসবে?

১৭। মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (র.) এর শায়েখ কে ছিলেন?

১৮। "মনে রেখো, সত্যের উপর অবিচল থেকে তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অসত্য পথের গোলামী থেকে হাজার গুণ উত্তম।" -কথাটি কে, কাকে লক্ষ্য করে বলেছিল?

১৯। কোন্ বুযুর্গ আপন শাগরেদ থেকে বিনয়ের পরীক্ষা নিয়েছিলেন?

২০। "যে নারী মেহমান পছন্দ করে না তার কোনো প্রয়োজন আমার নেই।"- কথাটি কার?

২১। ষাট গম্বুজ মসজিদ কে নির্মাণ করেন?

২২। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ কোনটি?

২৩। ইন্টারপোল কি? এর সদর দফতর কোথায়?

২৪। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সময় এর সদস্য সংখ্যা কত ছিল?

২৫। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ কত সালে শুরু হয়?

নিয়মাবলি

১। ২৫টি প্রশ্ন থেকে যে কোনো ২০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

২। প্রতিযোগিতায় সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকা অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

৩। আগামী **১৫ জুলাই ২০০৬**-এর মধ্যে পৃথক কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিম্নোক্ত যে কোনো একটি ঠিকানায় উত্তরপত্র পাঠাতে হবে।

৪। খামের উপর বাম দিকে **"হৃদয় গলে সিরিজঃ কুইজ প্রতিযোগিতা-২"** অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

www.smfoundationbd.com

৫। খামের পিছনে এবং উত্তরপত্রে পূর্ণ ঠিকানা পৃথকভাবে লিখতে হবে।

৬। প্রতিযোগিতার যে কোনো বিষয়ে কুইজ পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৭। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারীর মাধ্যমে ২০জনকে নির্বাচন করে **প্রথম জনকে সিরিজের পূর্ণ ১সেট বই (১৬টি), দ্বিতীয়জনকে ১০টি, তৃতীয় জনকে ৭টি এবং বাকি ১৭ জনকে ২টি করে বই** পুরস্কার দেওয়া হবে। তাছাড়া বিজয়ী ২০জনের নাম-ঠিকানাসহ অন্যান্য বিজয়ীদের নামও পরবর্তী সিরিজে প্রকাশিত হবে এবং তাদেরই সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতায় আল্লাহ চাহে তো পরবর্তীতে পাঠক ফোরাম গঠিত হবে। দূরবর্তী বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার ডাকযোগে পাঠানো হবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম ২০টি প্রশ্নের উত্তর ১ থেকে ১৬তম সিরিজের মধ্যে রয়েছে।

৮। ডাকযোগে প্রেরিত সর্বপ্রথম যে দশজন প্রতিযোগীর চিঠি লেখকের হাতে পৌঁছবে তারা যদি লটারীতে না টিকে এবং তাদের উত্তরও সঠিক হয় তবে তাদের প্রত্যেককে ১টি করে মোট ১০টি বই পুরস্কার দেওয়া হবে। এ নিয়মটি কুইজ প্রতিযোগিতা-৫ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

১। আল্লাহ চাহেতো সামনের প্রতিটি সিরিজে কুইজ প্রতিযোগিতার এ ধারাবাহিকতা চলবে।

২। এখন থেকে শুধু বইয়ের শেষ ভাগেই প্রতিযোগিতার প্রশ্নাবলি, নিয়মাবলি ইত্যাদি ছাপা হবে। কোনো পত্রিকায় দেওয়া হবে না।

৩। যে কোনো উপায়ে পুরস্কার বিজয়ীরা অনুগ্রহপূর্বক তাদের পূর্ণ নাম-ঠিকানা লেখককে জানানোর পর পুরস্কার প্রেরণ করা হবে। কেউ সিরিজের নির্দিষ্ট কোনো বই/ বইসমূহ পাওয়ার প্রত্যাশী হলে এবং তা লেখককে অবহিত করলে তার জন্য তার কাঙ্ক্ষিত বই/বইগুলিই পাঠানোর চেষ্টা করা হবে।

৪। কুইজ পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পাঠকদের উপস্থিতিতে **"কুইজ প্রতিযোগিতা-১"** এর ড্র এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

www.smfoundationbd.com

৪ জুন ২০০৬ইং রোজ রবিবার বাদ আছর অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়ী কোন পাঠক বা তার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি যথাসময়ে উপস্থিত থাকলে তখনি তার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

❑ মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা (প্রকাশক)
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

অথবা

❑ মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম (লেখক)
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দত্তপাড়া, নরসিংদী। ফোন ঃ ০১৭১২-৭৯২১৯৩

পরবর্তী আকর্ষণ

যে গল্পে মানুষ গড়ে

www.smfoundationbd.com

আল্লাহ্‌প্রেম, আত্মশুদ্ধি ও জীবন গঠনের লক্ষ্যে আমাদের প্রকাশিত সৃজনশীল বইসমূহ

- তাফসীরে আমপারা
- আখলাকুন নবী ﷺ
- নবী অবমাননার শরয়ী বিধান
- রাসূলের (ﷺ) গৃহে একদিন
- কেমন ছিলেন রাসূল ﷺ?
- আউলিয়ায়ে কেরামের
- সিয়াম সাধনা
- রমজানের আধুনিক জরুরি
- মাসায়েল
- আদর্শ শিক্ষক রাসূল ﷺ
- আদর্শ সন্তান
- ইমাম আবূ হানীফা (র.)
- ও ইলমে হাদীস
- ইমাম আবূ হানীফা (র.)
- স্মারকগ্রন্থ
- আলোকিত জীবনের সন্ধানে
- [১ম ও ২য় খণ্ড]
- দাওয়াত ও তাবলীগের
- রূপরেখা
- ইসলামি সমাজে নারীর
- মর্যাদা
- কুরআন আপনাকে কী বলে?
- কুরবানির ইতিহাস ও
- মাসআলা-মাসায়েল
- কুরআন-হাদীসের আলোকে
- আত্মশুদ্ধি (১ম-৩য় খণ্ড)
- মহিয়সী নারীদের দিনরাত
- ছোটদের প্রিয়নবী ﷺ
- তাকবিয়াতুল ঈমান
- কিয়ামত কবে হবে
- তওবার বিস্ময়কর ঘটনা
- বেহেশতী জেওর বাংলা
- [১ম-৫ম]
- বেহেশতী জেওর বাংলা
- [৬ষ্ঠ-১০ম]
- বিশ্ব কবিদের দৃষ্টিতে
- হযরত মুহাম্মদ ﷺ
- বিপদ কেন ও মুক্তি কোন
- পথে?
- মাযহাব মানি কেন?
- মাসায়েলে মাইয়্যিত
- মুসলিম রমণী
- রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ ﷺ
- [১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড]
- শবে বরাত ও শবে কদর :
- করণীয় বর্জনীয়
- আত্মীয়-স্বজনের হক ও
- হুকূকুল ইবাদ
- সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে
- কেরাম
- আল্লাহ তা'আলার ৯৯
- নামের অজিফা
- চির অভিশপ্ত ইহুদি
- সম্প্রদায়

উপন্যাস

- গুমরে মরি একলা ঘরে
- বেলা অবেলার মঞ্চ

www.smfoundationbd.com